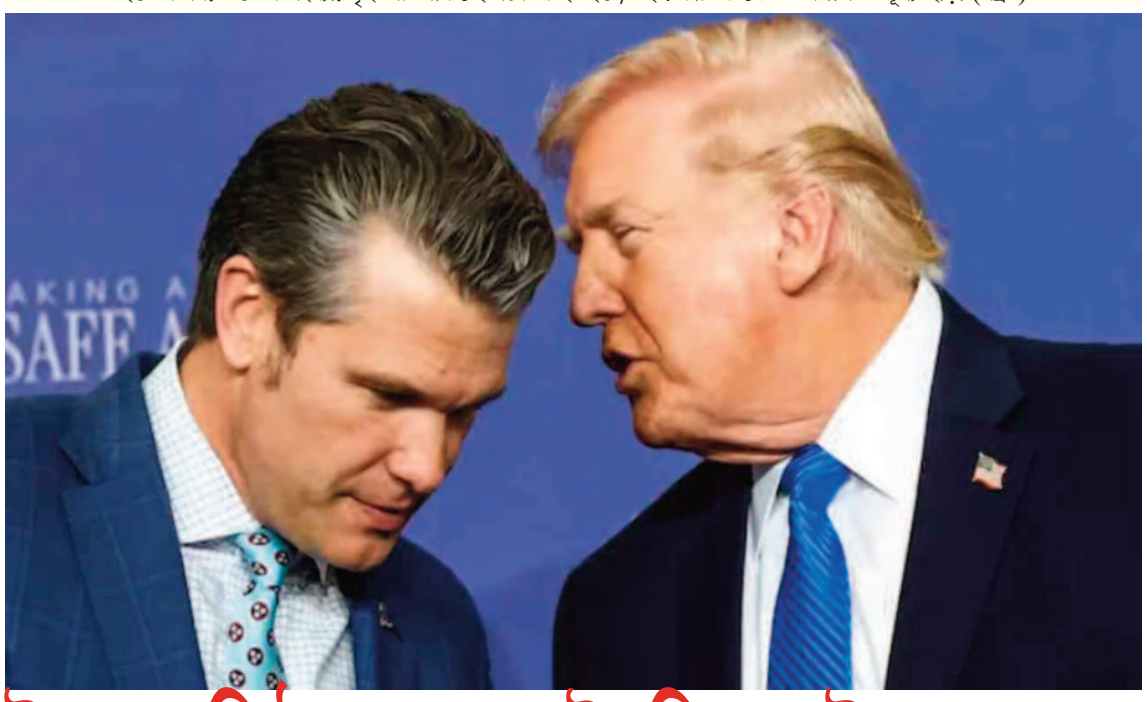
সাপ্তাহিক জনমভূমি

প্রবাসে বাংলাদেশের মুখ

Vol 26 No.36Thursday 12 November 2026 Weekly Janmobhumi New York Free in USA

২৬তম বর্ষ. ৩৬তম সংখ্যা. বৃহস্পতিবার ১২ নবেম্বর ২০২৬ / ২৭ কার্তিক ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ মূল্য ছাড়া (ফ্রি)

www.jonmobhumi.com



ট্রাম্প-ঘনিষ্ঠ হেগসেথ ইমপিচমেন্ট এড়ালেন!

ওয়াশিংটন ডেস্কঃ ১১ ডেমোক্র্যাট সদস্যের অনুপস্থিতির জেরেই হেগসেথ আপাতত ইমপিচমেন্ট এড়ালেন! মার্কিন বিরোধী শিবিরে অন্তর্বিরোধের আঁচ? তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে অনুপস্থিত ডেমোক্র্যাট সদস্যদের তালিকায় প্রাক্তন স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি এবং জুলিয়া ব্রাউনলি, লু কোরেয়া, স্টিভেন হর্সফোর্ড, ফ্রেডেরিকা উইলসনের মতো প্রথম সারির নেতারা রয়েছেন। ফলে তৈরি হয়েছে অন্তর্বিরোধের জল্পনা।

মার্কিন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভসে বুধবার ভোটাভুটিতে খারিজ হয়ে গেল প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ প্রতিরক্ষাসচিব (ট্রাম্প জমানায় যে পদের নাম বদলে হয়েছে 'যুদ্ধসচিব') পিট হেগসেথের বিরুদ্ধে আনা ইমপিচমেন্ট (বরখাস্ত) প্রস্তাব। ভোটাভুটির এই ফলাফল আমেরিকার প্রধান বিরোধী দলের অন্দরের ভাঙনের ইঙ্গিতবাহী বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ।**-বাকী অংশ ১৪ পাতায়**

বালোচ বিদ্রোহীদের হামলায় কাঁপল পাকিস্তান!



ইসলামাবাদ ডেস্কঃ কোয়েটা-করাচি হাইওয়েতে ভয়ংকর বিস্ফোরণ, উড়ল সেতু বালোচিস্তানের পাকিস্তানি শাসনের শৃঙ্খল ভেঙে ফেলতে দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করছে বালোচ লিবারেশন আর্মি। গত ১১ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের ঘোষণা করেছে বালোচিস্তান। বিদ্রোহীরা দাবি করেন, বালোচিস্তানের ৮৫ শতাংশ এলাকা তাঁদের নিয়ন্ত্রণে। বালোচ বিদ্রোহীদের হামলায় কাঁপল পাকিস্তান! কোয়েটা-করাচি হাইওয়েতে ভয়ংকর বিস্ফোরণ, বালোচ বিদ্রোহীদের হামলায় ফের কাঁপল পাকিস্তান! কোয়েটা-করাচি হাইওয়েতে ভয়ংকর বিস্ফোরণ।**-বাকী অংশ ১৭ পাতায়**



'মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামি'! হাসিনাকে পাসপোর্ট দেওয়ার সুযোগ নেই!

দিল্লি ডেস্কঃ বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের চিফ প্রসিকিউটর মহম্মদ আমিনুলের দাবি, মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণার পর হাসিনা তার বিরুদ্ধে কোনও আপিল ফাইল করেননি। তাই তাঁর তরফে নতুন ভাবে আবেদন করার আর কোনও আইনগত সুযোগ নেই**-বাকী অংশ ১৫ পাতায়**

প্রধানমন্ত্রী হতে 'অচ্ছুত' আরবদের পাশে চান নেতানিয়াহু?

ইজরায়েলের স্পিকারের নাম ঘোষণা করলেন আইজ্যাকেট

লন্ডন ডেস্কঃ সরকার গঠনের জন্য গাদিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সে দেশের প্রেসিডেন্ট আইস্যাক হেরজ়োগ। সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রমাণ দিয়ে সরকার গঠনের জন্য তাঁর হাতে ২৮ দিন সময় আছে। অন্য বিরোধী দলগুলির সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছে গিয়েছেন, এমনটাই জানিয়েছেন গাদি আইজ়েনেকট, ইজ়রায়েলের প্রাক্তন সেনাপ্রধান। ইজ়রায়েলের আইনসভা **-বাকী অংশ ১৫ পাতায়**

কাশ্মীরে ফের জঙ্গি হানা পহেলগাঁওয়ের পর কুলগাঁও

দিল্লি ডেস্কঃ ভূস্বর্গে ফের জঙ্গি হানা! গত বছর পহেলগাঁও হামলা ও তার জবাবে ভারতের 'অপারেশন সিন্দুর'-এর পর গোটা উপত্যকায় শান্তি ফিরেছিল। পহেলগাঁওয়ের পর কুলগাঁও, জখম ৩ জওয়ান, কাশ্মীরে জঙ্গি নিশানায় সিআরপি ফিরদৌস হাসান, শ্রীনগর: ভূস্বর্গে ফের জঙ্গি হানা! গত বছর পহেলগাঁও হামলা ও তার জবাবে ভারতের 'অপারেশন সিন্দুর'-এর পর গোটা উপত্যকায় শান্তি ফিরেছিল। বিচ্ছিন্ন দু'-একটি ঘটনা ঘটলেও সেভাবে **-বাকী অংশ ১৬ পাতায়**

আমেরিকায় নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূতের 'আকস্মিক মৃত্যু'!

ওয়াশিংটন ডেস্কঃ দারচিয়েভের আকস্মিক মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছে রাশিয়ার বিদেশ মন্ত্রক। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "আমরা দারচিয়েভের পরিবার ও প্রিয়জনদের প্রতি গভীর ও আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।" বিবৃতিতে তাঁকে একজন 'অসাধারণ পেশিদার' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রয়াত আমেরিকায় নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার দারচিয়েভ। বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। কী ভাবে মৃত্যু হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয় বলে জানিয়েছে রুশ বিদেশ মন্ত্রক।

দারচিয়েভের আকস্মিক মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছে রাশিয়ার বিদেশ**-বাকী অংশ ১৫ পাতায়**

আল-জাজিরার বিশ্লেষণ

টানটান উত্তেজনার মাঝেও যেভাবে গোপনে বাণিজ্যে ফিরছে পাকিস্তান ও ভারত

দিল্লি ডেস্কঃ পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে বর্তমানে কোনো আনুষ্ঠানিক বাণিজ্য চুক্তি বা সম্পর্ক না থাকলেও, দুই দেশের মধ্যকার আমদানি বাণিজ্য আবার যুদ্ধের আগের অবস্থায় ফিরে গেছে। বিশ্লেষকদের মতে, চিরশত্রু এই দুই দেশের দীর্ঘদিনের বৈরী সম্পর্কের **-বাকী অংশ ১৬ পাতায়**

স্পেনে ১৪ বছর পর ধর্মঘট, স্থবির জনজীবন

লন্ডন ডেস্কঃ আবাসনসংকট ও জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির প্রতিবাদে ১৪ বছর পর প্রথমবারের মতো সাধারণ ধর্মঘট পালন করেছে স্পেনের প্রধান শ্রমিক ইউনিয়নগুলো।

বুধবারের (১১ নভেম্বর) এ ধর্মঘটে দেশজুড়ে পরিবহনসহ বিভিন্ন সরকারি ও জনসেবা কার্যক্রমে ব্যাপক বিঘ্ন ঘটে।বুধবার দিনভর বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভেরও পরিকল্পনা**-বাকী অংশ ১৭ পাতায়**

ডিসেম্বরকেন্দ্রিক আওয়ামী লীগের নাশকতা ও পরিকল্পনার ব্লুপ্রিন্ট ফাঁস

ঢাকা ডেস্কঃ আওয়ামী লীগের ডিসেম্বরকেন্দ্রিক গোপন ব্লুপ্রিন্ট বা নাশকতার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে তা দেশের সাপ্লাই চেইন, উৎপাদন খাতসহ পুরো অর্থনীতিকে এক মারাত্মক সংকটের মুখে ফেলতে পারে। দীর্ঘদিন ক্ষমতার বাইরে থেকে রাজনৈতিকভাবে প্রচন্ড চাপের মুখে থাকা দলটির একটি অংশ যেকোনো উপায়ে রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশ নিজেদের **-বাকী অংশ ১৪ পাতায়**









অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

MHC
MARKS HOME CARE

প্রশিক্ষণ ছাড়াই আপনার আত্মীয়স্বজন/প্রতিবেশীদের স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন






আমাদের এজেন্সীতে কি কি করতে পারবেন?

- আমাদের হোম কেয়ার এজেন্সী কোন HHA সার্টিফিকেট ছাড়াই আপনার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব অথবা প্রতিবেশীকে স্বাস্থ্য সেবা দেয়ার সুযোগ করে দিতে পারে।
- HHA সার্টিফিকেট থাকলে আপনি যে কোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিতে পারবেন।
- আপনার মেডিকেইড নেই? আমাদের বিশেষজ্ঞ কর্মীরা এব্যাপারে আপনাকে সহায়তা করবে।
- আপনি ঘরে বসে, আপনার বাবা-মা/শ্বশুর-শাশুড়ীকে সেবা প্রদান করে অর্থ উর্পাজন করতে পারবেন।
- আমাদের রয়েছে হোম কেয়ারের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা।
- মনে রাখবেন, আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।
- আমরা CDPAP এর আওতায় কোন প্রকার সার্টিফিকেট ছাড়াই অর্থ উপার্জনের সুযোগ করে দিয়ে থাকি।

Office Hour
Mon-Sunday
9am-6pm

আয় করুন, আপনি প্রতি সপ্তাহে বেতন পেতে পারেন।

অফিস সময়সূচি : সোমবার থেকে শনিবার সকাল ৯টা - বিকাল ৫টা

For details information please contact at 718-647-5555, 646-591-6782

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE
MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

REGO PARK :
97-17 64th Road
Rego Park, NY 11374

JAMAICA :
148-37 Hillside Avenue
Jamaica, NY 11435

JACKSON HEIGHTS :
37-26 74th St 2nd Floor,
Jackson Heights, NY 11372

BRONX :
1514 Castle Hill Ave.
Bronx, NY 10462

BROOKLYN :
219 Church Ave.
Brooklyn, NY 11218

BUFFALO :
737 Delaware Ave., Suite 215
Buffalo, NY 14209

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

www.jonmobhumi.com



কপ-৩১ সম্মেলনে বিশ্বনেতাদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের শুভেচ্ছা বিনিময়

ঢাকা, তুরস্কের আন্তালিয়ায় জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক সম্মেলন (কপ-৩১) ঘিরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার শীর্ষ প্রতিনিধিদের সঙ্গে শুভেচ্ছা ও কুশল বিনিময় করেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরুর আগে লিডার্স লাউঞ্জে বিশ্বনেতাদের এই সম্মিলন ঘটে। সেখানে পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে অনানুষ্ঠানিক ও সংক্ষিপ্ত আলাপচারিতায় অংশ নেন তারা।

বুধবার (১১ নভেম্বর) তুরস্কের স্থানীয় সময় সকাল ১০টা ১০ মিনিটে প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনস্থলে পৌঁছালে আয়োজকদের পক্ষ থেকে তাঁকে স্বাগত জানানো হয়।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে রয়েছেন তাঁর সহধর্মিণী ডা. জুবাইদা রহমান। এ সময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক মন্ত্রী আব্দুল আউয়াল মিন্টু এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরুর আগে সম্মেলনস্থলের লিডার্স লাউঞ্জে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিরা একে অপরের সঙ্গে শুভেচ্ছা ও কুশল বিনিময় করেন। এ সময় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানও বিশ্বনেতাদের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে সংক্ষিপ্ত আলাপচারিতায় অংশ নেন।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও শুভেচ্ছা বিনিময়কারীদের মধ্যে ছিলেন ইসলামি সহযোগিতা সংস্থার (ওআইসি) মহাসচিব ইসমাইল ওল্ড শেখ আহমেদ, লন্ডনের মেয়র সাদিক খান, মলদোভার প্রধানমন্ত্রী ভাসিলে তোফান, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারি, ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান, সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল-শারা, দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদ আল-শাইবানি এবং কুয়েতের প্রধানমন্ত্রী শেখ আহমদ আবদুল্লাহ আল-আহমদ আল-সাবাহ।

এ ছাড়া ইন্দোনেশিয়ার প্রতিনিধিদলের সদস্যদের সঙ্গেও শুভেচ্ছা ও কুশল বিনিময় করেন প্রধানমন্ত্রী।কপ-৩১ সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান, আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধি এবং জলবায়ুবিষয়ক বিশেষজ্ঞরা অংশ নিচ্ছেন। জলবায়ু পরিবর্তনের বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদারের বিষয়গুলো এবারের সম্মেলনে গুরুত্ব পাচ্ছে। সম্মেলনের ফাঁকে কয়েকটি দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের দ্বিপক্ষীয় বৈঠক ও সৌজন্য সাক্ষাতের কর্মসূচি রয়েছে।

এর আগে মঙ্গলবার তিন দিনের সফরে তুরস্কের আন্তালিয়ায় পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। সফরে তাঁর সঙ্গে রয়েছেন স্ত্রী ডা. জুবাইদা রহমান।

বিক্ষোভের মামলায় সাক্ষী মমতা, কালীঘাটের বাড়িতে পুলিশের নোটিশ

ঢাকা, ভারতের পশ্চিমবঙ্গের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ও তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ১৩ বছর আগের একটি বিক্ষোভের মামলায় সাক্ষী হিসেবে তলব করেছে দিল্লি পুলিশ। সোমবার দুপুরে কলকাতার কালীঘাটে তার বাড়িতে গিয়ে এ সংক্রান্ত নোটিশ দিয়ে আসে দিল্লি পুলিশের একটি দল। ২০১৩ সালে দিল্লির বঙ্গভবন ঘেরাও এবং বিক্ষোভের ঘটনায় দায়ের হওয়া মামলার তদন্তের অংশ হিসেবে তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দিল্লিতে উপস্থিত হতে বলা হয়েছে।

পাকিস্তানের 'ট্রাম্প কার্ড' কেন কাজে আসছে না

ঢাকা, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠতা পেতে নানা উদ্যোগ নিয়েছিল পাকিস্তান। ট্রাম্প পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ক্রিপ্টোকারেন্সি চুক্তি, যুক্তরাষ্ট্রে লবিংয়ের জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় এবং পাকিস্তানের বিরল খনিজ সম্পদের সম্ভাবনা তুলে ধরার মতো পদক্ষেপ নিয়েছে ইসলামাবাদ।

তবে এসব প্রচেষ্টার বিনিময়ে পাকিস্তান তেমন কোনো অর্থনৈতিক বা কৌশলগত সুবিধা পায়নি।

এশিয়া টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে ট্রাম্পের প্রশংসা করেছেন। ইরান, গাজা ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংকট নিয়ে আলোচনার সময়ও তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্টের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন।

একই সঙ্গে ওয়াশিংটনে নিজেদের প্রভাব বাড়াতে একাধিক লবিং প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করে পাকিস্তান সরকার।

ওয়াশিংটনের ছয়টি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি করতে প্রায় ৫০ লাখ ডলার ব্যয় করেছে ইসলামাবাদ। এর মধ্যে সাইডেন ল-এর সঙ্গে দুই লাখ ডলারের একটি চুক্তি ছিল। প্রতিষ্ঠানটি আবার জাভেলিন অ্যাডভাইজার্সকে উপ-চুক্তি দেয়। এই প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতাদের একজন ট্রাম্প অর্গানাইজেশনের সাবেক নির্বাহী জর্জ সোরিয়াল।



সংসদে ডা. শফিকুর রহমান
গোপনে বিদেশি এজেন্সির সঙ্গে বসার কোনো ইতিহাস জামায়াতের নেই

কোনো দেশের কোনো গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে বসা বা গোপনে বৈঠক করার কোনো ইতিহাস জামায়াতে ইসলামীর নেই বলে দাবি করেছেন দলটির আমির ও সংসদে বিরোধীদলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমান। তিনি বলেন, 'আমরা একটি রাজনৈতিক দল। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও বন্ধুদের সঙ্গে বসবো, কোনো এজেন্সির সঙ্গে বসার প্রশ্নই ওঠে না।'

বুধবার (১১ নভেম্বর) জাতীয় সংসদের চতুর্থ অধিবেশনের তৃতীয় দিনের সভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদের ৩০০ বিধির বক্তব্যের পর দেওয়া প্রতিক্রিয়ায় তিনি এসব কথা বলেন।

এর আগে দেশে সাম্প্রতিক অস্থিরতার পেছনে সীমান্তের ওপার থেকে উসকানি দেওয়া হচ্ছে বলে জামায়াত আমির যে বক্তব্য দিয়েছেন, তার সঙ্গে একমত পোষণ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দলটির প্রতি ইঙ্গিত করে 'ঢাকায় বিদেশি এজেন্সির সঙ্গে গোপন বৈঠক' নিয়ে সন্দেহ পোষণ করেন।

তিনি বলেন, বিভিন্ন সময়ে ঢাকায় একটি দলের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে বিদেশি বিভিন্ন সংস্থার লোকজনের গোপন বৈঠকের সঙ্গে এই উসকানির কোনো সম্পর্ক আছে কি না, তা জনগণ জানতে চায়।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এ বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় জামায়াত আমির বলেন, যারা আমাদের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ করছেন, তারাই দেশে-বিদেশে বিভিন্ন এজেন্সির সঙ্গে বসেছেন। এজেন্সির দেশে গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। প্রকাশ্যে বলেছেন, তাদের দলের অতীতের নীতি ভুল ছিল, ভবিষ্যতে আর সেই ভুল করবেন না।

ডা. শফিকুর বলেন, আমি উনার (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর) বক্তব্যের শেষ থেকে শুরু করতে চাই। উনি শেষের দিকে এসে একটি আবেদন জানিয়েছেন। বলেছেন, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ২০২৪ সালে যেভাবে জাতীয় ঐক্য তৈরি হয়েছিল, সেই ঐক্যের মাধ্যমে আগামীর বাংলাদেশকে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে নেবো। উনার এই অনুভূতির জন্য ধন্যবাদ।

তিনি বলেন, এর আগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইঙ্গিতপূর্ণ কিছু কথা বলেন। আমাকেও কোট করেছেন। বলেন, সীমান্তের ওপার থেকে সুড়সুড়ি দেওয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে একমত। তবে এমন কথাও রয়েছে যে বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে একটি দলের বোঝাপড়া হয়েছে। এই সুড়সুড়ির পেছনে ওই দলের কোনো সম্পর্ক আছে কি না, সেটি পরিষ্কার করার আহ্বান জানান তিনি।

শফিকুর রহমান বলেন, যদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সরকারের নিয়োজিত জামায়াতবিষয়ক ২৪ ঘণ্টার সচিব মর্যাদার একজন ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করে থাকেন, তাহলে তাকে স্পষ্টভাবে বলতে চাই, বিষয়টি আমরা চ্যালেঞ্জ করেছিলাম। বলেছিলাম, এর প্রমাণ উপস্থাপন করুন।

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.



বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange Mobile App
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790 | ATLANTA 770-936-9906 | BROOKLYN 718-853-9558 | JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081 | JAMAICA 347-644-5150 | MICHIGAN 313-368-3845 | OZONE PARK 347-829-3875 | PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

রঙ্গভরা বঙ্গদেশ

পুলিশের চোখ ফাঁকি দিতে আট বছর ধরে নারীর ছদ্মবেশে বাশার!

ঢাকা,পুলিশের চোখ ফাঁকি দিতে তুর্কি নাগরিক তুঘরুল বাশার যা করেছেন, তা সত্যিই সিনেমার গল্পকেও হার মানায়। ভুয়া পরিচয়ে করা ডাকাতির মামলায় তিন বছরের কারাদণ্ড এড়াতে টানা আট বছর নারীর ছদ্মবেশ ধারণ করে পালিয়ে বেড়িয়েছেন তিনি। সম্প্রতি ইস্তাম্বুলের কাদিকয় জেলায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে অবশেষে ধরা পড়েন এই পলাতক আসামি।

ঘটনার সূত্রপাত ২০১০ সালে, যখন সরকারি কর্মকর্তা সেজে তিনটি ডাকাতির অপরাধে আদালত বাশারকে সাজা দেন। কিন্তু কারাগারে যাওয়া এড়াতে ২০১৮ সাল থেকে তিনি উধাও হয়ে যান। ইস্তাম্বুল পুলিশ সম্প্রতি পলাতক আসামিদের ধরতে অভিযান চালালে তার আসল রূপের রহস্য উন্মোচিত হয়। পুলিশ কর্মকর্তারা দেখতে পান, যাকে এত দিন খোঁজা হচ্ছিল, তিনি আসলে বহু দিন ধরে নিজের বোনের পরিচয় ব্যবহার করে একজন ট্রান্সজেন্ডার' বা নারীর ছদ্মবেশে বসবাস করছেন।

বাশারের রূপান্তর এতটাই আমূল ছিল যে পুরোনো চেহারার সাথে তার কোনো মিল ছিল না। তবে পুলিশের দীর্ঘ নজরদারি এবং ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা আঙুলের ছাপ পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, বোনের পরিচয়ে লুকিয়ে থাকা ওই রহস্যময় নারী আর কেউ নন, খোদ পলাতক বাশার নিজেই। তার ছদ্মবেশ নিয়ে নানা গুঞ্জন থাকলেও, শেষ পর্যন্ত ফিঙ্গারপ্রিন্ট প্রযুক্তির কাছে তার সব জালিয়াতি ধরা পড়ে যায়।

আইনের চোখে অবশ্য এই বেশ বদল কোনো কাজে আসেনি। তুরস্কের সিভিল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেমে তিনি নিজের নাম বা আইনি লিঙ্গ পরিবর্তন না করায় জালিয়াতি ধরা পড়ার পর তাকে শেষ পর্যন্ত পুরুষদের কারাগারেই যেতে হচ্ছে।

টিউবওয়েলের মুখ থেকে বের হচ্ছে গ্যাস, জ্বলছে আগুন

ঢাকা, টিউবওয়েলের মুখের উপরি অংশে দিয়াশলাই দিয়ে আগুন ধরালে দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন এবং একই সঙ্গে পড়ছে পানি। চাঞ্চল্যকর এ ঘটনায় রহস্য তৈরি হচ্ছে এলাকাজুড়ে। কোনো ধরনের যান্ত্রিক চাপ বা হাতল না টানিয়ে রাখলেও অনবরত পানি ও আগুন জ্বলছে। তবে গ্যাস বের হচ্ছে এটা বোঝা যাচ্ছে। অদ্ভুত এই দৃশ্য দেখতে প্রতিদিন দূর-দূরান্ত থেকে শত শত কৌতূহলী মানুষ ভিড় জমাচ্ছেন।

লক্ষ্মীপুরের রামগতি উপজেলার চরগাজী ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের চর লক্ষ্মী গ্রামের আদর্শ রূপালী কলোনিতে ঘটনাটি ঘটছে।

সরেজমিনে দেখা যায়, টিউবওয়েলের মুখ দিয়ে পানি বের হচ্ছে এবং উপরি অংশ দিয়ে আগুন জ্বলছে, চারপাশে উৎসুক জনতার ভিড়। কেউ ভিডিও করছে, আবার কেউ কেউ সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে ভাইরাল করছে।

বাড়ির মালিক আবদুল্লাহ মিয়া বলেন, 'পানির প্রয়োজনে টিউবওয়েল বসানো হয়। কিছু দিন পানি ভালোই ছিল। পানি খারাপ মনে হচ্ছিল, ভাবলাম জায়গা পরিবর্তন করব। সিদ্ধান্ত নিলাম। হঠাৎ পানিতে হালকা গ্যাসের গন্ধ পায়। দু-চার দিন পর থেকে অনবরত পানি বের হচ্ছে আর আগুন জ্বলছে। বিষয়টি খুবই অদ্ভুত ও রহস্যময় মনে হচ্ছিল। পানি ও আগুনের দৃশ্য বেড়ে গেলো- উৎসুক জনতার ভীড় বাড়তে লাগলো। বর্তমানে এটি ঝরনার মতো পানি ও গ্যাস নির্গত করছে।

স্থানীয় বাসিন্দ নিয়াজ আজিজ বলেন, 'ঘটনাটি শুনে প্রথমে বিশ্বাস হয়নি। পরে স্বচক্ষে দেখে ভিডিও ধারণ করে সামাজিক মাধ্যমে দিই। কল থেকে আপনাআপনি পানি ও আগুন বের হওয়ায় এলাকার মানুষের মধ্যে কৌতূহলের পাশাপাশি বড় ধরনের আতঙ্কও তৈরি করেছে।'

এ বিষয়ে রামগতি উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের উপসহকারী প্রকৌশলী তানভীরুল ইসলাম বলেন, 'সাধারণত বর্ষা মৌসুমে অতিরিক্ত বৃষ্টির কারণে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর ওপরে উঠে আসে এবং একটি প্রাকৃতিক চাপ তৈরি হয়। ফলে অনেক সময় হাতল ছাড়াই পানি ওপরে চলে আসতে পারে। তবে পানির সঙ্গে দাহ্য গ্যাস বের হওয়ার বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

বিশেষজ্ঞদের ধারণা, নলকূপের গভীরতা ভূগর্ভস্থ কোনো গ্যাসের পকেট বা গ্যাসের স্তরের সংস্পর্শে চলে যাওয়ার কারণেই এমনটি ঘটে থাকে। তবে যেকোনো ধরনের বড় দুর্ঘটনা এড়াতে দ্রুত জ্বালানি বিশেষজ্ঞ ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।রামগতি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ এহসান উদ্দিন বলেন, 'টিউবওয়েল থেকে পানি এবং আগুন জ্বলছে বিষয়টি জেনেছি। ঘটনাটি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে খতিয়ে দেখতে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট বিভাগকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

'আমি এমপি, ডিলারশিপ পাবে স্ত্রী-সন্তান–এই কালচার কবে বন্ধ হবে: হাসনাত

ঢাকা, সারের ডিলারশিপ বণ্টনে নজিরবিহীন দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ তুলে জাতীয় সংসদে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক ও কুমিল্লা-৪ আসনের সংসদ সদস্য আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ। দলীয় এমপি ও নেতাদের আত্মীয়-স্বজনের নামে ডিলারশিপ হাতিয়ে নেওয়ার চিত্র তুলে ধরে তিনি প্রশ্ন রাখেন, আমি নিজে এমপি হবো, আর আমার স্ত্রী, ছেলে কিংবা ভাগ্নী ব্যবসায়ী হবে–এই কালচার কবে বন্ধ হবে?বুধবার জাতীয় সংসদের অধিবেশনে স্পিকারের সভাপতিত্বে প্রশ্নোত্তর পর্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর উদ্দেশে এক সম্পূরক প্রশ্নে তিনি এসব কথা বলেন।

শুরুতেই সারের ডিলার নিয়োগ নিয়ে উত্তাল সংসদ০১

বক্তব্যের শুরুতেই হাসনাত আবদুল্লাহ বিভিন্ন জেলার চিত্র তুলে ধরে অভিযোগ করেন, সারের ডিলারশিপ বণ্টনে চরম দলীয়করণ ও অনিয়ম হয়েছে। ঠাকুরগাঁওয়ে ৩১টি ডিলারশিপের মধ্যে ২৮ জনই বিএনপির সঙ্গে যুক্ত, যার মধ্যে অন্তত ১০ জন বিভিন্ন নেতার স্ত্রী, সন্তান বা নিকটাত্মীয়। এমনকি সম্প্রতি নাটোরে ছাত্রদল নেতাকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় জড়িত এক সংসদ সদস্যের সন্তানকেও সারের ডিলারশিপ দেওয়া হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্যদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে এনসিপি নেতা বলেন, কোনো কোনো এলাকায় সংরক্ষিত আসনের এমপিরা অর্থের বিনিময়ে ডিও (চাহিদাপত্র) দিয়েছেন। ১৫টি ইউনিয়নের জায়গায় হয়তো ৩০টি ডিও বিলি করে সারের ডিলার বণ্টনে অনিয়মের মহোৎসব চালানো হয়েছে।জানা গেল মুফতি তাকি উসমানীর বাংলাদেশ সফরের চূড়ান্ত সূচি

তিনি আরো অভিযোগ করেন, পূর্ববর্তী আওয়ামী লীগের ব্যবসায়ীরা যাতে মন্ত্রণালয় থেকে সুবিধা পায়, সে ধরনের সুযোগও বজায় রাখা হয়েছিল। তিনি মন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন রেখে জানতে চান, এই পুরো অনিয়মটি সুপরিকল্পিত ছিল কি না এবং ইতোমধ্যে দেওয়া এসব বিতর্কিত ডিলারশিপ বাতিল করে পুনরায় রিভিউ (পুনর্বিবেচনা) করা হবে কি না। সবশেষে স্বজনপ্রীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের সংস্কৃতির তীব্র সমালোচনা করে হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, জনপ্রতিনিধিদের ক্ষমতা ব্যবহার করে নিজেদের পরিবার ও আত্মীয়দের ব্যবসা পাইয়ে দেওয়ার এই নোংরা চর্চা কবে নাগাদ স্থায়ীভাবে বন্ধ হবে, তা জাতির সামনে সুস্পষ্টভাবে জানাতে হবে।

ঢাকা থেকে বিমানের রিয়াদগামী ফ্লাইট ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত স্থগিত

ঢাকা, সৌদি আরবের রিয়াদ রুটে আগামী ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত নিয়মিত ফ্লাইট চলাচল স্থগিত করেছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স।

সৌদি আরবে সাম্প্রতিক বিমান হামলাজনিত পরিস্থিতি এবং যাত্রীদের নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বুধবার (১১ নভেম্বর) বিকালে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানো হয়।

বিমান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, নিরাপত্তাজনিত কারণে ঢাকা-রিয়াদ-ঢাকা রুটের নিয়মিত ফ্লাইট আগামী ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত স্থগিত থাকবে। পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত এ রুটে ফ্লাইট চলাচল বন্ধ থাকবে।

তবে ঢাকা-জেদ্দা-ঢাকা, ঢাকা-দাম্মাম-ঢাকা ও ঢাকা-মদিনা-ঢাকা রুটে পূর্বঘোষিত সিদ্ধান্ত ও সময়সূচি অনুযায়ী ফ্লাইট চলাচল অব্যাহত থাকবে।

যাত্রীদের টিকিট ও ভ্রমণসংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্যের জন্য নিকটস্থ বিমান বাংলাদেশ এয়ার-লাইন্সের সেলস সেন্টারে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হয়েছে।

পাবনায় গ্রামীণ ব্যাংক অফিসে পেট্রলবোমা নিক্ষেপ

ঢাকা, পাবনা সদর উপজেলার দোগাছী বাজারে গ্রামীণ ব্যাংকের একটি শাখা অফিসে পেট্রলবোমা নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। এতে আগুনে ব্যাংকের কক্ষের ভেতরে থাকা কিছু ফাইলপত্র পুড়ে গেছে। মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১২টার পর এ ঘটনা ঘটে। এ সময় সেখানে 'জয় বাংলা' স্লোগান দেওয়া হয় বলে স্থানীয় একটি সূত্রে জানা গেছে।

গ্রামীণ ব্যাংকের পাবনা জোনাল শাখার সহকারী মহাব্যবস্থাপক (এজিএম) আসাদুজ্জামান জানান, দোগাছী বাজারে একটি ভাড়া বাসায় ব্যাংকটির কার্যক্রম পরিচালিত হয়। মঙ্গলবার রাত ১২টার পর দুর্বৃত্তরা ব্যাংকের সামনের অংশ ও কক্ষের জানালা লক্ষ্য করে পেট্রলবোমা নিক্ষেপ করে। এতে কক্ষের ভেতরে আগুন ধরে যায়।

তিনি বলেন, এ সময় ব্যাংকের নিরাপত্তাকর্মী বিষয়টি টের পেয়ে চিৎকার করেন। তার চিৎকার শুনে স্থানীয় লোকজন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। আগুনে তেমন কোনো ক্ষতি হয়নি।

পাবনা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তরিকুল ইসলাম জানান, ঘটনার পরপরই পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। প্রাথমিক তদন্ত শেষে ঘটনার বিষয়ে বিস্তারিত জানা যাবে।

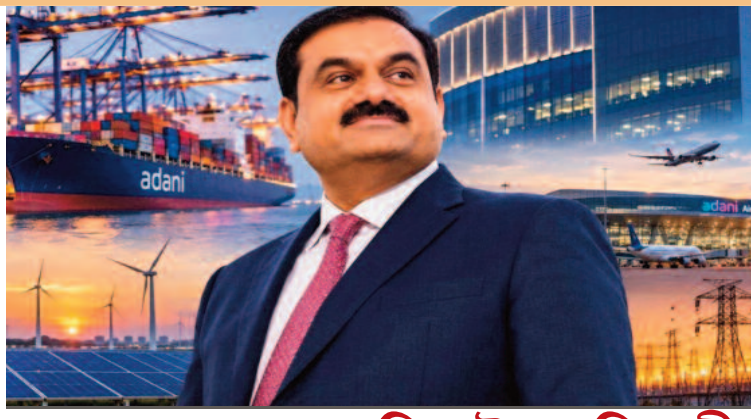
এনসিপির উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হচ্ছে, আলোচনায় যারা

ঢাকা, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) সাংগঠনিক কার্যক্রম গতিশীল করা ও বিভিন্ন পরামর্শ গ্রহণের উদ্দেশ্যে চলতি মাসেই উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করতে যাচ্ছে।

২১ সদস্যবিশিষ্ট এই কমিটিতে আছেন সাবেক সেনা কর্মকর্তা, আমলা, প্রকৌশলী, আইনজীবীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ।

আজ বুধবার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দলটির রাজনৈতিক পর্ষদের সদস্য ও কুড়িগ্রাম-২ আসনের এমপি আতিক মুজাহিদ।

উপদেষ্টা পরিষদে থাকতে পারেন– ব্রিগেডিয়ার জেনারেল অব. ফজলুর রহমান, সাংবাদিক ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মাসকাওয়াথ আহসান, সাবেক অতিরিক্ত সচিব মেজবাহ উদ্দীন, সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার ওমর ফারুক, প্রকৌশলী সাবিনা আহমেদ, মুফতি মাওলানা শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী।রাজনীতিতে পরিবর্তনের বার্তা দিয়ে ২০২৫ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি গঠিত হয় জাতীয় নাগরিক পার্টি ।



কারা হবেন আদানির উত্তরাধিকারী

আদানির উত্তরাধিকারী: কারা হবেন ২৭ লক্ষ কোটির বিশাল সাম্রাজ্যের মালিক? কী বললেন গৌতম

এখনই অবসরের পরিকল্পনা গৌতম আদানির? বিশ্বের অন্যতম ধনী ব্যক্তি। মাঝেই মাঝেই সম্পত্তির হিসাবে টেক্কা দেন আমাজনের মালিক জেফ বেজোস থেকে টেসলা কর্তা এলন মাস্ককেও। ২৭ লক্ষ কোটি টাকার বিশাল ব্যবসায়িক সাম্রাজ্যের মালিক তিনি। অবশেষে আদানি গ্রুপের ৬৪ বছরের ধনকুবের চেয়ারম্যান তাঁর উত্তরাধিকারী বেছে নিলেন! কারা হবেন গৌতম আদানির উত্তরাধিকারী?

এই বিষয়ে ফরচুন ইন্ডিয়াকে এক সাক্ষাৎকারে আদানি গ্রুপের চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, "উত্তরাধিকার সূত্রে সরাসরি মালিকানা পাওয়া যায় না। তা যোগ্যতা দিয়েই অর্জন করতে হয়। বর্তমানে পরবর্তী প্রজন্মের চারজন আদানি গ্রুপের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসাগুলির দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। আমি আশা করি, ওঁরা প্রচলিত ধারণাগুলিকে চ্যালেঞ্জ করবে, আমাদের প্রজন্মের চেয়েও বড় পরিসরে চিন্তা করবে, আরও দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাবে। পাশাপাশি এমন ব্যবসা গড়ে তোলার ধৈর্য রাখবে, যা পূর্ণতা পেতে হয়তো কয়েক দশক সময় লাগতে পারে।"

ঘুরিয়ে গৌতম জানিয়ে দিলেন, ভবিষ্যতে আদানি সাম্রাজ্যের ভার বণ্টন করা হবে প্রধানত চার উত্তরাধিকারির মধ্যেই। এই চারজন হলেন দুই ছেলে–করণ ও জিৎ এবং দুই ভাইপো–প্রণব ও সাগর। কারণ এই মুহূর্তে পরবর্তী প্রজন্মের এই চারজনই সাফল্যের সঙ্গে আদানি গ্রুপের বিভিন্ন ব্যবসা সামলাচ্ছেন। গৌতমের বড় ছেলে ৩৯ বছরের করণ আদানি 'আদানি পোর্টস অ্যান্ড এসইজেড'-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর। তিনি বন্দর এবং লজিস্টিকস ব্যবসা পরিচালনা করেন। ২৯ বছরের ছোট ছেলে 'আদানি এয়ারপোর্টস'-এর ডিরেক্টর এবং 'আদানি ডিজিটাল ল্যাবস'-এর প্রধান। তিনি বিমানবন্দর নেটওয়ার্ক, অর্থসংস্থান এবং ডিজিটাল ব্যবসা দেখাশোনা করেন।

অন্যদিকে, গৌতম আদানির বড় ভাই বিনোদ আদানির ছেলে ৪৮ বছরের প্রণব আদানি 'আদানি এন্টারপ্রাইজেস'-এর ডিরেক্টর। তিনি রিয়েল এস্টেট, প্রাকৃতিক গ্যাস, কৃষি পণ্য এবং মুম্বইয়ের ধারাভি পুনর্বাসন প্রকল্পের মতো বড় প্রকল্পগুলো পরিচালনা করেন। এছাড়াও গৌতম আদানির ছোট ভাই রাজেশ আদানির ছেলে ৩২ বছরের সাগর আদানি 'আদানি গ্রিন এনার্জি'-র এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর। তিনি গ্রুপের নবায়নযোগ্য ও পরিবেশবান্ধব জ্বালানি ব্যবসার নেতৃত্ব দেন।

আদিনি গোষ্ঠীর চেয়ারম্যানের ইঙ্গিতবাহী মন্তব্য অনুযায়ী, ভবিষ্যতে এই চারজনের হাতেই বিরাট আদানি সাম্রাজ্যের দায়িত্ব বর্তাবে। যদিও কবে তাঁদের হাতে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ তুলে দেওয়া হবে, সেই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। মনে করা হচ্ছে, বছর ছয়েক পর ৭০ বছর বয়স হবে গৌতম আদানির, এরপরই তিনি পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে ধীরে ধীরে দায়িত্ব বণ্টন করে চেয়ারম্যানের পদ থেকে অবসর নেবেন।

কলকাতায় প্রবাসী ভারতীয় সম্মেলনকে দেশের সেরা করার চ্যালেঞ্জ শুভেন্দুর

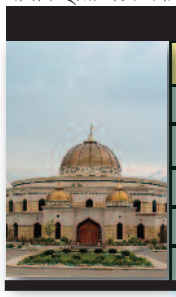
জানুয়ারি মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ১৯তম প্রবাসী ভারতীয় সম্মেলন। নিউটাউনে হতে চলা সেই অনুষ্ঠানের পোর্টাল উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী (ঈগ ঝাঁবহফঁ অফ-যরশধৎর)। বেরিয়ে এসে কলকাতার অনুষ্ঠানকে সেরার সেরা করে তোলা চ্যালেঞ্জ নিলেন তিনি। বলেন, " । মোদিজির মন্ত্র কথা কম, কাজ বেশি। আমরা তা করে দেখাতে চাই।"

এই প্রথমবার বাংলায় অনুষ্ঠিত হবে প্রবাসী ভারতীয় সম্মেলন। সেই অনুষ্ঠানে বাংলা -সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যের প্রবাসী ভারতীয়রা কলকাতায় আসবেন। এই অনুষ্ঠানকে সেরার সেরা করার চ্যালেঞ্জ নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, "তাঁরা ঘুরে যাওয়ার পর যখন বলবে সব জায়গার থেকে কলকাতার অভিজ্ঞতা সেরা। তখনই সার্থক হবে।" বুধবার ঝটিকা সফরে দিল্লি গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু। সেখানেই তিনি অনুষ্ঠানের পোর্টাল লঞ্চ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "বাংলায় আসুন। দক্ষিণেশ্বর থেকে কালীঘাট ঘুরুন। কলকাতা স্বামী বিবেকানন্দের জন্মভূমি।" বেরিয়ে এসে জানান, বঙ্গে প্রথমবার এই রকম অনুষ্ঠান হতে চলেছে। আগে না হওয়ার কারণ নিয়ে বলতে গিয়ে বিগত বাম ও তৃণমূল সরকারকে বিঁধেছে তিনি। বলেন, "৪৯ বছর বাংলায় কেন্দ্র ও রাজ্যের একই সরকার ছিল না। এর ফলে কোনও ইচ্ছাও দেখা যায়নি। কোনও অনুষ্ঠান করতে বলা হলে, তা করা হত না।

এ সপ্তাহের জন্মভূমির কার্টুন



নামাজের সময়সূচী



নবেম্বর	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
ফজর	০৩:৪৭	০৩:৫	০৩:৫৬	০৩:৫৭	০৩:৫৮	০৩:৫৯	০৪:০০
যোহর	০১:০১	১১:৪১	০১:০১	০১:০২	০১:০২	০১:০২	০১:০৩
আসর	০৪:৫৯	০৪:৫৯	০৫:০০	০৫:০১	০৫:০১	০৫:০২	০৫:০২
মাগরিব	০৮:৩১	০৮:৩১	০৮:৩২	০৮:৩২	০৮:৩৩	০৮:৩৩	০৮:৩৪
এশা	১০:১১	১০:১১	১০:১১	১০:১১	১০:১১	১০:১১	১০:১১

পূজার সময়সূচী



কুইন্সের সকল হিন্দু মন্দিরের সময়সূচী

সকাল ৭ টা থেকে রাত ৯ টা পর্যন্ত। সকাল ৭ টায় আরতী ও ভোরের পূজা সন্ধ্যা ৭ টায় আরতী ও সন্ধ্যা পূজা

(এছাড়াও পৃণ্যার্থীদের অনুরোধে পুরোহিত গণ নিয়মিত সকাল থেকে সন্ধ্যা পযর্ন্ত পূজা অর্চনা করে থাকেন)

বৌদ্ধদের পূজার সময়সূচী

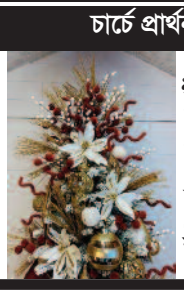


মন্দির খোলা থাকে সকাল ৬ টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত।

ভোরের পূজা ৬ টায় দুপুরের পূজা ১২ টায় সন্ধ্যার পূজা ৬ টায়

(এছাড়াও পৃণ্যার্থীদের অনুরোধে নিয়মিত সকাল থেকে সন্ধ্যা পযর্ন্ত পূজা করা হয়)

চার্চে প্রার্থনার সময়সূচী



নিউইয়র্ক এলাকার সকল গীর্জা খোলা থাকে সকাল ৮ টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। প্রতি রবিবার সকাল ১১ টায় প্রার্থনা ও মধ্যরাতে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়।

(এছাড়াও প্রতিদিনই পৃণ্যার্থীদের সমাগম ঘটে ও প্রার্থনা করা হয়)

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



ঢাকার পর খুলনা, রবীন্দ্রনাথের ছবিতে কালো কালি দিল দুষ্কৃতীরা

ঢাকা: বাংলাদেশে ফের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবিতে কালি লেপে দেওয়া হল। এবার ঘটনাস্থল খুলনা শহর। এর আগে ঢাকা শহরেও রবীন্দ্রনাথের ছবিতে কালি লেপে দেওয়া হয়েছিল। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সফর উপলক্ষ্যে খুলনা রেল স্টেশনের বাইরের দেওয়ালে সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে বিভিন্ন মনীষীর ছবি আঁকা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও সেখানে কাজি নজরুল ইসলাম, ফকির লালন শাহ, মাইকেল মধুসূদন দত্তের ছবি ছিল। শুক্রবার সন্ধ্যায় দেখা যায়, শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথের ছবিতেই কালো কালি লেপে দেওয়া হয়েছে। সেই ছবির পাশে দুটি পোস্টারও সাঁটা ছিল। তাতে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিভিন্ন মন্তব্য লেখা হয়েছে। তার সঙ্গেই লেখা হয়েছে, 'তিতুমিরের বাংলায় মুসলিম ও পূর্ব বাংলা বিদ্বেষী রঠার ঠাঁই নাই/ ভারত বন্দনার ঠাঁই নাই।' বাংলাদেশের চরমপন্থীরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ব্যঙ্গ করে 'রঠা' বলেন। খুলনা সদর থানার ওসি লোকমান হোসেন জানান, শুক্রবার ছুটি উপলক্ষ্যে ওই এলাকার সমস্ত দোকান বন্ধ ছিল। সেই সুযোগেই দুষ্কৃতীরা এই কাণ্ড ঘটিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। সব দোকান বন্ধ থাকায় দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করা শক্ত বলেও জানিয়েছেন লোকমান। খুলনা সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক নজরুল ইসলাম মঞ্জু বলেন, ছবিতে কালি লেপে অসুস্থ মানসিকতার পরিচয় দেওয়া হল। ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন। কোনো সংগঠিত গোষ্ঠীই এমন কাজ করেছে বলে অভিযোগ তাদের। তবে, কর্পোরেশনের উদ্যোগে ওই ছবি নতুন করে আঁকেন শিল্পী রেজাউল করিম।

নারায়ণগঞ্জে মাদ্রাসায় অগ্নিকাণ্ড! হাসপাতালে ভর্তি ৬৩ ছাত্র, আশঙ্কাজনক ৪

দমকল জানিয়েছে, জামিয়া আশরাফিয়া মাদ্রাসায় অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। পাঁচতলা ভবনের দ্বিতীয় তলায় লাইব্রেরি এবং অফিসে আগুন লাগে স্থানীয় সময় সোমবার রাত ২টো নাগাদ।

বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় এক মাদ্রাসায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। সংবাদমাধ্যম 'প্রথম আলো'র প্রতিবেদন অনুযায়ী, পাঁচতলা ওই ভবনে স্থানীয় সময় সোমবার রাত ২টোর সময় আগুন লাগে। এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ৬৩ জন ছাত্র আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি। তাঁদের মধ্যে চার জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ধোঁয়ার কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েন ছাত্রেরা। তাঁদের তড়িঘড়ি উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। ঢাকার জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করানো হয়েছে আহতদের। হাসপাতালের আবাসিক সার্জন সুলতান মাহমুদ শিকদার জানিয়েছেন, আহতদের মধ্যে চার জনের অবস্থা গুরুতর। এক জনকে লাইফসাপোর্টে রাখা হয়েছে। তবে কোনও ছাত্র অগ্নিদগ্ধ হননি। ধোঁয়ায় শ্বাসকষ্টের সমস্যা কারণে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় তাঁদের।

দমকল জানিয়েছে, জামিয়া আশরাফিয়া মাদ্রাসায় অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, পাঁচতলা ভবনের দ্বিতীয় তলায় লাইব্রেরি এবং অফিসে আগুন লাগে। প্রায় ৪ হাজার বর্গফুটের দু'টি ঘরে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কাচপুর থেকে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন আসে। শিবু মার্কেট থেকে দু'টি ইঞ্জিন আসে। মোট পাঁচটি দমকলের ইঞ্জিন আগুন নেবানোর কাজ করে। দমকলের প্রাথমিক ধারণা, শর্টসার্কিট থেকে আগুন লেগেছে। তবে ঠিক কী কারণে আগুন লাগল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দমকল সূত্রে খবর, আগুন লাগার আধ ঘণ্টার মধ্যেই তা নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছিল। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার ভোর পৌনে ৪টে নাগাদ আগুন পুরোপুরি নেবানো হয়।

ওই মাদ্রাসায় ১৩০০ আবাসিক থাকেন। যে সময় অগ্নিকাণ্ড ঘটে, সেই সময় ছাত্রেরা ঘুমোচ্ছিলেন। তবে মাদ্রাসার অন্য ছাত্র এবং কর্মীদের সহযোগিতায় দ্রুত সকলকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়।

মিয়ানমারে প্রবেশে বাধা, ঢাকায় আসছেন জাতিসংঘের বিশেষ দূত

ঢাকা মিয়ানমারের মানবাধিকার পরিস্থিতি সরেজমিনে পর্যালোচনার জন্য দেশটিতে প্রবেশের অনুমতি পাননি জাতিসংঘের বিশেষ র‍্যাপোর্টিয়ার কেলি ই কারি।

তবে মিয়ানমারের অবনতিশীল মানবাধিকার পরিস্থিতির প্রভাব, বিশেষ করে রোহিঙ্গা সংকট ও রাখাইন রাজ্যের পরিস্থিতি পর্যালোচনায় সাত দিনের সফরে বাংলাদেশে আসছেন তিনি।

বুধবার (১১ নভেম্বর) ঢাকায় পৌঁছানোর কথা রয়েছে জাতিসংঘের এই বিশেষ দূতের। তার বাংলাদেশ সফর চলবে ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত।

জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনারের দফতর (ওএইচসিএইচআর) জানিয়েছে, মিয়ানমার সফরের জন্য আনুষ্ঠানিক আবেদন করেছিলেন কেলি ই কারি। কিন্তু দেশটির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এ মুহূর্তে এ ধরনের সফরের জন্য তারা প্রস্তুত নয়।

বাংলাদেশ সফরে কেলি ই কারি মিয়ানমারের চলমান সশস্ত্র সংঘাত, রাখাইন রাজ্যের মানবাধিকার পরিস্থিতি এবং এর ফলে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের ওপর সৃষ্ট প্রভাব পর্যালোচনা করবেন। পাশাপাশি রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় বাংলাদেশের সঙ্গে ভবিষ্যৎ সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলোও খতিয়ে দেখবেন তিনি।

সফরকালে সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, ভুক্তভোগী এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ব্যক্তিদের সঙ্গে বৈঠক করবেন জাতিসংঘের এই বিশেষ র‍্যাপোর্টিয়ার। ঢাকা ছাড়াও কক্সবাজারের বিভিন্ন রোহিঙ্গা শিবির পরিদর্শনের কথা রয়েছে তার।

সফর শেষে আগামী ১৮ নভেম্বর ঢাকার জাতিসংঘ ভবনে (ইউএন হাউস) সংবাদ সম্মেলন করবেন কেলি ই কারি। বাংলাদেশ সফর ও সংশ্লিষ্ট পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে তৈরি তার পরবর্তী প্রতিবেদন ২০২৭ সালের মার্চে জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদের অধিবেশনে উপস্থাপনের কথা রয়েছে।

পার্বত্য অঞ্চলে ৫ বছরে সশস্ত্র গোষ্ঠীর হামলায় নিহত ৩১৬

ঢাকা, পার্বত্য অঞ্চলে গত ৫ বছরে সশস্ত্র গোষ্ঠী দ্বারা ৩১৬ জন নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ।

বুধবার (১১ নভেম্বর) জাতীয় সংসদের চতুর্থ অধিবেশনের তৃতীয় দিনের প্রশ্নোত্তর পর্বে মানিকগঞ্জ-১ আসনের সংসদ সদস্য এস এ জিন্নাহ কবিরের প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে তিনি এ কথা জানান।

প্রশ্নোত্তর পর্বে এস এ জিন্নাহ কবির জানতে চান, পার্বত্য অঞ্চলের রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলায় বসবাসরত বাঙালি ও বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে সশস্ত্র গোষ্ঠী দ্বারা হামলা, অপহরণ, জোরপূর্বক চাঁদা আদায়, অবৈধ অস্ত্রের ব্যবহার এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের ওপর আক্রমণের যেই সব অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে, সেই সব বিষয়ে সরকারের নিকট কী তথ্য রয়েছে? বিগত পাঁচ বছরে এই ধরনের কতটি ঘটনা সংগঠিত হয়েছে এবং কতজন বেসামরিক নাগরিক ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য হতাহত হয়েছে?

উত্তরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বিগত পাঁচ বছরে পার্বত্য অঞ্চলে সশস্ত্র গোষ্ঠীর হামলার ঘটনায় ৩০৮ জন বেসামরিক নাগরিক ও ৮ জন নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য নিহত হয়েছেন। এছাড়া এ সময়কালে ৪৩৫ বেসামরিক নাগরিক ও ৫৫ জন নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য আহত হয়েছেন। নিরাপত্তা বাহিনীর উপর ৯৭ বার সশস্ত্র গোষ্ঠী আক্রমণ করেছেন।

তিনি আরও বলেন, বিগত ৫ বছরে সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো বেসামরিক জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিতকরণ করতে ১৯৪ বার বাঙালি জনগোষ্ঠীর উপর ও ৮১ বার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর উপর হামলার হয়েছে। এছাড়া সশস্ত্র গোষ্ঠী দ্বারা ২৯৭ বার অপহরণ, ৪৭১ বার জোরপূর্বক চাঁদা আদায়ের ঘটনা ও ৩৭৭ বার অবৈধ অস্ত্রের ব্যবহার হয়েছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং সন্ত্রাসীদের তৎপরতা দমনে সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ অভিযান 'অপারেশন উত্তরণ' চলমান রয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বিজিবি, পুলিশ ও এসআরবির নিয়মিত টহল ও গোয়েন্দা তৎপরতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সন্ত্রাসী কার্যক্রম প্রতিরোধ করা হচ্ছে। পাহাড়ে অবৈধ অস্ত্রধারী, চাঁদাবাজ এবং সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। সুনির্দিষ্ট অপরাধের অভিযোগে দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী নিয়মিত মামলা দায়ের করে আসামিদের আইনের আওতায় আনা হচ্ছে।

তিনি বলেন, পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী জনগণের নিরাপত্তায় স্থানীয় প্রশাসন সার্বক্ষণিক কাজ করছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে নতুন ও পুরোনো আঞ্চলিক সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর সশস্ত্র তৎপরতা নির্মূল এবং অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বিজিবি, পুলিশ ও এসআরবির সমন্বয়ে নিয়মিত বিশেষ যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।



শেখ হাসিনার সাজা প্রসঙ্গে অ্যাটর্নি জেনারেল

আইন সবার জন্যই এক, নির্ধারিত সময়ের পর আপিলের সুযোগ নেই

ঢাকা, আইন সবার জন্যই সমান উল্লেখ করে অ্যাটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল বলেছেন, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের (আইসিটি) মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামির ক্ষেত্রে আইন অত্যন্ত স্পষ্ট। নির্ধারিত সময় পার হয়ে যাওয়ার পর সুপ্রিম কোর্টে আপিল করতে গেলে তার কী পরিণতি হয়, তা অতীতে আবুল কালাম আজাদের মামলার ক্ষেত্রে আদালত দেখিয়েছেন। বুধবার সুপ্রিম কোর্টের নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে অ্যাটর্নি জেনারেল এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, ইতিপূর্বে যারা এ বিষয়ে আইনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তারা কেউই অপব্যাখ্যা দেননি। সবাই আইনের কথাই বলেছেন এবং সবাই এক সুরেই কথা বলেছেন। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী রাষ্ট্রের পক্ষে সরকারের অবস্থান পরিষ্কার করেছেন, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর বক্তব্য দিয়েছেন এবং ভারতের পররাষ্ট্র সচিবের বক্তব্যও গণমাধ্যমে এসেছে।

বিষয়টিকে আইন ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের অংশ উল্লেখ করে তিনি জানান, সরকারের পক্ষ থেকে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখানে কোনো তঞ্চকতা, অপব্যাখ্যা কিংবা ভিন্ন রকম ব্যাখ্যা দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা আইনগতভাবে, পারস্পরিক বৈদেশিক ও আন্তঃদেশীয় সম্পর্কের ভিত্তিতে সঠিক কথাই বলেছেন।

বিলম্বিত আপিল প্রসঙ্গে অতীত নজির টেনে ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল বলেন, "আইন তো সবার জন্য একই। আইসিটি ট্রাইব্যুনালের মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত একজন ব্যক্তি সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পরেও কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে আপিল দায়ের করেছিলেন। সেই আপিলের ওপরে তারা আইসিটি ট্রাইব্যুনালের আদেশের কার্যকারিতা স্থগিত চেয়েছিলেন। সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু সেই ক্ষেত্রে 'ডিলে কনডোনেশন' বা বিলম্ব মওকুফের বিষয়টি দেখেছেন।"

তিনি আরও বলেন, আইসিটি ট্রাইব্যুনালের রায়ের পর নির্ধারিত সময়ের পরে সুপ্রিম কোর্টে আপিল দায়ের করতে গেলে তার ফলাফল বা কনসিকোয়েন্স কী হতে পারে, তার বড় উদাহরণ জনাব আবুল কালাম আজাদের মামলা। সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে দীর্ঘদিন শুনানি হলেও আদালত সেই যুক্তি আমলে নেননি।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কীভাবে দেশে ফিরবেন–সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, "উনি কীভাবে ফিরবেন সে ব্যাখ্যা আমি দেব না। আমি আইনের কথাটুকু বলতে পারি।

AJ ACCOUNTING SERVICES
Accounting, Taxes & Business Consultants

33 YEARS Experienced Year Round Service

Anjan K. Bhattacharjee, MS, CPA, FCA
Certified Public Accountant
Chartered Accountant



We Provide Broad Services Including
- Computerized Book-Keeping & Accounting Services.
- New Business Set up-Corporation, LLC, P.C. Not for profit & Tax Exempt Status.
- Business Taxes Including Corporation & Partnership.
- Individual Taxes.
- Payroll, Sales & Local Taxes.
- Not for Profit Including Tax Exempt Organization.
- Audit & Certified Financial Statement.

IRS APROVED
APPROVED
E-FILE PROVIDER
NOTARY PUBLIC

167-09 [redacted] Hillside Ave, 1st Fl
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-658-8767
Cell: 917-371-3633
Fax: 718-658-8765
abhattacharjee921@gmail.com
www.ajtaxaccounting.com

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

সাপ্তাহিক জন্মভূমি
প্রবাসে বাংলাদেশের মুখ
12 নবেম্বর ২০২৬, বাংলা ২৭ কার্তিক ১৪৩৩

সম্পাদক রতন তালুকদার
সহযোগী সম্পাদক শিকদার হুমায়ন কবীর

ঢাকা প্রতিনিধি আবুল কালাম
উত্তরবঙ্গ প্রতিনিধি সাইফুদ্দিন আহমেদ
কলকাতা প্রতিনিধি সোমনাথ গাঙ্গুলী
ইউরোপ প্রতিনিধি নুরুল ইসলাম বকুল
ওয়াশিংটন প্রতিনিধি মাইকেল বিকাশ গোমেজ
ক্যালিফোর্নিয়া প্রতিনিধি ড. মিতুল বড়ুয়া

সম্পাদকীয়

অনলাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

নাশকতায় আতঙ্কিত দেশ

রাজধানীসহ সারা দেশে যে নাশকতা শুরু হয়েছে, তা উদ্বেগজনক। যেখানে-সেখানে ককটেল নিক্ষেপ, বাসে আগুন, ভাঙচুর ইত্যাদি এখন নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হয়েছে। জনমনে তৈরি হয়েছে আতঙ্ক, সমাজে তৈরি হয়েছে অস্থিতিশীলতা। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী অবশ্য তৎপর হয়ে উঠেছে। নাশকতার পেছনের পরিকল্পনাকারী এবং কথিত 'গেরিলা-সেল'-এর সদস্যদের সুনির্দিষ্ট তালিকাও চলে এসেছে পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থার হাতে। তালিকাভুক্ত অনেকেই ইতোমধ্যে গোয়েন্দা জালে বন্দি হয়েছেন। দেখা যাচ্ছে, তালিকায় রয়েছে পলাতক শীর্ষ পর্যায়ের নেতা, স্থানীয় পর্যায়ের পদধারী নেতা এবং অর্থের জোগানদাতা। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, খুব দ্রুতই নাশকতার ইন্ধনদাতাদের পরিচয় উন্মোচন করা হবে। এছাড়া সাইবার মনিটরিংয়ের মাধ্যমে চিহ্নিত করা হবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যারা উসকানি দিচ্ছে, তাদেরও। জানা গেছে, তিন স্তরে নাশকতা করার ছক কষা হয়েছে। বর্তমানে মাঠে রয়েছে প্রাথমিক স্তরের টিম। ১৫ নভেম্বর থেকে নামবে দ্বিতীয় স্তর। তারা উচ্চমাত্রার নাশকতায় জড়াবে, সবশেষে নামানো হবে মাস্টার টিম। এই টিমের সঙ্গে থাকবে দেশি-বিদেশি কিছু চক্র।

বস্তুত, দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এখন নাজুক অবস্থায় রয়েছে। বিদেশে পলাতক কার্যক্রম নিষিদ্ধ সংগঠনের উচ্চপর্যায়ের নেতারা চাচ্ছেন, দেশের স্বাভাবিক পরিস্থিতির অবনতি হোক। তাদের পরিকল্পনাতেই নাশকতাগুলো হচ্ছে বলে প্রমাণ রয়েছে। দেশের রাজনীতিতে পুনর্বাসিত হওয়ার লক্ষ্য সামনে রেখে তারা দেশে অস্থিতিশীলতা তৈরির অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। এমন অবস্থায় সরকারকে কঠোর অবস্থান নিতে হবে বৈকি। এখন কথা হলো, ঢিলেঢালা তৎপরতা দিয়ে পরিস্থিতি মোকাবিলা করা কঠিন হবে। ফলে সরকার তথা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কঠোর হওয়া ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। একই সঙ্গে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সাধারণ মানুষকেও এগিয়ে আসতে হবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে সহায়তা করতে। বর্তমান বাংলাদেশে সামাজিক স্থিতিশীলতার এখন বড় প্রয়োজন। এই স্থিতিশীলতা নষ্ট করতে চায় যারা, তাদের দমন করতে হবে সর্বশক্তি দিয়ে।

প্রধানমন্ত্রীর তুরস্ক সফর

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের তুরস্ক সফরকে দুই ভ্রাতৃপ্রতিম দেশের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ করার সুযোগ হিসেবে দেখা হচ্ছে। তুরস্ক মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে শিল্পোন্নত দেশ। মুসলিম বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে জিডিপি বা মোট দেশজ উৎপাদনের দিক থেকেও তাদের অবস্থান শীর্ষে। যার পরিমাণ ১.৫৭ থেকে ১.৬৪ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের চেয়েও বেশি। তুরস্কের অর্থনীতিতে শিল্প খাতের অবদান সমীহ করার মতো। মোটরগাড়ি, ইলেকট্রনিক পণ্য, জাহাজ নির্মাণ, বস্ত্রশিল্পে এগিয়ে থাকা দেশও তুরস্ক। নিজস্ব প্রযুক্তিতে মানসম্মত ড্রোন, যুদ্ধবিমান ও বিশ্বমানের সমরাস্ত্র তৈরির সক্ষমতা দেখিয়েছে দেশটি। এসব খাতে বাংলাদেশ-তুরস্ক সহযোগিতা দুই দেশকেই লাভবান করতে পারে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান তুরস্ক সফর করছেন মূলত জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেওয়ার উদ্দেশে। মঙ্গলবার বিকালে তিনি তুরস্কের আনতালিয়া বিমানবন্দরে পৌঁছলে তাঁকে লালগালিচা সংবর্ধনা জানানো হয়। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সম্মানে দেওয়া হয় বিশেষ গার্ড অব অনার। ওই দিন সন্ধ্যায় আনতালিয়ার ম্যাঙরয়েল হোটেলে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তায়েপ এরদোগানের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে মিলিত হন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। ৩০ মিনিটের বৈঠকে দ্বিপক্ষীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা হয়। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম শিকার। শিল্পোন্নত দেশগুলোর কারণে বিশ্বের আবহাওয়ায় নেতিবাচক পরিবর্তন ঘটছে। আবহাওয়ায় উষ্ণতার কারণে বাড়ছে সাগরপৃষ্ঠের উচ্চতা। ফলে সাগরপারের বিভিন্ন দেশের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়েছে। যার মধ্যে অন্যতম বাংলাদেশ। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের অনেক এলাকা ডুবে যাচ্ছে সাগরের জোয়ারের পানিতে।

নষ্ট হচ্ছে ফসল। জলাবদ্ধতার শিকার হচ্ছে বহু এলাকা। লাখ লাখ মানুষ জলবায়ু উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘের জলবায়ুসংক্রান্ত আনতালিয়া সম্মেলনে এ সম্পর্কে বাংলাদেশের কথা তুলে ধরবেন। সম্মেলনের অবসরে বিশ্বনেতাদের সঙ্গেও দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে মিলিত হবেন তিনি। এর ফলে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদার হবে। দেশের অগ্রগতিতে যা কাজে লাগবে। আমাদের মতে, বাংলাদেশ ও তুরস্ক বহু ক্ষেত্রে একসঙ্গে কাজ করতে পারে। বিশেষ করে বাংলাদেশে তুর্কি বিনিয়োগে সমৃদ্ধ হবে দুই দেশের অর্থনীতি।

জন্মভূমি গ্রুপ ইনক্ কর্তৃক নিউইয়র্ক থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত
Weekly Jonmobhumi
Editor & President: Ratan Talukder
Published By Jonmabhumi Group Inc.
37-39-74 Street, Jackson Height-NY-11372
Tell: 718-380-6712, Cell: 646-327-7964
Email: jonmabhumi@gmail.com
Website: www.jonmobhumi.com
Printed in USA

উপসম্পাদকীয়

আইনশৃঙ্খলার উন্নয়নে নাগরিকমুখী পুলিশের রূপরেখা

ড. একেএম আহসান উল্লাহ

একজন নাগরিক রাতে বাড়ি ফেরার সময় কতটা নিশ্চিন্ত থাকেন, দোকানদার চাঁদা না দিয়ে ব্যবসা করতে পারেন কি না, কিংবা নির্যাতিত নারী থানায় গিয়ে সম্মান পান কি না, রাষ্ট্রের কার্যকারিতা এসব অভিজ্ঞতার মধ্যেই প্রকাশ পায়। আইনশৃঙ্খলা তাই অপরাধী গ্রেফতারের হিসাবের চেয়ে বড় বিষয়। এর মধ্যে রয়েছে অপরাধ প্রতিরোধ, ন্যায়বিচার পাওয়ার বিশ্বাস এবং বিপদে রাষ্ট্র পাশে দাঁড়াবে-এই নিশ্চয়তা। বাংলাদেশের বর্তমান প্রয়োজন এমন একটি ব্যবস্থা, যেখানে মানুষ অপরাধীকেও ভয় পাবেন না, পুলিশের কাছে যেতেও ভয় পাবেন না।

অক্টোবর ২০২৬-এ সংসদীয় কমিটিতে উপস্থাপিত পরিসংখ্যান পরিস্থিতির মিশ্র চিত্র দেখায়। জানুয়ারি-সেপ্টেম্বরে আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় নথিভুক্ত হত্যা মামলা কমলেও ধর্ষণ মামলা বেড়েছে। তবে নথিভুক্ত মামলা এবং প্রকৃত অপরাধ এক জিনিস নয়। অভিযোগ গ্রহণ সহজ হলে মামলা বাড়তে পারে; ভয় বা অনাস্থায় মানুষ অভিযোগ না করলে কমতেও পারে। সুতরাং মামলা কমার সঙ্গে নাগরিকের নিরাপত্তাবোধ ও অভিযোগ জানানোর প্রবণতাও যাচাই করতে হবে।



নিরাপত্তার অর্থনীতি ও নির্বাচনি তাৎপর্য

বাংলাদেশের মতো দেশে নিরাপত্তাহীনতার বোঝা অসমভাবে পড়ে। সচ্ছল মানুষ ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, নিরাপদ পরিবহণ কিংবা বাসস্থান কিনতে পারেন। নিম্ন-আয়ের মানুষকে একই রাস্তায় চলতে, একই বাজারে কাজ করতে হয়। চাঁদাবাজির খরচ পণ্যের দামে যুক্ত হয়, হয়রানির আশঙ্কা নারীর শিক্ষা ও কর্মসংস্থান সংকুচিত করে, জমি দখলের ভয় সঞ্চয়কে অনিশ্চিত করে। নিরাপত্তা তাই উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়ের মৌলিক অবকাঠামো।

রাজনৈতিক দলের জন্যও বিষয়টি কেন্দ্রীয়। ভোটার উন্নয়নের প্রতিশ্রুতির পাশাপাশি বিচার করেন, তার দৈনন্দিন জীবন কতটা নিরাপদ। নিরাপত্তাহীনতা সরকারের দক্ষতা ও সদিচ্ছা সম্পর্কে আস্থা ক্ষয় করতে পারে। তবে নির্বাচনি ফল শুধু অপরাধ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না; অর্থনীতি, প্রার্থী, সংগঠন ও রাজনৈতিক পরিচয়ও গুরুত্বপূর্ণ।

আরেকটি দিক আরও গুরুতর। ভোটার যদি কেন্দ্রে যেতে, প্রচারে অংশ নিতে বা নিজের পছন্দ প্রকাশ করতে ভয় পান, তবে নির্বাচনি অংশগ্রহণের স্বাধীনতা সংকুচিত হয়। বিশেষত নারী, সংখ্যালঘু ও স্থানীয়ভাবে দুর্বল গোষ্ঠীর জন্য নিরাপত্তা ছাড়া ভোটাধিকার অসম্পূর্ণ। ক্ষমতাসীন দলের দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থও তাই নিজের কর্মীদের আইনের ঊর্ধ্বে না রাখার মধ্যে।

পুলিশ বাড়াতে হবে কোথায় এবং কেন

১৬ অক্টোবর ২০২৬-এর প্রতিবেদনে পুলিশ সদর দপ্তরের হিসাবে বাংলাদেশে প্রতি ৮৬৮ জনের বিপরীতে একজন পুলিশ সদস্যের কথা বলা হয়েছে; অনুমোদিত পুলিশ পদ ২,০৭,৯৩৮। অন্যদিকে ২৪,৬৭৭টি নতুন পদ সৃষ্টির প্রক্রিয়ার খবর জানিয়েছে বাসস। এখানে অনুমোদিত পদ, পূরণকৃত পদ এবং বাস্তবে দায়িত্বে থাকা সদস্যের পার্থক্য মনে রাখা জরুরি।

এ অনুপাত জনবলচাপের ইঙ্গিত দেয়; কিন্তু দক্ষতা বোঝার জন্য যথেষ্ট নয়। কতজন তদন্তে, কতজন টহলে, কতজন প্রশাসনিক বা বিশেষ নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত-সেটিও জানতে হবে। জনবলের প্রয়োজন নির্ধারিত হওয়া উচিত জনঘনত্ব, অপরাধের ধরন, যাতায়াতের সময়, শিল্পাঞ্চল এবং থানাপ্রতি কাজের চাপ দিয়ে। শুধু নতুন নিয়োগ নয়, অপ্রয়োজনীয় দায়িত্ব কমিয়ে মাঠপর্যায়ে সদস্য ফেরানোও জরুরি। কোনো একটি আন্তর্জাতিক অনুপাত পূরণ করলেই নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে-এমন ধারণা পরিহার করা প্রয়োজন।

অপরাধ বদলালে দক্ষতাও বদলাতে হবে

হত্যা, ছিনতাই, ডাকাতি, মাদক ও চাঁদাবাজির পাশাপাশি ডিজিটাল প্রতারণা, পরিচয় চুরি, অনলাইন যৌন হয়রানি, অন্তরঙ্গ ছবি দিয়ে ব্ল্যাকমেইল এবং কৃত্রিমভাবে তৈরি ছবি বা কণ্ঠ ব্যবহার করে প্রতারণার ঝুঁকি মোকাবিলার প্রস্তুতি দরকার। অনলাইন গুজবও বাস্তব -বাকী অংশ ২৯ পাতায়

জলবায়ু সংকট ও ঋণফাঁদে গ্রামীণ জীবন

ড. রাধেশ্যাম সরকার

বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠী জলবায়ু পরিবর্তন, জীবিকার অনিশ্চয়তা ও আর্থিক বঞ্চনার সম্মিলিত প্রতিকূলতার মুখোমুখি। বন্যা, খরা, লবণাক্ততা ও নদীভাঙন, কৃষি, মৎস্যসম্পদ এবং গ্রামীণ অর্থনীতির ভিত্তি দুর্বল করছে।

দেশের অর্ধেকেরও বেশি পরিবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। খাদ্য উৎপাদন ও কর্মসংস্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও ক্ষুদ্র কৃষক ও পারিবারিক খামারগুলো জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় অর্থায়ন, প্রযুক্তি ও অভিযোজন সহায়তা থেকে বঞ্চিত। ফসলহানি, পুকুর ও মাছের ঘেরের ক্ষতি কিংবা নদীগর্ভে বসতভিটা বিলীন হওয়ায় তাদের আয় ও সঞ্চিত সম্পদ নষ্ট হচ্ছে। মাটি ও পানির গুণগত অবনতি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের পুনরাবৃত্তি সংকটকে আরো দীর্ঘস্থায়ী করছে।

ফলে জলবায়ু পরিবর্তন এখন শুধু পরিবেশগত বিপর্যয় নয়, গ্রামীণ জীবিকার নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সামাজিক ন্যায়বিচারেরও সংকট। এই সংকটের অন্যতম জটিল দিক হলো জলবায়ু অর্থায়নের ঋণনির্ভরতা। বাংলাদেশে 'গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড' (জিসিএফ) এর অর্থায়নের ক্ষেত্রে ঋণনির্ভরতার একটি উল্লেখযোগ্য চিত্র পাওয়া যায়। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের ২০২৩ সালের প্রকল্পভিত্তিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী, জিসিএফের অর্থায়নের ৭৫ শতাংশ ছিল ঋণ এবং ২৫ শতাংশ অনুদান।



তবে এই অনুপাতকে বাংলাদেশের সব আন্তর্জাতিক জলবায়ু অভিযোজন সহায়তার চিত্র হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি মোকাবেলায় পাওয়া অর্থের বড় অংশই ভবিষ্যতে সুদসহ কিংবা নির্ধারিত শর্তে পরিশোধ করতে হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য তুলনামূলকভাবে কম দায়ী অথচ ক্ষতির শিকার দেশ ও জনগোষ্ঠীকে এভাবে পুনরুদ্ধারের ব্যয়ও বহন করতে হচ্ছে। ক্ষুদ্র কৃষকদের ক্ষেত্রে সমস্যাটি আরো প্রকট। বীজ, সার, সেচ ও শ্রমে বিনিয়োগের পর বন্যা, খরা, অতিবৃষ্টি কিংবা লবণাক্ততায় ফসল নষ্ট হলে উৎপাদন ব্যয় ওঠানো কঠিন হয়ে পড়ে। পরবর্তী মৌসুমে চাষাবাদের অর্থ না থাকা এবং জামানত ও কাগজপত্রের শর্তে ব্যাংকঋণ পেতে বাধার কারণে তাঁরা স্থানীয় মহাজন কিংবা এনজিওর ঋণের ওপর নির্ভর করেন। উচ্চ সুদ ও কিস্তির চাপে পুরনো ঋণ শোধ করতে নতুন ঋণ নিতে হয়। এভাবে দুর্যোগের ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার পরিবর্তে পরিবারগুলো দীর্ঘস্থায়ী ঋণচক্রে আটকে পড়ে। জীবন ও জীবিকা রক্ষার উদ্দেশ্যে দেওয়া অর্থায়নই তখন নতুন আর্থিক ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

জলবায়ু সংকট ও ঋণফাঁদে গ্রামীণ জীবনজলবায়ু সংকটের অভিঘাত সবার ওপর সমানভাবে পড়ে না। সম্পদ, অর্থায়ন ও পুনরুদ্ধারের সীমিত সুযোগের কারণে নারীপ্রধান পরিবার, ক্ষুদ্র কৃষক, জেলে এবং পাহাড়ি ও আদিবাসী জনগোষ্ঠী বেশি ঝুঁকিতে থাকে। নারীদের জমির মালিকানা ও প্রাতিষ্ঠানিক ঋণপ্রাপ্তির সীমাবদ্ধতা দুর্যোগের পর ঘুরে দাঁড়ানো কঠিন করে তোলে। অন্যদিকে ভূমি ও বনজ সম্পদের ক্ষয় পাহাড়ি ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রথাগত জীবিকা, খাদ্যনিরাপত্তা ও পরিবেশগত জ্ঞানকে হুমকির মুখে ফেলছে। আন্তর্জাতিক জলবায়ু অর্থায়নের বড় অংশ অবকাঠামো, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও মেগাপ্রকল্পে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় তাদের স্থানীয় অভিযোজন উদ্যোগে সরাসরি সহায়তা সীমিত। অথচ বীজ সংরক্ষণ, মিঠাপানি ধরে রাখা, লবণাক্ততা মোকাবেলা, পুকুর পুনর্নির্মাণ ও বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা জীবিকা রক্ষায় কার্যকর হতে পারে। 'কপ' প্রক্রিয়ায় ঘোষিত লস অ্যান্ড ড্যামেজ ফান্ডের অর্থও ২০২৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে কার্যকরভাবে পৌঁছায়নি। এ অর্থ ঋণ হিসেবে এলে পুনর্গঠনের পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্তদের নতুন আর্থিক দায় বহন করতে হয়। তাই স্বল্পসুদের ঋণ তুলনামূলক সুবিধাজনক হলেও অনুদানের বিকল্প নয়।

জলবায়ু অর্থায়নের ন্যায্যতা শুধু অর্থের পরিমাণ বা ঋণ-অনুদানের অনুপাতের ওপর নির্ভর করে না; অর্থের ব্যবহার, সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ এবং প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের কাছে সহায়তা পৌঁছানোও সমান গুরুত্বপূর্ণ। জলবায়ু পরিবর্তনের ঐতিহাসিক দায় বিবেচনায় ক্ষয়ক্ষতির ন্যায্য প্রতিপূরণ নিশ্চিত করা জরুরি। দুর্যোগে সম্পদ হারিয়ে পুনর্গঠনের জন্য ঋণ নিতে বাধ্য হলে ক্ষতিগ্রস্তদের ওপর নতুন আর্থিক দায় চাপে, যা জলবায়ু ঋণফাঁদের ঝুঁকি বাড়ায়। তাই তহবিল বরাদ্দ ও ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সরকার, কৃষক ও নারী সংগঠন এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। মিঠাপানির সংকট, নদীভাঙন, জমির লবণাক্ততা কিংবা মাছের উৎপাদন হ্রাসের মতো স্থানভেদে ভিন্ন চাহিদা বিবেচনায় -বাকী অংশ ২৯ পাতায়

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

মুক্ত ভাবনা

ট্রাম্প ও নেতানিয়াহুর হারের পেছনে ইরান

সুমন পালিত

ইরান যুদ্ধের খেসারত দিতে হলো আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে। সে দেশের মধ্যবর্তী নির্বাচনে হার মেনেছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের রিপাবলিকান পার্টি। 'ট্রাম্পের গুরু' নেতানিয়াহুরও নাক-কাটা গেছে ইসরায়েলের নির্বাচনে। ইরানের কাছে নাকানিচুবানি খাওয়ার কারণে। সবার জানা, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু ক্ষমতায় আছেন ১৯ বছর ধরে। সে দেশের ইতিহাসে আর কারও পক্ষে এত দিন ক্ষমতায় থাকা সম্ভব হয়নি। জনপ্রিয়তার দিক থেকেও নেতানিয়াহু এগিয়ে। গত নির্বাচনে তাঁর ডানপন্থি ইহুদিবাদী জোট ইসরায়েলের পার্লামেন্ট নেসেটে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। ১২০টি আসনের মধ্যে তারা পায় ৫৩টি আসন। তবে এ সংখ্যা সরকার গঠনের জন্য যথেষ্ট নয়। এজন্য দরকার ছিল ৬১টি আসন। নেতানিয়াহুর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী সাবেক সেনাপ্রধান গাদি আরজেনকটের চারদলীয় জোট নির্বাচনে পেয়েছে ৪৮টি আসন। নেতানিয়াহুর জোটের চেয়ে পাঁচটি আসন কম পেলেও তারা সরকার গঠনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। কারণ ইসরায়েলের নির্বাচনে ইহুদিদের দুই জোটের বাইরে ১৯টি আসন পেয়েছে ফিলিস্তিনিরা।

যাঁরা ফিলিস্তিনি নন আরব পরিচয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। কারণ ইসরায়েলিরা ফিলিস্তিনিদের অস্তিত্বও স্বীকার করতে চায় না। এই কথিত আরবদের সমর্থন আরজেনকটের দিকে। ফলে নেতানিয়াহুকে নতুন সরকার গঠনের পর বসতে হবে বিরোধী দলে। তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা থাকায় জেলেরও অতিথি হতে পারেন তিনি।

ইসরায়েলে উগ্র ইহুদিবাদী নেতানিয়াহুকে ক্ষমতার বাইরে রাখা সম্ভব হয়েছে নেসেটের ১৯ আরব সদস্য একজোট হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ায়। তবে নতুন সরকারে আরব কোনো মন্ত্রী



নেওয়া হবে কি না, সে বিষয়টি স্পষ্ট নয়। ইসরায়েলে ইহুদিবাদী চেতনার ভিত খুবই শক্তিশালী। আরজেনকটের জোটসঙ্গীরা আরবদের বাদ দিয়েই সরকার গঠনের পক্ষপাতী। যদি মন্ত্রিসভায় আরব প্রতিনিধিত্ব না থাকে, তবে সে সরকারের পেছনে তাদের সমর্থন কতটা বজায় থাকবে তা প্রশ্নাতীত নয়।

দুই. যদি বলা হয়, দুনিয়ার সবচেয়ে যুদ্ধবাজ দেশ কোনটি? এ প্রশ্নের জবাবে ৯০ ভাগ মানুষ আমেরিকার দিকে আঙুল তুলবে। ১৪৯২ সালে ইউরোপীয় দস্যু ক্রিস্টোফার কলম্বাস আমেরিকা জয় করেন। সে দেশের আদিবাসীদের ওপর গণহত্যা চালানো হয়। ধর্ষণ করা হয় নারীদের। শিশুদের হত্যা করে কুকুরের খাদ্য বানানো হয়। তারপর সেখানকার মালিক মোক্তার হয়ে যায় তারা। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ থেকে কৃষ্ণাঙ্গদের ধরে এনে দাস বানানো হয়। ক্রীতদাসের বাজারে গরু-ছাগলের মতো কালো মানুষ বিক্রি হতো প্রকাশ্যে। শুরুতে আমেরিকা ছিল ব্রিটিশ উপনিবেশ। তবে একপর্যায়ে আমেরিকায় আসা ইউরোপীয়রা ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়ে। লড়াই করেই স্বাধীনতাও অর্জন করেন তাঁরা।

আমেরিকা ১৭৭৬ সালের ৪ জুলাই ব্রিটিশদের কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জন করে। তারপরও সে দেশে দাসপ্রথা বহাল ছিল। রিপাবলিকান দল থেকে নির্বাচিত মহান প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন দাসপ্রথার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। এ নিয়ে ১৮৬১ সালে গৃহযুদ্ধের মুখে পড়ে আমেরিকা। সে যুদ্ধে ১৮৬৫ সালে আব্রাহাম লিংকনের নেতৃত্বে দাসপ্রথা বিরোধীরা জয়ী হয়। আব্রাহাম লিংকন বলেছিলেন, দাসপ্রথা যদি অন্যায় না হয়, তবে পৃথিবীতে অন্যায় বলে কিছু নেই। তিনি বলতেন, দাসপ্রথা আর গণতন্ত্র একসঙ্গে চলতে পারে না।

ট্রাম্প ও নেতানিয়াহুর হারের পেছনে ইরানআমেরিকা এখন দুনিয়ার একমাত্র পরাশক্তি। দুনিয়ার প্রায় সব দেশ চলে তাদের কথাতে। কেউ তাদের অপকর্মের বিরোধিতা করলেই তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে সে দেশের ওপর। আমেরিকার রাষ্ট্রযন্ত্র যুদ্ধবাজ এবং অশান্তির অবতার হিসেবে ভূমিকা রাখলেও সে দেশের সাধারণ মানুষ দুনিয়ার যেকোনো দেশের মতোই শান্তিবাদী। তবে সে দেশের শাসকগোষ্ঠীর চরিত্র ঠিক এর বিপরীত। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি নির্বাচনে সাধারণ মানুষ শান্তির পক্ষে ভোট দেন। কিন্তু রাষ্ট্রযন্ত্র যেহেতু যুদ্ধবাজদের নিয়ন্ত্রণে সেহেতু আমেরিকানদের শেষ পর্যন্ত হতাশ হতে হয়। ২০২৪ সালের নভেম্বরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্প জয়লাভ করেন বাইডেনের যুদ্ধবাজ নীতির বিরুদ্ধে কথা বলে। ইসরায়েলকে মদত দেওয়া, বিভিন্ন দেশে সরকার পরিবর্তনে বিপুল অর্থ ব্যয়ের বিরুদ্ধে কথা বলে নিজের একটি 'শান্তিবাদী চেহারা' তুলে ধরেন তিনি। কিন্তু ক্ষমতায় এসে ট্রাম্প তাঁর শান্তির মুখোশ সরিয়ে ফেলেন। যুক্তরাষ্ট্রের মর্যাদা ধুলায় মিশিয়ে নেতানিয়াহুর কথায় ইসরায়েলের হয়ে ইরানের বিরুদ্ধে 'প্রজ্ঞি যুদ্ধে' অংশ নেন। হাজার হাজার বছর ধরে সভ্য জাতি হিসেবে পরিচিত ইরানিদের ধ্বংস করার কা-জ্ঞানহীন কর্মকা- মেতে ওঠেন। ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলের ধ্বংসযজ্ঞেও সমর্থন জোগান ট্রাম্প। ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট ও ফার্স্ট লেডিকে অপহরণ করে সভ্য দেশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের ভাবমূর্তি প্রশ্নবিদ্ধ করেন। শুধু মারণাস্ত্রের যুদ্ধ নয়, দুনিয়ার সব দেশের বিরুদ্ধে বাণিজ্য যুদ্ধেও জড়ান ট্রাম্প। বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপর ঢালাওভাবে শুল্কারোপ করেন। ট্রাম্পের কা-জ্ঞানহীন আচরণ বৈশ্বিক অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। বেড়ে যায় বিশ্ববাজারে জ্বালানির দাম। পরিণতিতে সারা দুনিয়ার মতো যুক্তরাষ্ট্রের মানুষের জীবনজীবিকার খরচও বেড়ে যায়। সাধারণ মানুষের অসন্তোষের টার্গেটে পরিণত হন ট্রাম্প এবং তাঁর দল রিপাবলিকান পার্টি। সে অসন্তোষের ফলেই মধ্যবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেস ও সিনেটে রিপাবলিকানরা তাদের নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে। ১৯৭০ দশকের পর এমন বড় পরাজয়ের সম্মুখীন হয়নি কোনো দল। এর ফলে ট্রাম্পের যুদ্ধবাজ মনোভাব সামাল দেওয়া সম্ভব হবে এমনটিই আশা করা হচ্ছে। ডেমোক্র্যাটরা যদি তাদের ঘোষিত-**বাকী অংশ ২৯ পাতায়**

পত্র লেখকদের লেখা সময়োপযোগী ও বাস্তবধর্মী হতে হবে। পত্র লেখককে অবশ্যই তার নাম ঠিকানা এবং মোবাইল নাম্বার উল্লেখ করতে হবে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক থাকলেও সম্পাদক বরাবরে পরিচিতি প্রদান করতে হবে। অমনোনীত লেখা প্রকাশিত হবে না।

সাপ্তাহিক জন্মভূমি কারো আত্মপ্রচারের বাহক বা চরিত্র হননের হাতিয়ার নয়!

গার্ডিয়ানের সঙ্গে সোনিয়া গান্ধীর সাক্ষাৎকার

আমার সব সময় মনে হতো, এরপর রাজীবকে মেরে ফেলা হবে

লেখা: হ্যানা এলিস-পিটারসন

ইতালির এক সাধারণ পরিবার থেকে এসে তিনি যুক্ত হয়েছিলেন ভারতের ক্ষমতার শীর্ষ পরিবারটির সঙ্গে। একে একে তাঁর শাশুড়ি ইন্দিরা গান্ধী এবং স্বামী রাজীব গান্ধীউভয়ই নৃশংস হত্যার শিকার হন। বিরল এক সাক্ষাৎকারে প্রবীণ এই রাজনীতিবিদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জানা গেল, তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও ক্ষমতায় আরোহণের কথা, নরেন্দ্র মোদির দমনমূলক শাসনব্যবস্থা প্রসঙ্গে তাঁর মতামত এবং তরুণ প্রজন্মের আন্দোলন কেন তাঁকে ভবিষ্যতের আশার আলো দেখাচ্ছে।

আধুনিক ভারতের ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক মুহূর্তগুলোর সাক্ষী হলেও সোনিয়া গান্ধী সংকোচ নিয়েই দাবি করতে ভালোবাসেন যে তাঁর জীবন একেবারেই সাধারণ। 'ওহ, আমার মনে হয় না যে এটিকে কোনো অসামান্য বা অসাধারণ গল্প বলা যায়,' অস্বস্তি নিয়ে কিছুটা নড়েচড়ে বলেন তিনি।



গত ৭৯ বছরে তাঁর জীবনের মোড় যেভাবে ঘুরেছে, এর সঙ্গে সোনিয়ার এই বিনয়ী মূল্যায়নের মেলবন্ধন ঘটানো সত্যি কঠিন। উত্তর ইতালির এক ছোট শহরের কর্মজীবী পরিবারে জন্ম নেওয়া সোনিয়া আজ ভারতের রাজনীতি ও ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছেন। রাজনৈতিক হত্যাকা- আর একের পর এক ব্যক্তিগত শোক ও ট্র্যাজেডি কাটিয়ে উঠে তিনি দেশটির অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছেন।

১৯৮৪ সালে তাঁদের দিল্লির বাসভবনে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর শাশুড়ি ইন্দিরা গান্ধী যখন গুলিতে লুটিয়ে পড়েন, তখন সোনিয়াই তাঁর রক্তাক্ত দেহ আঁকড়ে ধরেছিলেন।

শাশুড়ির হত্যাকা-ের পর স্বামী রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিলে সোনিয়া ভারতের 'ফার্স্ট লেডি' হন। আর রাজীবও যখন হত্যাকা-ের শিকার হলেন, তখন রাজনীতির প্রতি নিজের জন্মগত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিভাজিত দলকে শক্ত হাতে ধরে রাখার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন তিনি।

২০০৪ সালে কংগ্রেসকে নির্বাচনী বিজয়ে নেতৃত্ব দেওয়া সত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে প্রধানমন্ত্রীর পদ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। দেশটির সবচেয়ে প্রাচীন রাজনৈতিক দল কংগ্রেসের টানা দীর্ঘতম মেয়াদে সভাপতির দায়িত্বে থাকার রেকর্ডটি এখনো তাঁরই দখলে।

দল যখন ক্ষমতায় ছিল তখনো, আবার পরবর্তী সময়ে যখন এটি নড়বড়ে বিরোধী দলে পরিণত হয় তখনো। ২০১৭ সালে সোনিয়া সরে দাঁড়ালে তাঁর ছেলে রাহুল তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে স্থলাভিষিক্ত হন।

ভারতীয় রাজনীতিতে সোনিয়া গান্ধীর প্রবেশের সূচনা হয়েছিল ষাটের দশকে কেমব্রিজে। ১৮ বছর বয়সে ভাষাশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ার সময় এক গ্রিক রেস্তোরাঁয় উজ্জ্বল চোখের এক তরুণকে দেখে প্রেমে পড়ে যান তিনি। সে সময় তাঁর বিন্দুমাত্র ধারণাও ছিল না যে এই রাজীব গান্ধী প্রকৃতপক্ষে ভারতের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী রাজনৈতিক পরিবারের একমাত্র উত্তরাধিকারী।

'ওটা ছিল প্রথম দেখাতেই প্রেম', সোনিয়া স্মৃতিচারণা করেন, 'এরপর আর অন্য কোনো কিছুরই গুরুত্ব ছিল না। প্রথমত, ও ছিল অসম্ভব সুপুরুষ। কিন্তু আমার মনে হয় ওর চোখ দুটোই বলে দিত, ও ভেতর থেকে ঠিক কেমন ছিল, ওর অন্তরাত্মাটা কেমন ছিল। ও ছিল ভীষণ ভালোবাসায় ভরা, পরম মমতাময় এবং যত্নশীল। আমি আমার স্বপ্নের পুরুষ হিসেবে যা কিছু ভাবতে পারতাম, তার সবই ছিল ওর মধ্যে।'

পরবর্তী সময়ে সোনিয়া জানতে পারেন যে রাজীবের নানা ছিলেন ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামী ও প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু, আর মা ছিলেন ইন্দিরা গান্ধী, যিনি ১৯৬৬ সালে ভারতের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হন।

প্রেমে মগ্ন হয়ে এক সম্পূর্ণ অচেনা দেশ ও সংস্কৃতিতে উড়ে আসা সেই অবুঝ ইতালীয় কন্যাটির সঙ্গে কি আজকের নিজেকে মেলাতে পারেন সোনিয়া?

'না, খুব একটা পারি না,' মৃদু স্বরে জবাব দেন তিনি। 'জীবনে অনেক কিছু ঘটে গেছে, অনেক কিছু বদলে গেছে।'

২.

দিল্লির এক ঐতিহ্যবাহী ও বিশাল শ্বেতশুভ্র বাংলোয় সোনিয়ার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়। যেখানে ৩৬ বছর ধরে তিনি বসবাস করছেন। এই বাড়িতে বসেই ১৯৯১ সালে সোনিয়া জানতে পেরেছিলেন যে শ্রীলঙ্কার তামিল বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসীদের হামলায় তাঁর স্বামী রাজীব নিহত হয়েছেন। সময়ের পরিক্রমায় তিনি যখন কংগ্রেসের ব্যাটন কাঁধে তুলে নেন, এই ভবনই হয়ে ওঠে দলের যাবতীয় রাজনৈতিক কার্যক্রমের মূল কেন্দ্র। সোনিয়া গান্ধীর পড়ার ঘরে কংগ্রেসের প্রয়াত মহান নেতাদের উপস্থিতি স্পষ্ট টের পাওয়া যায়। দেয়ালে শোভা পাচ্ছে **-বাকী অংশ ২৯ পাতায়**



www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



পারমাণবিক যুদ্ধের পর বিপদে পড়তে পারে পুরো পৃথিবী

পারমাণবিক যুদ্ধের সবচেয়ে ভয়াবহ পরিণতিগুলোর একটি হলো 'পারমাণবিক শীত'। পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্ট আগুন ও ধোঁয়া বায়ুমণ্ডলের অনেক উঁচুতে উঠে সূর্যের আলো আটকে দিতে পারে। এতে পৃথিবীর তাপমাত্রা কমে যেতে পারে এবং ব্যাহত হতে পারে বৃষ্টিপাত ও স্বাভাবিক জলবায়ু।

এর সরাসরি প্রভাব পড়বে কৃষিতে। সূর্যের আলো কমে গেলে ধান, গম, ভুট্টাসহ বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন কমতে পারে। একই সঙ্গে সমুদ্রের পরিবেশ ও তাপমাত্রার পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে মাছের উৎপাদনও। ফলে যুদ্ধের বাইরে থাকা দেশগুলোও খাদ্যসংকটে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

২০২২ সালের ১৫ আগস্ট বিজ্ঞানভিত্তিক সাময়িকী 'নেচার ফুড'-এ প্রকাশিত এক গবেষণায় পারমাণবিক যুদ্ধের পর বৈশ্বিক খাদ্য উৎপাদনের সম্ভাব্য পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের রাটগার্স বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গবেষকেরা জলবায়ু, কৃষি ও মৎস্য উৎপাদনের মডেল ব্যবহার করে এ বিশ্লেষণ করেন।

গবেষণায় বলা হয়, পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে বায়ুমণ্ডলে ৫ টেরাগ্রামের বেশি ধোঁয়া বা কালি ছড়িয়ে পড়লে বিশ্বের প্রায় সব দেশেই বড় ধরনের খাদ্যসংকট দেখা দিতে পারে। গবেষণার মডেল অনুযায়ী, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে পারমাণবিক যুদ্ধ হলে দুই শতাধিক কোটি এবং যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে বড় ধরনের পারমাণবিক যুদ্ধ হলে ৫০০ কোটির বেশি মানুষের মৃত্যু হতে পারে। এগুলো নির্দিষ্ট পরিস্থিতির ভিত্তিতে তৈরি গবেষণার অনুমান, নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী নয়। অর্থাৎ, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে থাকলেও কোনো দেশ পুরোপুরি বিপদমুক্ত থাকবে না।

গবেষণায় তুলনামূলক সক্ষম যে ৫ দেশ

২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে 'রিস্ক অ্যানালাইসিস' সাময়িকীতে প্রকাশিত এক গবেষণায় পারমাণবিক শীতসহ সূর্যালোক কমিয়ে দিতে পারে এমন বড় বৈশ্বিক বিপর্যয়ের সময় কোন দ্বীপরাষ্ট্রগুলো তুলনামূলকভাবে ভালো অবস্থানে থাকতে পারে, তা বিশ্লেষণ করা হয়।

নিউজিল্যান্ডের গবেষক ম্যাট বয়েড ও নিক উইলসন পরিচালিত ওই গবেষণায় খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা, কৃষি উৎপাদন, জ্বালানি, অবকাঠামো, স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও অন্যান্য সক্ষমতা বিবেচনা করা হয়। এতে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, আইসল্যান্ড, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ ও ভানুয়াতুকে তুলনামূলকভাবে বেশি সক্ষম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

১. অস্ট্রেলিয়া

পারমাণবিক যুদ্ধের পর মানুষের টিকে থাকার সম্ভাবনার বিচারে অস্ট্রেলিয়া সবচেয়ে শক্তিশালী অবস্থানে থাকা দেশগুলোর একটি। দেশটির বিশাল ভূখণ্ড, কৃষি উৎপাদন এবং খাদ্যের উদ্বৃত্ত এ ক্ষেত্রে বড় সুবিধা।

নিজেদের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি বিপুল পরিমাণ খাদ্য রপ্তানি করে অস্ট্রেলিয়া। ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যব্যবস্থা ভেঙে পড়লেও দেশটির নিজস্ব খাদ্য সরবরাহ ধরে রাখার সুযোগ তুলনামূলক বেশি। এ ছাড়া প্রাকৃতিক সম্পদের মজুত, জ্বালানি সক্ষমতা, উন্নত স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও অবকাঠামো সংকট মোকাবিলায় সহায়ক হতে পারে।

২০২৩ সালের গবেষণায় পারমাণবিক শীতের ভয়াবহ পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়েও অস্ট্রেলিয়ার খাদ্য উৎপাদন সক্ষমতাকে অন্য অনেক দেশের তুলনায় ভালো অবস্থানে রাখা হয়েছে। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত দ্বীপরাষ্ট্রগুলোর মধ্যে দেশটির খাদ্য উদ্বৃত্ত সবচেয়ে বেশি বলে উল্লেখ করা হয়।

তবে অস্ট্রেলিয়ার ঝুঁকিও রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের সঙ্গে সামরিক সহযোগিতা এবং অস্ট্রেলিয়া-যুক্তরাজ্য-যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা জোট 'অকাস'-এর সদস্য হওয়ায় সম্ভাব্য সংঘাতে দেশটির কৌশলগত ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। বিশেষ করে পাইন গ্যাপ গোয়েন্দা স্থাপনাটি বড় ধরনের পারমাণবিক সংঘাতে লক্ষ্যবস্তু হওয়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

অর্থাৎ, খাদ্য ও অবকাঠামোগত সক্ষমতায় এগিয়ে থাকলেও সামরিক অবস্থানের কারণে অস্ট্রেলিয়া পুরোপুরি ঝুঁকিমুক্ত নয়।

২. নিউজিল্যান্ড

সম্ভাব্য নিরাপদ আশ্রয়ের তালিকায় রয়েছে নিউজিল্যান্ডও। দেশটির অন্যতম সুবিধা ভৌগোলিক অবস্থান। বিশ্বের প্রধান সামরিক শক্তিগুলোর কেন্দ্র থেকে অনেক দূরে অবস্থিত দেশটি। জনসংখ্যাও তুলনামূলক কম। ফলে জনসংখ্যার অনুপাতে খাদ্য উৎপাদনের সক্ষমতা বড় সুবিধা তৈরি করতে পারে।

কৃষি ও পশুপালন নিউজিল্যান্ডের অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। দুধ, মাংসসহ বিভিন্ন কৃষিপণ্য উৎপাদনে দেশটির ভালো সক্ষমতা রয়েছে। ২০২৩ সালের গবেষণায় দেখা গেছে, ভয়াবহ পারমাণবিক শীতের পরিস্থিতিতেও দেশটির খাদ্য উৎপাদন তুলনামূলক ভালো থাকতে পারে।

তবে আধুনিক জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানি, যন্ত্রপাতি, শিল্পের কাঁচামাল ও বিভিন্ন পণ্যের ক্ষেত্রে নিউজিল্যান্ড আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীল। দীর্ঘ সময় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বন্ধ থাকলে জ্বালানি সরবরাহ ও শিল্প উৎপাদনব্যবস্থা বড় সংকটে পড়তে পারে।

অর্থাৎ, খাদ্য উৎপাদনে ভালো অবস্থানে থাকলেও দীর্ঘমেয়াদি বিচ্ছিন্নতা নিউজিল্যান্ডের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে।

৩. আইসল্যান্ড

ইউরোপের উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত আইসল্যান্ডও গবেষণায় সম্ভাব্য নিরাপদ দেশগুলোর একটি। দেশটির জনসংখ্যা খুবই কম। পাশাপাশি বিদ্যুৎ উৎপাদনে ভূতাপীয় ও জলবিদ্যুৎ শক্তির ব্যবহার আইসল্যান্ডকে বাড়তি সুবিধা দিয়েছে।

জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমিয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়াতে দেশটি দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে। ফলে বৈশ্বিক জ্বালানি সরবরাহব্যবস্থা ভেঙে পড়লেও বিদ্যুৎ উৎপাদনে কিছুটা সুবিধা পেতে পারে।

এ ছাড়া দেশটির চারপাশে সমুদ্র থাকায় মাছ একটি গুরুত্বপূর্ণ খাদ্যসম্পদ। পারমাণবিক শীতের সময় কৃষি উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হলেও সামুদ্রিক খাদ্য কিছুটা সহায়তা করতে পারে। ২০২৩ সালের গবেষণায় বলা হয়েছে, পারমাণবিক শীতের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে ইউরোপের মূল ভূখণ্ডের অনেক দেশের তুলনায় আইসল্যান্ডের কৃষি উৎপাদনের ক্ষতি কম হতে পারে।

তবে মাছের উৎপাদন সমুদ্রের পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল। পারমাণবিক যুদ্ধের পর সামুদ্রিক পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে এই খাদ্যসম্পদও ঝুঁকিতে পড়তে পারে। আরেকটি বিষয় হলো, আইসল্যান্ড ন্যাটোর সদস্য। ফলে ইউরোপ ও উত্তর আটলান্টিক অঞ্চলে বড় সামরিক সংঘাত হলে তার প্রভাব দেশটির ওপরও পড়তে পারে।

৪. সলোমন দ্বীপপুঞ্জ

প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত সলোমন দ্বীপপুঞ্জ ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার কারণে তুলনামূলক সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। দেশটির জনসংখ্যা কম। কৃষি, মাছ ধরা ও প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভর করে মানুষের জীবনযাপন।

আধুনিক শিল্প ও প্রযুক্তির ওপর নির্ভরতা তুলনামূলক কম হওয়ায় বড় ধরনের বৈশ্বিক বিপর্যয়ের পরও কিছু জনগোষ্ঠীর টিকে থাকার সুযোগ থাকতে পারে। ২০২৩ সালের গবেষণায় দেশটির খাদ্য উৎপাদন সক্ষমতাকে ইতিবাচকভাবে দেখা হয়েছে। বিশেষ করে প্রচলিত কৃষি ও মাছ ধরার ব্যবস্থা চালু রাখার সুযোগকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়েছে।

তবে দেশটির বড় দুর্বলতা অবকাঠামো ও জ্বালানি সক্ষমতা। আধুনিক চিকিৎসা, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ এবং প্রয়োজনীয় শিল্পপণ্যের সরবরাহে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বন্ধ হয়ে গেলে বড় সংকট দেখা দিতে পারে। তাই প্রাকৃতিকভাবে টিকে থাকার সুযোগ থাকলেও আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা সচল রাখা দেশটির জন্য কঠিন হতে পারে।

৫. ভানুয়াতু

প্রশান্ত মহাসাগরের আরেকটি দ্বীপরাষ্ট্র ভানুয়াতু। ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা এবং প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনের কারণে দেশটিও গবেষকদের নজরে এসেছে।

দেশটির মানুষের একটি বড় অংশ কৃষি, মাছ ধরা ও স্থানীয় উৎপাদনের ওপর নির্ভরশীল। ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যব্যবস্থা ভেঙে পড়লে স্থানীয় পর্যায়ে খাদ্য উৎপাদন চালিয়ে যাওয়ার কিছু সুযোগ থাকতে পারে। ২০২৩ সালের গবেষণায় সলোমন দ্বীপপুঞ্জের মতো ভানুয়াতুকেও পারমাণবিক শীতের মতো পরিস্থিতিতে তুলনামূলকভাবে সক্ষম দ্বীপরাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

তবে জ্বালানি, আধুনিক চিকিৎসা, যোগাযোগ ও শিল্প উৎপাদনে দেশটির সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আন্তর্জাতিক সরবরাহব্যবস্থা বন্ধ হয়ে গেলে এসব খাতে বড় সংকট তৈরি হতে পারে। অর্থাৎ, বড় সামরিক সংঘাতের কেন্দ্র থেকে দূরে থাকার সুবিধা থাকলেও দীর্ঘমেয়াদে আধুনিক জীবনযাত্রা ধরে রাখা ভানুয়াতুর জন্য সহজ হবে না।

নতুন গবেষণাতেও এগিয়ে অস্ট্রেলিয়া

শুধু পারমাণবিক যুদ্ধ নয়, অন্যান্য বড় বৈশ্বিক বিপর্যয় মোকাবিলায় কোন দেশ কতটা সক্ষম, তা নিয়েও নতুন গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে।

২০২৬ সালের ২৩ আগস্ট প্রকাশিত 'নো প্লেস টু হাইড? রিজিওনাল রেজিলিয়েন্স অ্যান্ড ভালনারেবিলিটি টু গ্লোবাল ক্যাটাস্ট্রফিক রিস্ক' শীর্ষক গবেষণায় পারমাণবিক শীত, মহামারি, সাইবার হামলা, অবকাঠামো বিপর্যয়, মহাকাশ থেকে আসা বড় বস্তু ও ভূচৌম্বকীয় ঝড়ের মতো বিভিন্ন বৈশ্বিক বিপর্যয় মোকাবিলায় দেশগুলোর সক্ষমতা বিশ্লেষণ করা হয়।

গবেষণায় দেখা যায়, বিভিন্ন ধরনের বিপর্যয় মোকাবিলায় অস্ট্রেলিয়া সবচেয়ে ভালো অবস্থানে থাকা দেশগুলোর একটি। ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা, কার্যকর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা ও শক্তিশালী অবকাঠামো দেশটিকে এগিয়ে রেখেছে।

তবে গবেষকদের মতে, কোনো দেশই সব ধরনের বৈশ্বিক বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে পুরোপুরি সুরক্ষিত নয়। অস্ট্রেলিয়ার ক্ষেত্রেও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও বাণিজ্যব্যবস্থা সচল থাকা গুরুত্বপূর্ণ।

তাহলে সুইজারল্যান্ড কি নিরাপদ নয়?

যুদ্ধের সময় নিরাপদ দেশের কথা উঠলে অনেকের মনেই প্রথমে আসে সুইজারল্যান্ডের নাম। দীর্ঘদিনের সামরিক নিরপেক্ষতা এবং বেসামরিক মানুষের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র বা বাংকার তৈরির ব্যবস্থা দেশটিকে বিশেষ পরিচিতি দিয়েছে।

কিন্তু পারমাণবিক যুদ্ধের পর টিকে থাকার বিষয়টি শুধু সামরিক নিরপেক্ষতার ওপর নির্ভর করে না। সুইজারল্যান্ড ইউরোপের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। ফলে ইউরোপজুড়ে বড় ধরনের পারমাণবিক সংঘাত হলে তেজস্ক্রিয়তা, বায়ুমণ্ডলের পরিবর্তন, খাদ্য ও জ্বালানি সংকটের প্রভাব দেশটির ওপরও পড়তে পারে।

এ ছাড়া ২০২৩ সালের 'রিস্ক অ্যানালাইসিস' গবেষণায় সুইজারল্যান্ডকে ওই পাঁচ দ্বীপরাষ্ট্রের তালিকায় রাখা হয়নি। তবে এর অর্থ এই নয় যে, দেশটি সব ধরনের বিপর্যয় মোকাবিলায় অক্ষম। বরং গবেষণাটিতে নির্দিষ্ট কিছু সক্ষমতা ও পরিস্থিতির ভিত্তিতে দেশগুলোকে তুলনা করা হয়েছে।

দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোও কি নিরাপদ থাকতে পারে?

দক্ষিণ আমেরিকার কিছু দেশও পারমাণবিক যুদ্ধের পর তুলনামূলকভাবে ভালো অবস্থানে থাকতে পারে বলে বিভিন্ন গবেষণায় ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বিশেষ করে উরুগুয়ে, আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলের কৃষি উৎপাদন সক্ষমতা উল্লেখযোগ্য। এসব দেশের বিস্তৃত কৃষিজমি, খাদ্য উৎপাদন এবং কিছু ক্ষেত্রে ভৌগোলিক অবস্থান বৈশ্বিক খাদ্যসংকটের সময় সুবিধা দিতে পারে।

তবে ২০২৩ সালের গবেষণায় এসব দেশকে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, আইসল্যান্ড, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ ও ভানুয়াতুর মতো একই পর্যায়ের সম্ভাব্য আশ্রয়স্থল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়নি।

এসব দেশের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা, সীমান্ত দিয়ে মানুষের প্রবেশ, খাদ্য বিতরণ এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার বিষয়গুলোও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

কোনো দেশই কি পুরোপুরি নিরাপদ?

গবেষণাগুলোর বিশ্লেষণ থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট—ভৌগোলিকভাবে দূরে থাকা, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা কিংবা সামরিক নিরপেক্ষতা কোনো দেশকে শতভাগ নিরাপত্তা দিতে পারে না।

পারমাণবিক যুদ্ধ হলে তার প্রভাব সীমান্ত মানবে না। বায়ুমণ্ডলে ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়লে জলবায়ু পরিবর্তিত হতে পারে, কমে যেতে পারে কৃষি উৎপাদন এবং ব্যাহত হতে পারে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য। এমনকি শক্তিশালী অর্থনীতি ও উন্নত অবকাঠামোর দেশও খাদ্য ও জ্বালানি সংকটে পড়তে পারে। তাই কোনো দেশের নিরাপত্তা বিচার করতে শুধু যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তার দূরত্ব বিবেচনা করলেই হবে না। দেখতে হবে, দেশটি কতটা নিজের খাদ্য উৎপাদন করতে পারে, জ্বালানি সরবরাহ ধরে রাখতে পারে এবং দীর্ঘদিন আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ছাড়া মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম।

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামূল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন



আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।



Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law



- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা, কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন ৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন
- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION
- স্টুডেন্ট ভিসা
- ইনভেষ্টমেন্ট ভিসা
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নূন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart
37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

www.jonmobhumi.com



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আমরা পড়াতে চাই শিক্ষক হিসেবে, মর্যাদা নিয়ে বাঁচতে চাই

সুধীর বরণ মাঝি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়,

আমরা পড়াতে চাই, শ্রেণিকক্ষে ফিরতে চাই, শিক্ষার্থীদের পাঠদান ও শিক্ষার মূলধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকতে চাই। আমরা অলস বসে থাকতে চাই না। আমাদের অর্জিত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে জাতি গঠনে অবদান রাখতে চাই। আমরা করুণা বা বিশেষ অনুগ্রহ চাই না; আমরা চাই আমাদের ন্যায্য অধিকার, যথাযথ পদমর্যাদা ও পেশাগত স্বীকৃতি।

আমরা কলেজের শরীরচর্চা শিক্ষক। অথচ কলেজ পর্যায়ে আমাদের পদবি এখনো 'অশিক্ষক' হিসেবে পরিচিত। শিক্ষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েও শিক্ষকসুলভ মর্যাদা ও শ্রেণি কার্যক্রমে যথাযথ অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে আমরা বঞ্চিত। চাকরিজীবনে পদোন্নতির সুযোগ নেই; যে পদে নিয়োগ, সেই পদেই অবসর নিতে হয়। একই ক্ষেত্রে স্কুল পর্যায়ে পদোন্নতির সুযোগ থাকলেও কলেজ পর্যায়ে এমন বৈষম্য আমাদের পেশাগত জীবনকে হতাশাগ্রস্ত করে তুলেছে।

আমাদের প্রশ্নঃশিক্ষক হিসেবে নিয়োগ, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণের পরও আমরা কেন অশিক্ষক পরিচয়ে থাকব? কেন আমাদের অর্জিত যোগ্যতা শিক্ষার্থীদের কল্যাণে কাজে লাগানোর সুযোগ দেওয়া হবে না? আমাদের দাবি, কলেজ পর্যায়ে শরীরচর্চা শিক্ষকদের পদবি ও পদমর্যাদা পরিবর্তন করে 'শরীরচর্চা প্রভাষক' করা হোক এবং নিয়মিত শ্রেণি কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা হোক।

শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু পরীক্ষায় ভালো ফল কিংবা সনদ অর্জন নয়; একজন শিক্ষার্থীকে জ্ঞান, শারীরিক সক্ষমতা, মানসিক সুস্থতা, শৃঙ্খলা, আত্মবিশ্বাস ও নেতৃত্বের গুণাবলিসম্পন্ন নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। শ্রেণিকক্ষ শিক্ষার্থীকে জ্ঞান দেয়, আর খেলার মাঠ তাকে শেখায় শৃঙ্খলা, সময়ানুবর্তিতা, দলগত সহযোগিতা, নেতৃত্ব, সহনশীলতা ও পরাজয় থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর শিক্ষা। তাই শারীরিক শিক্ষা ও খেলাধুলা শিক্ষার পরিপূরক নয় শুধু, এটি সামগ্রিক শিক্ষার অপরিহার্য অংশ।জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যচর্চা ও খেলাধুলার গুরুত্ব স্বীকার করা হয়েছে। সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদে উপযুক্তভাবে প্রশিক্ষিত নাগরিক গড়ে তোলার উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে।অন্যদিকে ১৮ অনুচ্ছেদে জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের দায়িত্ব রাষ্ট্রের ওপর অর্পিত হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউ) এবং ইউনেসকোও শিশু-কিশোরদের শারীরিক কার্যক্রম ও মানসম্মত শারীরিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। সুতরাং শিক্ষার্থীদের সুস্থ, কর্মক্ষম ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে কলেজ পর্যায়ে শারীরিক শিক্ষার কার্যকর বাস্তবায়ন জরুরি।বর্তমান সময়ে তরুণ সমাজের একটি অংশ মাদকাসক্তি, হতাশা, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও নানা নেতিবাচক প্রবণতার ঝুঁকিতে রয়েছে। নিয়মিত খেলাধুলা ও শারীরিক কার্যক্রম তরুণদের ইতিবাচক কাজে সম্পৃক্ত করতে পারে। খেলাধুলা তাদের শৃঙ্খলাবোধ, আত্মবিশ্বাস, দায়িত্বশীলতা ও দেশপ্রেমের চেতনা বিকাশে সহায়তা করে। পাশাপাশি সুস্থ ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার মাধ্যমে জাতীয় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতেও ভূমিকা রাখে।

একজন কলেজ শরীরচর্চা শিক্ষকের দায়িত্ব শুধু বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিক্ষার্থীদের শারীরিক শিক্ষা প্রদান, স্বাস্থ্য ও ফিটনেস সম্পর্কে সচেতন করা, নিয়মিত খেলাধুলায় উৎসাহিত করা এবং সুস্থ জীবনযাপনের অভ্যাস গড়ে তোলাও তাঁর পেশাগত দায়িত্ব। অথচ প্রশিক্ষিত শিক্ষক থাকা সত্ত্বেও তাঁদের যথাযথভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে না। এটি শুধু শিক্ষকদের পেশাগত মর্যাদার প্রশ্ন নয়; বরং শিক্ষার্থীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাক্ষেত্র থেকে বঞ্চিত রাখার বিষয়ও।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আমাদের দাবি ব্যক্তিগত স্বার্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে শিক্ষার মানোন্নয়ন, তরুণ প্রজন্মের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা, মাদকবিরোধী সামাজিক সচেতনতা, কর্মসংস্থান এবং ভবিষ্যৎ মানবসম্পদ উন্নয়নের বৃহত্তর স্বার্থ।

১. কলেজ পর্যায়ে শরীরচর্চা শিক্ষকদের 'অশিক্ষক' পদবি পরিবর্তন করে 'শরীরচর্চা প্রভাষক' পদবি ও যথাযথ শিক্ষক মর্যাদা প্রদান করা হোক।

২. কলেজের নিয়মিত শ্রেণি কার্যক্রমে শারীরিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করে আমাদের পাঠদানের সুযোগ নিশ্চিত করা হোক।

৩. চাকরিজীবনে পদোন্নতি ও পেশাগত উন্নয়নের ন্যায্য সুযোগ সৃষ্টি করা হোক।

৪. শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে কলেজ পর্যায়ে শারীরিক শিক্ষা ও খেলাধুলার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আমরা কোনো বিশেষ সুবিধা চাই না। আমরা চাই আমাদের যোগ্যতার স্বীকৃতি, কাজের অধিকার এবং শিক্ষক হিসেবে সম্মানজনক অবস্থান। আমরা শিক্ষার্থীদের পড়াতে চাই, তাদের নিয়ে কাজ করতে চাই, একটি সুস্থ, মেধাবী, শৃঙ্খলাবদ্ধ ও দেশপ্রেমিক প্রজন্ম গড়ে তুলতে চাই। আমাদের বসিয়ে রাখবেন না, আমাদের কাজে লাগান। আমরা বোঝা নই, আমরা রাষ্ট্রের প্রশিক্ষিত মানবসম্পদ। আমাদের শিক্ষক হিসেবে কাজ করার সুযোগ দিন। আমরা দায়িত্ব চাই, মর্যাদা চাই, কাজের অধিকার চাই। আমরা পড়াতে চাইঃশিক্ষক হিসেবে বাঁচতে চাই।

সুধীর বরণ মাঝি, শরীর চর্চা শিক্ষক
হাইমচর সরকারি মহাবিদ্যালয়, হাইমচর, চাঁদপুর।

নিবন্ধন ও স্বাধীনতার সন্ধিক্ষণে বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম

জহিরুল ইসলাম

সাংবাদিকতার পেশাগত জবাবদিহি নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রের ভূমিকার সীমা কোথায়?

সাম্প্রতিক সময়ে সাংবাদিক নিবন্ধনকে কেন্দ্র করে যে বিতর্ক সামনে এসেছে, তা নিছক একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রশ্ন নয়–এটি গণতান্ত্রিক অধিকার, পেশাগত দায়বদ্ধতা ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সীমা সম্পর্কিত একটি গভীর নীতিগত দ্বন্দ্ব। গত ৮ জুলাই জাতীয় সংসদে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন জানিয়েছেন, ১৯৭৪ সালের প্রেস কাউন্সিল আইন যুগোপযোগী করে প্রেস কাউন্সিলকে আরও শক্তিশালী, কার্যকর ও গণমাধ্যমবান্ধব প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের জন্য আইন সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এই সংশোধনীতে সাংবাদিকদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ এবং বার কাউন্সিলের আদলে সাংবাদিক নিবন্ধনের ব্যবস্থা করার প্রস্তাব রয়েছে। একইসঙ্গে মিথ্যা, হয়রানিমূলক ও নীতি-নৈতিকতাবিরোধী সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে আর্থিক জরিমানাসহ কার্যকর বিধান এবং প্রেস কাউন্সিলের স্বতঃপ্রণোদিত তদন্তের ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত করার কথাও বলা হয়েছে।

একদিকে সাংবাদিক পরিচয়ের অপব্যবহার পেশার মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করছে–এই বাস্তবতা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি রাষ্ট্রীয় নিবন্ধনব্যবস্থা যে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর চাপ সৃষ্টি করবে না, এমন নিশ্চয়তা কোথায়? এই দ্বন্দ্বের মাঝেই দাঁড়িয়ে আছে মূল প্রশ্নটি–সাংবাদিকতার পেশাগত মান নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র কি সাংবাদিককে নিবন্ধিত করবে, নাকি রাষ্ট্রের কর্তব্য এমন একটি স্বাধীন পরিবেশ তৈরি করা, যেখানে সাংবাদিকতা নিজস্ব পেশাগত ও নৈতিক কাঠামোর মাধ্যমেই জবাবদিহিমূলক থাকে?



সুতরাং বিতর্কটি আসলে নিবন্ধন থাকবে কি থাকবে না–এত সরল নয়। প্রকৃত প্রশ্ন হলো, সাংবাদিকের পেশাগত স্বীকৃতি কি রাষ্ট্রীয় অনুমোদনের সমার্থক হবে, নাকি তা স্বাধীন পেশাগত কাঠামোর মাধ্যমে নির্ধারিত হবে?

বাস্তব সংকট ও উদ্যোগ

বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম আজ নানা সংকটের মুখোমুখি। নামসর্বস্ব সংবাদমাধ্যম, অনিয়মিত প্রকাশনা, পরিচয় ও মালিকানা-অস্পষ্ট অনলাইন সংবাদমাধ্যম–এসব সমস্যা যেমন বাস্তব, তেমনি সাংবাদিক পরিচয় ব্যবহার করে চাঁদাবাজি, প্রভাব বিস্তার ও ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের ঘটনাও দুর্লভ নয়। সরকার ১৯৭৪ সালের প্রেস কাউন্সিল আইন যুগোপযোগী করার উদ্যোগ নিয়েছে এবং ৮ জুলাই সংসদে এ সংশোধনের প্রস্তাবের কথা জানানো হয়েছে। অন্যদিকে, অন্তর্বর্তী সরকার জাতীয় গণমাধ্যম কমিশন অধ্যাদেশের একটি খসড়া প্রকাশ করেছে।

এই উদ্যোগগুলোর পেছনে যে চালিকাশক্তি, তা হলো পেশার মান ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠার আন্তরিক প্রয়াস–এ কথা অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই। কিন্তু সমস্যা হলো, সংকটের সমাধান যেন সংকটের চেয়ে বড় না হয়। সাংবাদিক পরিচয়ের অপব্যবহার বন্ধের প্রয়োজন যেমন বাস্তব, তেমনি সেই প্রয়োজনকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ঝুঁকিও সমান বাস্তব।

নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ: এক নয়

এখানে একটি সূক্ষ্ম কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধারণাগত পার্থক্য পরিষ্কার করা প্রয়োজন–নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ এক জিনিস নয়। নিবন্ধন হতে পারে প্রশাসনিক রেকর্ড, পেশাগত স্বীকৃতি, অথবা সংবাদমাধ্যমের বৈধতা যাচাইয়ের একটি ব্যবস্থা। অন্যদিকে নিয়ন্ত্রণ বলতে বোঝায় এমন ক্ষমতা, যার মাধ্যমে নিবন্ধন বা স্বীকৃতি প্রত্যাহার, সংবাদ প্রকাশে বিধিনিষেধ-**বাকী অংশ ২৯ পাতায়**



অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২



সাহিত্য

সুফিয়া কামাল : বাংলা সাহিত্যে এক অবিনাশী আলোকশিখা

বিচিত্র কুমার

বাংলা সাহিত্যের আকাশে কিছু মানুষ নক্ষত্রের মতো জন্ম নেন, যাঁদের আলো শুধু তাঁদের সমকালকে আলোকিত করে না, পরবর্তী প্রজন্মের পথচলার দিকনির্দেশনাও দেয়। তাঁদের জীবন, চিন্তা, সাহিত্য ও কর্মের মধ্যে মিশে থাকে একটি জাতির ইতিহাস, সমাজের পরিবর্তন এবং মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। বেগম সুফিয়া কামাল তেমনই এক মহীয়সী ব্যক্তিত্ব। তিনি কেবল একজন কবি বা সাহিত্যিক ছিলেন না; তিনি ছিলেন মানবিক মূল্যবোধের ধারক, নারীজাগরণের অগ্রদূত, অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রবক্তা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী এক সাহসী কণ্ঠস্বর। বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান যেমন স্মরণীয়, তেমনি বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসেও তাঁর অবস্থান অত্যন্ত সম্মানজনক।

সুফিয়া কামাল এমন এক সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যখন সমাজের প্রচলিত নিয়মে নারীদের জীবন ছিল নানা বিধিনিষেধে আবদ্ধ। বিশেষ করে তৎকালীন মুসলিম সমাজে মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ ছিল অত্যন্ত সীমিত। অনেক পরিবারে মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠানোকে ভালো চোখে দেখা হতো না। নারীর পৃথিবী যেন ঘরের চার দেয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবেড় এমন ধারণাই ছিল সমাজের একটি বড় অংশের মানুষের। সেই প্রতিকূল পরিবেশে দাঁড়িয়ে যিনি নিজের মেধা, মনন ও সাহস দিয়ে বাংলা সাহিত্যে স্বতন্ত্র আসন তৈরি করেছিলেন, তিনি বেগম সুফিয়া কামাল।

১৯১১ সালের ২০ জুন বরিশালের শায়েস্তাবাদে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ আবদুল বারী এবং মাতার নাম সাবেরা বেগম। ছোটবেলা থেকেই তাঁর জীবন ছিল নানা অভিজ্ঞতা ও প্রতিকূলতায় ঘেরা। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ সীমিত থাকলেও তিনি জ্ঞান অর্জনের প্রতি গভীর আগ্রহী ছিলেন। পারিবারিক পরিবেশে বাংলা, উর্দু, আরবি, ফারসি ও ইংরেজি ভাষার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পান। তাঁর মা তাঁকে বাংলা ভাষা শেখার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছিলেন। এই শিক্ষার পরিবেশই তাঁর সাহিত্যিক মনন গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

এখানে আমাদের জন্য একটি বড় শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। জীবনে সফল হওয়ার জন্য শুধু প্রাতিষ্ঠানিক সনদই যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন জানার আগ্রহ, অধ্যবসায় এবং নিজের ভেতরের প্রতিভাকে বিকশিত করার চেষ্টা। বর্তমান সময়ে আমরা দেখি, অনেক শিক্ষার্থী ভালো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশোনার সুযোগ পেয়েও বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলে না। আবার অনেক প্রতিভাবান শিশু প্রয়োজনীয় সুযোগের অভাবে পিছিয়ে পড়ে। সুফিয়া কামালের জীবন আমাদের শেখায়, সুযোগ সীমিত হলেও জ্ঞান অর্জনের ইচ্ছা থাকলে মানুষ নিজের জন্য নতুন পথ তৈরি করতে পারে।

সাহিত্যের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছোটবেলা থেকেই তৈরি হয়েছিল। ১৯২৬ সালে সওগাত পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর কবিতা 'বাসন্তী'। এই প্রকাশনার মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যে তাঁর পরিচিতির সূচনা ঘটে। তখনকার সমাজে একজন মুসলিম নারীর সাহিত্যচর্চা ছিল সহজ বিষয় নয়। নারীদের লেখালেখিকে অনেক সময় অপ্রয়োজনীয় মনে করা হতো। কিন্তু তিনি এসব বাধাকে নিজের স্বপ্নের পথে দেয়াল হতে দেননি। ধীরে ধীরে তাঁর লেখায় প্রকাশ পেতে থাকে প্রকৃতির সৌন্দর্য, মানুষের অনুভূতি, প্রেম, বিরহ, মানবিকতা এবং সমাজজীবনের নানা অভিজ্ঞতা।

১৯৩৮ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সাঁঝের মায়া'। বইটি বাংলা কবিতার জগতে তাঁকে বিশেষ পরিচিতি এনে দেয়। এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর কবিতার প্রশংসা করেছিলেন। একজন নারী কবির সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশের জন্য এটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। পরবর্তী সময়ে 'মায়া কাজল', 'মন ও জীবন', 'শান্তি ও প্রার্থনা', 'উদাত্ত পৃথিবী', 'দিওয়ান', 'অভিযাত্রিক'সহ বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে তিনি নিজের সাহিত্যিক পরিচয়কে আরও সমৃদ্ধ করেন।

সুফিয়া কামালের কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল মানবিক অনুভূতির গভীরতা। তাঁর কবিতায় মানুষ, প্রকৃতি, দেশ, সমাজ ও জীবনের নানা রূপ একসঙ্গে জায়গা পেয়েছে। তিনি মানুষের আনন্দকে যেমন অনুভব করেছেন, তেমনি দুঃখ, বঞ্চনা ও অসহায়ত্বকেও উপলব্ধি করেছেন। তাঁর কবিতার ভাষায় ছিল কোমলতা, কিন্তু চিন্তায় ছিল দৃঢ়তা। তিনি শুধু সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়ে থেমে থাকেননি; মানুষের জীবনকে সুন্দর ও মর্যাদাপূর্ণ করার স্বপ্নও দেখেছেন।

সাহিত্য মানুষের মনের আয়না। একজন প্রকৃত সাহিত্যিক সমাজের এমন সব বাস্তবতা তুলে ধরেন, যেগুলো অনেক সময় সাধারণ মানুষের চোখ এড়িয়ে যায়। সুফিয়া কামালের সাহিত্যেও মানুষের জীবনসংগ্রাম, সামাজিক অসংগতি এবং মানবিক আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে। তাঁর রচনা পাঠ করলে বোঝা যায়, সাহিত্য কেবল বিনোদনের বিষয় নয়; সাহিত্য মানুষের চিন্তাকে জাগ্রত করতে পারে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সচেতন করতে পারে এবং সমাজ পরিবর্তনের অনুপ্রেরণা জোগাতে পারে।

তাঁর সাহিত্যিক পরিচয়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো গদ্যসাহিত্য। ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর গল্পগ্রন্থ 'কেয়ার কাঁটা'। গল্পের মধ্য দিয়ে তিনি মানুষের মনস্তত্ত্ব, পারিবারিক সম্পর্ক এবং সামাজিক বাস্তবতার নানা দিক তুলে ধরেছেন। এ ছাড়া তাঁর ভ্রমণকাহিনি 'সোভিয়েতে দিনগুলি', আত্মজীবনীমূলক রচনা 'এ কালে আমাদের কাল' এবং স্মৃতিকথাধর্মী 'একাত্তরের ডায়েরি' বাংলা সাহিত্যে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। তাঁর রচনাবলি প্রমাণ করে, তিনি কেবল কবিতার জগতেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না; সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় নিজের চিন্তা ও অভিজ্ঞতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

তবে সুফিয়া কামালের জীবনকে শুধু সাহিত্যিক পরিচয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে তাঁর প্রকৃত অবদান উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তিনি বুঝেছিলেন, সমাজের অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে পিছিয়ে রেখে কোনো জাতি প্রকৃত উন্নতি অর্জন করতে পারে না। যে সমাজে নারী শিক্ষার সুযোগ পায় না, নিজের মত প্রকাশ করতে পারে না, নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, সেই সমাজের উন্নয়ন কখনো পূর্ণতা পেতে পারে না। তাই তিনি সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি নারীর শিক্ষা, অধিকার ও সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করেছেন।

তাঁর নিজের জীবনই ছিল নারীজাগরণের একটি বাস্তব উদাহরণ। ছোটবেলায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ না পাওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজেকে শিক্ষিত ও সচেতন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। পরবর্তী সময়ে অন্য নারীদেরও জ্ঞানচর্চা ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, নারী শুধু পরিবারের দায়িত্ব পালনকারী একজন সদস্য নন; তিনি সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা, সাহিত্য ও রাষ্ট্রীয় অগ্রগতিরও গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। (চলবে)

হেমন্তের ঘ্রাণ

সোমা মুৎসুদ্দী

হেমন্তের ঘ্রাণে জেগে ওঠে চারপাশ
ফসলের মাঠে কৃষকের অনাবিল আনন্দ।
কবিতার আশেপাশে আজ হেমন্তের আনাগোনা
লিখিয়ে নিতে চায় প্রকৃতির মায়াকাব্য।
হাটে মাঠে আজ কথাদের কলকলানি
নদীর বুকে ঢেউয়ের তোলপাড় উৎসব।
সর্ষে ফুলের হলুদ হাসিতে আছে হেমন্তের গল্প
নবান্ন উৎসবে গাই হেমন্তের জয়গান।
গ্রাম বাংলার চিরচেনা সংস্কৃতি আর পিঠাপুলির
মাঝেই আছে আমাদের প্রাণের শেকড়।

ইষ্টি ভিজে ভিজে

সুফিয়ান আহমদ চৌধুরী

ঝুম ঝুম ঝুম ঝুম
বৃষ্টি রাঙা হাসে,
ঝম ঝম ঝম ঝম
বন ্যা জলে ভাসে।
টুপ টাপ টুপ টাপ
ভিজে পাতা নড়ে,
ছাতা নিয়ে চাষি কাজে
খুকু খেলাঘরে।
ঝুন ঝুন ঝুন ঝুন
খোকা টানে বাঁশি,
পুষি নাড়ে লেজ ওই
ঘরে হাসাহাসি।
কনে সাজে খুকুমণি
ছুটি দিনে খেলে,
পাখি ওড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে
সুখে ডানা মেলে।
রঙ চঙ রঙধনু
মন যেন সাজে,
দুখ ভুলে খেলাঘরে
হর্ষ গান বাজে।
সারাদিন সারাবেলা
মাতামাতি কী যে,
মেঘে মেঘে যায় ওই
ইষ্টি ভিজে ভিজে।

চিৎকার

মহসিন আলম মুহিন

জন্মের পরেই দিতে হয় বার বার চিৎকার,
এটা তোমার জীবনটা বাঁচানোর অধিকার।।

আজও আবার হলে, কোন কিছুর দরকার,
সহজে আসে না হাতে-করতে হয় চিৎকার।।

চুপচাপ থাকো, চুপ থেকে ভাবো আর দেখো,
ফাঁকি দেবে তোমায়-পাওনাটা দেবে নাকো কেহ।।

সহজ সরল পথে এই যুগে যাবে নাতো হাঁটা,
রাস্তায় রেখে দেবে কত জন, কত রকম কাঁটা।।

যত দেবে চিৎকার, যত দেবে হুঙ্কারটা জোরে,
অসুবিধা, বাধা ততো চলে যাবে দূরে-বহুদূরে।।

জনম-জনম নরমের সাত পিঠ চেটে চেটে খাবে,
অবশেষে, গরমের কাছে এসে ধরা পড়ে যাবে।।

শুধু এক বিসার্জন

রফিকুল ইসলাম

শূন্যের বুকে শূন্যতা বুনে যাই,
যা কিছু আঁকড়ে ধরি, তার শেষ নাই।
সময়ের বালুচরে আজ যা প্রাসাদসম,
কাল তা-ই স্রেফ এক ফুৎকার, হে প্রিয়তম।
আমরা তো কেবল ছায়ার পেছনে ছুটি,
মুঠোর ভেতরে মরীচিকা নিই লুটি।
জ্ঞানের অহংকার, তর্কের এই জাল,
সবই তো গ্রাস করে নেয় মহাকাল।
যে নদী সাগর খোঁজে এত ব্যাকুলতায়,
সে-ও তো হারিয়ে যায় নিজের মোহনায়।
সব পাওয়া, সব হারানো একাকার যেখানে,
তার কোনো শব্দ জাগে না কোনো গানে।
অস্তিত্বের এই যে জটিল গোলকধাঁধা,
এখানেই মানুষের চিরন্তন মন বাঁধা।
সব চেষ্টা, সব জেদ, সব আয়োজন,
নিঃশ্বাসের শেষে শুধুই এক বিসর্জন।



অধরা ফুল

মোঃ রহমত আলী

ওহে প্রিয়, তুমি তো বলেছিলে,
একদিন একটি ফুল দেবে আমায়।
কই, সে ফুল তো আজও দিলে না!
তবে তোমার না দেওয়া সে-ই
ফুলের সুবাসে আমি আজও মুখরিত!

হে প্রিয়, তুমি বলেছিলে তাই বলছি
ভুল করেও যদি অবচেতন মনে
কভু একটি শুকনো ফুলও দিতে!
তাও ধন্য হতাম তোমার ফুলের জন্য,
সৌরভে প্রফুল্ল হতো মোর পাগল মন।

ওহে প্রিয়, তুমি কী ভুলে গেলে?
এইতো সেদিন যা বলেছিলে।
তবে হ্যাঁ, মনে আছে সবই মোর মনে মনে!
এইতো সেদিনেরই যত মধুময় কথা,
তবু তুমি সে বেলা গিয়াছো হেলায় ভুলিয়া।

ওহে মোর, হে প্রিয় –
আজও ফুল একটিও দিলে না তো!

শূন্য থলি

লুৎফুর রহমান চৌধুরী

লাভের আশায় আসল গেলো
শূন্য থলি খানা,
পাপ-পুণ্যের হিসাব-নিকাশটা
আছে তো ভাই জানা।

লতাপাতার মতো প্যাঁচানো
পাপের চাদরখানি,
চোখের জলে বালিশ ভেজে
ঘরে নেই ছানি।

পাপ যতই গোপন রাখো
থাকবে না তা গোপন,
পাপের খাতা সাদা করতে
পুণ্যতা করো রোপন।

শীত এসে গেছে

শ্রাবন শর্মা

গ্রীষ্ম গেলো, বর্ষা গেলো,
শীতের পরশ প্রাণে লাগলো।
নতুন ঋতু, নতুন গান,
শীতের ছোঁয়ায় জুড়ায় প্রাণ।

কুয়াশা মাখা ভোরের আলো,

শিশির ভেজা ঘাসগুলো।
বারো মাসের ঋতুর মাঝে,
শীতের ভালোবাসা সবাইর হৃদয়ে বাজে।

হাঁদারামের কড়চা

মহসিন আলম মুহিন

হাঁদারাম হলো বড্ড বোকা বুদ্ধিহীন এক লোক,
উদোমাদা, জ্ঞানহীন, অহেতুক বলে শ্লোক।।

চলাফেরায় এতো যে ভুল, খায় শুধুই গালি,
দেখবে, পরনের কাপড়ে তাঁর শত শত তালি।।

এর সাথে একটু লাগে, ওর সাথে বাধে ঝগড়া,
হাঁদারাম নাদুস-নুদুস শরীরটা বড়ই তাগড়া।।

খেতে নিলে গাপুস-গুপুস খায় দুই তিন থাল,
মাছ, মাংস, পোলাও-কোর্মা যত আছে টক ঝাল।।

বিবাহের খাওয়া পেলে খুশীতে সে বাগবাগ,
কোথা থেকে ছুটে আসে দেখে সবে হতবাক।।

জিয়ারত, খৎনা, যত খাওয়া-দাওয়া, পিকনিক,
কোন কিছুতে বাদ নেই আছে সে ঠিকঠিক।।

হাবাগবা রাত জাগে, যেন সে এক দারোয়ান,
চোর তাড়ায় হাঁক-ডাকে সাজে বড় পালোয়ান।।

ধর্ম সভা, জনসভা সবখানে তার অধিকার,
মাউথপিস হাতে তুলে ডাকে শুধু বারবার।।

পাখিদের গল্পকথা!

শ্যামল বণিক অঞ্জন

একদিন এক জোড়া নীড়হারা পাখি
মেতেছিলো গল্প কথায় বসে কার্নিশে।
তারা দুজন উড়ে উড়ে হারাবে দূরে কোথাও,
তারপর গড়বে সংসার কোন সবুজ অরণ্যে।
লতায় পাতায় গড়া সংসার,তাদের ছোট্ট নীড়টা হবে-
কোন সুউচ্চ বৃক্ষের শাখায়।
মানুষ থেকে দূরে, কিন্তু আকাশের খুব কাছে!
কারণ,আজকাল পৃথিবীর মানুষগুলো হিংস্র নিষ্ঠুর এবং হিংসুটে স্বভাবের।
মানুষ অবাধে সবুজ নিধন করে নিজ স্বার্থে
ভেঙে দেয় পাখিদের বসতি নির্মমভাবে!
আবার কেউ কেউ পাখি শিকারের মতো -
বিকৃত উল্লাসে মেতে উঠে পৈশাচিকভাবে।
আর আকাশ!
আকাশ সে তো পাখিদের স্বাধীনতা দেয়
উড়ে চলার জন্য মুক্তভাবে,
দেয় আলো চাঁদ সূর্য্যের।
দেয় রোদের উষ্ণতা আর বৃষ্টির শীতলতা।

জীবে প্রেম

কোমল দাস

জীবে প্রেম করো, তাতেই মুক্তি চেনো কাকে বলে জীব,
মনে রেখো ভাই ভুলো না কখনও জীবের মাঝেই শিব।
মেরো না জীবকে বাঁচাও তাদের জীব দ্বারে দাও তালা,
জীব মারারাই বেঁচে থেকে মরে হয়ে যায় ঝালাপালা।

জীব মারা হলো অধরিক পাপ নিকৃষ্টতর লজ্জা,
তাই এসো ভাই জীব চিনে চিনে করি তাকে সাজসজ্জা।
প্রার্থনা হোক আসল জীবের কেটে যাক দুর্ভাব,
পৃথিবীতে যত জীবকূল আছে শান্তি করুক লাভ।

দৃষ্টি আকর্ষণ!
কবি এবং সাহিত্যিকদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে, যাঁদের লেখা সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে প্রকাশিত হয়, তাদের কবিতা সহ অন্যান্য লেখা জন্মভূমির অনলাইনে নিয়মিত আপলোড করা হচ্ছে ।
আপনার লেখা দেখতে ভিজিট করুন ঃ
www.jonmobhumi.com

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

ধর্ম

কীর্তনে কালীর বন্দনা

কালীর বন্দনায় শাক্ত কীর্তনের ঐতিহ্য বাংলার সংস্কৃতির অতি গভীরতাপূর্ণ। বাঙালি মানসে কালী হলেন কল্যাণময়ী মা। যাঁর সঙ্গে আদর আবদার চলে।

কালীর বন্দনায় শাক্ত কীর্তনের ঐতিহ্য বাংলার সংস্কৃতির অতি গভীরতাপূর্ণ। বাঙালি মানসে কালী হলেন কল্যাণময়ী মা। যাঁর সঙ্গে আদর আবদার চলে। মান-অভিমান, সুখ-দুঃখের সম্পর্কে জড়িয়ে ধরা যায়। তিনি তখন আর দেবী নন, আমার ঘরের আটপৌরে মা! তাঁর পরমেশ্বরী, জগজ্জননীর রূপটি ফিকে হয়ে যায়। ভারতে এমন কোনো দেবী নেই যাঁর আরাধনা শুধুমাত্র গানে গানে সম্ভব! তিনি মা কালী! তাঁকে নিয়ে নানারকমের সংগীত সৃষ্টি হয়েই চলেছে, আজও। পরেও হবে। শ্যামা সংগীত আলাদা একটি বিভাগ আছে গানের জগতে। আছে কীর্তনও। কীর্তন বলতে শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীচৈতন্যের লীলা সংকীর্তনকেই বুঝে থাকি, যা বৈষ্ণব ভাবধারার ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু শাক্ত পদাবলির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা কালীর বন্দনা বা কালী কীর্তনের এক সুদীর্ঘ ও সমৃদ্ধ ইতিহাসও রয়েছে। এই ধারাটি ভক্তের হৃদয়ের গভীর আকুতি, ব্যাকুলতা এবং মায়ের প্রতি সন্তানের অকৃত্রিম ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। কালীর বন্দনাকে কীর্তনের সুরে ও ছন্দে জনপ্রিয় করে তোলার পেছনে অষ্টাদশ শতাব্দীর সাধক কবিদের অবদান অনস্বীকার্য। সাধক রামপ্রসাদ সেন, কমলাকান্ত, রামকৃষ্ণ রায়, দাশরথি রায় থেকে পরবর্তীকালে রামদুলাল, গিরিশচন্দ্র, প্রেমিক মহারাজ প্রমুখের শাক্ত পদাবলি কীর্তনের রূপ ধারণ করে ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছিল। রামপ্রসাদ যখন গাইলেন, 'আমায় দে মা তবিলদারী, আমি নিমকহ-ারাম নই শঙ্করী', তখন এটি একটি গান বা কবিতা রইল না, ভক্তের ব্যাকুল আর্তি হয়ে কীর্তনের সুরে মানুষের হৃদয়ে গেঁথে গেল। কীর্তনের মূল বৈশিষ্ট্যই হল ঈশ্বরের নাম বা মহিমা কীর্তন করা। সমবেত কণ্ঠে অথবা একক কণ্ঠে সুর করে গাওয়া হয়। কালীর বন্দনায় যখন এই কীর্তন হল ভাবপ্রধান।



কালী কীর্তনের সুর ও তালের মধ্যে এক অদ্ভুত আর্তি লক্ষ করা যায়। বৈষ্ণব কীর্তনে যেমন রাধা-কৃষ্ণের প্রেম, বিরহ ও মিলনের মাধুর্য মুখ্য, শাক্ত কীর্তনে বা কালীর বন্দনায় তেমনই মুখ্য হল সন্তানের প্রতি মায়ের স্নেহ এবং মায়ের প্রতি সন্তানের মান-অভিমান। ভক্ত এখানে দেবীকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরী হিসেবে দেখার পাশাপাশি নিজের জন্মদাত্রী মা হিসেবে দেখেন। তাই ভক্ত মায়ের কাছে আবদার করে, রাগ করে, আবার শান্তির জন্য মায়ের চরণে আশ্রয় খোঁজে। কীর্তনে কালীর রূপের বর্ণনা যেমন একদিকে ভয়াল ও ভয়ংকর, অন্যদিকে তেমনই তা ভক্তের চোখে পরম সুন্দর ও কল্যাণময়ী। দেবীর গলায় মুণ্ডমালা, হাতে খড়্গ, পদতলে শিব–এই রূপের অন্তরালে যে গভীর দার্শনিক তত্ত্ব লুকিয়ে রয়েছে, তা কীর্তনের সহজ-সরল ভাষার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়।

কালীর এই বন্দনা গীতিগুলিতে মায়ের নাম সংকীর্তনের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। ভক্তের বিশ্বাস, কলিযুগে কালীর নাম জপ এবং তাঁর কীর্তন করাই মুক্তির সহজ পথ। 'কালী কালী' বলে চিৎকার করে ডাকলে মা আর স্থির থাকতে পারেন না, তিনি সন্তানের ডাকে সাড়া দিতে বাধ্য হন। এই বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করেই কীর্তনীয়ারা আসর জমিয়ে তোলেন। এই বন্দনায় দেবীর বিভিন্ন রূপ ও নামের স্তুতি করা হয়। তিনি কখনো দক্ষিণাকালী, কখনো শ্মশানকালী, কখনো মহাকালী আবার কখনো বা ভদ্রকালী। তবে রূপ যাই হোক না কেন, ভক্তের কাছে তিনি 'মা'। কীর্তনের পদগুলিতে দেখা যায়, ভক্ত মাকে বলছেন তিনি মা হয়ে সন্তানকে কেন এত কষ্ট দিচ্ছেন। এই যে ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মতা এবং তাঁর ওপর অধিকার খাটানো, এটাই হল শাক্ত কীর্তনের মূল শক্তি। রামপ্রসাদের পদে যেমন দেখি, মাকে বলছেন তিনি মায়ের নাম বিক্রি করে খাচ্ছেন! অর্থাৎ মায়ের নামই তাঁর জীবনের একমাত্র সম্বল। কীর্তনে কালীর বন্দনার সামাজিক গুরুত্বও অপরিসীম। অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার সমাজ জীবন বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনে বিপর্যস্ত হচ্ছিল, তখন এই শাক্ত কীর্তন সাধারণ মানুষকে মানসিক শক্তি ও সান্ত্বনা জুগিয়েছিল। জাত-পাত ও শ্রেণিভেদের ঊর্ধ্বে উঠে সবাই যখন সমবেত কণ্ঠে মায়ের নাম কীর্তন করত, সমাজে সাম্যের ভাব জাগ্রত ও একাগ্রত হত। মায়ের কাছে তো ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ সবাই সমান। তাই কালীর বন্দনা গানগুলি সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে এক সুতোয় বেঁধেছিল। এই গানগুলির ভাষা সরল এবং গ্রামীণ জীবনের উপমায় ভরপুর, যার ফলে সাধারণ মানুষ সহজেই এর ভাবার্থ উপলব্ধি করতে পারত।

কালীর বন্দনায় কীর্তনের আরেকটি দিক হল এর দার্শনিক গভীরতা। দেবীর কালো রূপকে ভক্তরা দেখেন অনাদি ও অনন্তের প্রতীক হিসেবে। যেমন সমস্ত রং কালো রঙের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়, তেমনই সৃষ্টির সমস্ত উপাদান মহাকালীর মধ্যেই লয় প্রাপ্ত হয়। কীর্তনের সুরে যখন গাওয়া হয় 'কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন', তখন সেটি আর বাহ্যিক রূপের বর্ণনা থাকে না, তা হয়ে ওঠে এক চরম সত্যের প্রকাশ। বাহ্যিকভাবে যা অন্ধকার, অভ্যন্তরীণভাবে তাই পরম প্রকাশ। এই তত্ত্বটি কঠিন শাস্ত্রীয় আলোচনার মাধ্যমে নয়, কীর্তনের সহজ সুরে হৃদয়ে ধারণ করা যায় সহজেই।

কালী কীর্তনের এই ঐতিহ্য চিরকালই ধর্ম সংস্কৃতির বুকে অম্লান রয়েছে। আধুনিক যুগের ব্যস্ততার মধ্যেও যখন কোনো কীর্তনের আসরে কালীর বন্দনা হয়, মানুষ ক্ষণিকের জন্য হলেও শান্তির খোঁজ পায়। এটি বাঙালির আত্মিক অন্বেষণ এবং ঐতিহ্যের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। মায়ের চরণে নিবেদিত সুর ও বাণী চিরকাল ভক্তি, প্রেম ও মুক্তির পথে অনুপ্রাণিত করে চলবে। এই বন্দনার মাধ্যমে মানুষ নিজের অহংকার ও কলুষতাকে বিসর্জন দিয়ে শুদ্ধ ও পবিত্র চেতনায় উন্নীত হতে পারে, যা কালীর আরাধনার আসল উদ্দেশ্য। আমরা সঙ্গোপনে গাইতে পারি এই পুণ্যক্ষণে–'কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন।'/ 'মন রে কৃষি কাজ জানো না'/ 'আমায় দে মা পাগল করে' / 'রূপ যদি তোর এতই ভালো মুণ্ডমালা কেন গলে'/ 'জান না রে মন পরম কারণ'/ 'মহাকালের কোলে এসে মা গো এমন করে ঘুমিয়েছিস' / 'বল রে জবা বল'/ 'কোন্ সাধনায় পেলি রে তুই মায়ের চরণ-তল।'/ 'শ্মশানে জাগিছে শ্যামা মা'/ 'কালী কালী বল রে রসনা, দিন তো গেল মিছে কাজে।'

ডাঃ ইফতেখার চৌধুরী নিয়মিত রোগী দেখছেন, যৌন সমস্যা, ডায়বেটিকস ও উচ্চ রক্তচাপ সহ জটিল , কঠিন রোগ সমূহের পরামর্শ নিতে আজই চলে আসুন





ইমামের সামাজিক মর্যাদা ও আচরণবিধি

শায়খ আতাউর রহমান নদভী

সমাজে মসজিদের ইমামদের বর্তমান অবস্থান এবং তাঁদের মানসিক সংকটের একটি বাস্তবচিত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস থেকে বাসায় ফেরার পথে একজন ইমাম সাহেবের সঙ্গে কথোপকথনে ফুটে উঠেছে। তিনি অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে আমাকে সালাম দিয়ে কুশলাদি বিনিময় করলেন এবং এক পর্যায়ে আক্ষেপ করে বললেন, 'আজকাল সমাজের মসজিদের ইমামরা মুকতাদিদের গোলামি ছাড়া আর কী করছে? তারা (মুকতাদিরা) যা চায়, ইমামরা তা-ই করছে; খতিবও তার আলোচনায় তাদের সন্তুষ্টির কথা মাথায় রেখে আলোচনা করছেন।

কোরআন-সুন্নাহ যা চায়, তা করছে না। কারণ সত্য কথা বললে চাকরি থাকবে না। তাই অনেক সময় ভাবি, সামান্য একটু রুটি-রোজীর জন্য কোরআন-সুন্নাহ বাদ দিয়ে মুসল্লিদের সন্তুষ্টি নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছি! আখিরাতে আল্লাহর কাছে কী জবাব দেব–এটি নিয়ে সব সময় ভাবনায় থাকি।'

একজন ইমামের মুখে এমন বাস্তব ও বেদনাদায়ক কথা শোনার পর বাসায় ফিরে অবসর সময়ে গভীরভাবে চিন্তা করে এই আত্মিক ও সামাজিক রোগ দূর করার জন্য যে সমাধানগুলো সামনে



আসে, তা নিচে বিন্যস্ত করা হলো–

১. আত্মমর্যাদা রক্ষা এবং মুকতাদিদের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখা

* ইমামের নিজস্ব মর্যাদা ও দূরত্ব : ইমামকে সব সময় মুসল্লিদের থেকে একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে নিজের দ্বিনি মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব ধরে রাখতে হবে।

অতিরিক্ত সস্তা বা সহজলভ্য হয়ে গেলে হকের দাওয়াত ও ইমামতির প্রভাব ক্ষুণ্ন হয়। মসল্লিদের সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়িয়ে গালগপ্প প্রথমেই ছাড়তে হবে। তাদের সঙ্গে চা-দোকানে আর পান দোকানে বসা পরিহার করতে হবে। নিজের প্রয়োজনে বাজারে গেলে দ্রুত ফিরে আসতে হবে।

কেউ কোনো প্রশ্ন করে কিছু জানতে চাইলে তাকে নামাজের পর মসজিদে দেখা করতে অথবা নিজের রুমে এসে জানতে বলতে হবে।

* অতিরিক্ত ফ্রি না হওয়া : মুকতাদিদের সঙ্গে অনাবশ্যক ফ্রিনেস বা বেতাকল্লুফ (লৌকিকতাহীন ঘনিষ্ঠতা) রাখা যাবে না। এই ধরনের খোলামেলা ঘনিষ্ঠতা শুদু নিজের স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গেই মানায়।

২. মুকতাদিদের বাড়িতে অতিরিক্ত খাওয়াদাওয়া পরিহার করা

* মুকতাদিদের বাড়িতে ঘন ঘন দাওয়াত বা খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকুন। একটা সময় ছিল যখন মানুষ অত্যন্ত ভালোবাসা ও ভক্তি-শ্রদ্ধা নিয়ে ইমামদের আপ্যায়ন করত।

কিন্তু বর্তমানের বস্তুবাদী মানসিকতা বা যে কারণেই হোক না কেন–পরিস্থিতি এখন বদলে গেছে। ইমামদের খাওয়াদাওয়ার ওপর অনেক সময় তাদের হকের বয়ান নির্ভর করে ফেলে। তাই চেষ্টা করুন, যেখানে উপযুক্ত দ্বিনি পরিবেশ নেই, সেখানে মুকতাদিদের ঘরে গিয়ে খাওয়াদাওয়া না করতে।

৩. বিভিন্ন মতাদর্শের মুকতাদিদের প্রতি আচরণ

* সমালোচনা বর্জন : নিজের বক্তৃতা ও বয়ানে প্রজ্ঞা এবং দূরদর্শিতার সঙ্গে সত্য তুলে ধরুন, কিন্তু অন্য কোনো ঘরানার মানুষকে উপহাস বা ঠাট্টা করবেন না। এতে মানুষের মধ্যে দূরত্ব ও ক্ষোভ তৈরি হবে। পরিশেষে আপনার ব্যাপারেও বিরূপ মন্তব্য শুরু হবে।

* মসজিদের উদার পরিবেশ : চেষ্টা করুন আপনার মাসজিদের পরিবেশ এমন রাখতে, যেন প্রতিটি মতাদর্শ ও ঘরানার মানুষ সেখানে দ্বিন শেখার জন্য স্বাচ্ছন্দ্যে আসতে পারে।

৪. বিদআত ও কুসংস্কার থেকে বেঁচে থাকা

* যাবতীয় বিদআত, অনৈসলামিক রীতিনীতি ও সামাজিক কুসংস্কার থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ দূরে রাখুন। * শুধু দাওয়াত খাওয়া এবং কিছু অর্থ কামানোর ধান্ধায় কোরআন-সুন্নাহর বাইরে বা সমাজের লোকদের কথায় নতুন কোনো ইবাদতের সিস্টেম চালু করবেন না।

* মানুষকে যা বলবেন তা আগে নিজে করে দেখাবেন।

* রাস্তায় দাঁড়িয়ে কোনো কিছু খাবেন না। * সমাজের ছোট-বড় সবাইকে সালাম দেবেন, এখানে তিক্ত একটি কথা না বলে পারছি না। এই যুগের মাদরাসাপড়ুয়া ছাত্ররা এবং আলেমদের বড় একটি সংখ্যা মনে করেন তাঁরা শুধু সালাম পাওয়ার জন্য দুনিয়াতে এসেছেন। (চলবে)

THE BEST HOPE REALTY INC.
THE BEST HOPE REALTY INC.
MLS
37-22 73rd St, Suite # 2G
Jackson Heights, NY 11372
Office : 718-685-2000
Cell : 347-236-2737
Fax : 718-899-0002
Email : msali718@gmail.com
Cell : 01927011099 (BD)
Mohammed Solaiman Ali
Lic, Real Estate Broker/Owner
Lic. General Contractor & Multiservice Provider
1 in Selling, Buying or Renting With Govt. Program

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

ঢাকা কড়চা



সংসদে ৩০০ বিধিতে দেওয়া বিবৃতিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

পালিয়ে যাওয়া নেতারা আর ফিরতে পারবেন না, প্রয়োজনে কঠোর ব্যবস্থা

ঢাকাঃ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, গণঅভ্যুত্থানে পালিয়ে যাওয়া আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা আর বাংলাদেশে ফিরতে পারবেন না। জার্মানি থেকে হিটলারের নাসি বাহিনীর সদস্যরা পালিয়ে গিয়েছিল, তারাও আর ফিরতে পারেনি। সরকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে পেটোয়া বাহিনীতে পরিণত করতে চায় না। তবে, প্রয়োজনে পরিস্থিতি অনুযায়ী কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। গতকাল বুধবার সংসদে কার্যপ্রণালি বিধির ৩০০ বিধিতে দেওয়া বিবৃতিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ কথা বলেন। আগের দিন সংসদে বিরোধীদলীয় নেতা শফিকুর রহমান ও বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ নাহিদ ইসলাম দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতি দাবি করেছিলেন। সেটির পরিপ্রেক্ষিতেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গতকাল এই বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযান পরিচালনার ক্ষমতা নিয়েও কথা বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেন, অপারেশনের সময়ে রাইট অব প্রাইভেট ডিফেন্সের আলোকে প্রয়োজনে তারা যে কোনো আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন স্থানে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের প্রাণ দিতে হয়েছে। সরকার মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। কক্সবাজারে অভিযানে এক সেনাসদস্য নিহত হওয়ার ঘটনা উল্লেখ করে তিনি বলেন, নিহত সেনাসদস্যের পরিবারের জন্য আইন অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। একই সঙ্গে দেশের শীর্ষ মাদক কারবারিদের তালিকা তৈরি করা হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, তাদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে।

‘মানবাধিকারের সীমারেখার মধ্যেই চক্রান্ত নস্যাত্ করা হবে’

সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে দেশ পরিচালনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সরকার। আমরা সেই নিরাপদ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কখনোই আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে পেটোয়া বাহিনীতে পরিণত করতে চাইনি, করবও না। তবে প্রয়োজনে আই রিপিট, প্রয়োজনে সরকার পরিস্থিতি অনুযায়ী আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তিনি বলেন, মানবাধিকারের প্রতি সরকারের শ্রদ্ধাশীলতার সুযোগ নিয়ে পতিত শক্তি অস্থিরতা ও নাশকতা সৃষ্টির চেষ্টা করছে। তবে, মানবাধিকারের সীমারেখার মধ্যেই এসব চক্রান্ত নস্যাত্ করা হবে।

‘সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী একটি দলের শ্রমিক সংগঠন গার্মেন্টস আন্দোলনের নেতৃত্বে’, হইচই

পোশাক খাতে অস্থিরতার সঙ্গে পতিত সরকারের পলাতক মন্ত্রী, সংসদ সদস্য ও নেতাদের সম্পৃক্ততার প্রমাণ সরকারের হাতে রয়েছে বলে দাবি করেন সালাহউদ্দিন আহমদ। দেশের তৈরি পোশাক খাতে অস্থিরতা সৃষ্টির জন্য সীমান্তের ওপার থেকে বিপুল অর্থ আসছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। এছাড়া পোশাক খাতে অস্থিরতায় সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী একটি দলের শ্রমিক সংগঠনও নেতৃত্ব দিয়েছে বলে অভিযোগ করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। যদিও সেই দলের নাম বলেননি তিনি। সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, বিশ্বে চলমান কয়েকটি যুদ্ধের কারণে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছে। জ্বালানি তেলসহ বিভিন্ন পণ্যের দাম বেড়েছে। এতে শ্রমজীবী মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় মেটাতে কষ্ট হচ্ছে। এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে পতিত ফ্যাসিস্ট শক্তি ও তাদের দেশীয় সহযোগীরা শ্রমিকদের বিক্ষোভে উসকানি দিচ্ছে। সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তৈরি পোশাকশিল্পে যে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে, আমরা শুরুতেই এর বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিয়েছি। সরকার একদিকে নাশকতা ঠেকাতে আইন অনুযায়ী কঠোর অবস্থান নিয়েছে। অন্যদিকে শ্রমিকদের কষ্ট কমাতে দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছে।

তিনি বলেন, শ্রমিক ও মালিকপক্ষসহ বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে একাধিক বৈঠক করে নির্ধারিত সময়ের আগেই মজুরি বোর্ড গঠন করা হয়েছে। সেই মজুরি বোর্ডের কয়েকটি মিটিংও হয়েছে, তারা সব পক্ষের মতামতের ভিত্তিতে একটি ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করবেন। খুব শিগিগরই। এই উদ্যোগ শ্রমিক ও মালিক উভয় পক্ষ মেনে নিয়েছে এবং শ্রমিকরা কাজে ফিরে গেছেন। এরপরও একটি মহল নতুন করে অস্থিরতা সৃষ্টির চেষ্টা করছে। অস্থিরতা সৃষ্টির লক্ষ্যে তাদের শ্রমিক সংগঠন এবং গোপন সংগঠনের নেতাদের সহায়তায় সীমান্তের ওপার থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করে উসকানি দিয়ে মজুরি বোর্ড গঠনে ও ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের অজুহাতে অস্থিরতা সৃষ্টির চেষ্টা চালাচ্ছে। এর সঙ্গে পতিত অবৈধ সরকারের পলাতক মন্ত্রী, এমপি ও নেতৃবৃন্দের সম্পৃক্ততার সুস্পষ্ট প্রমাণ আমাদের হাতে আছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, সাধারণ শ্রমিক ও শ্রমিক নেতৃবৃন্দ সুস্পষ্ট ভাষায় দাবি করেছে এই উসকানির সঙ্গে জড়িত গোষ্ঠী কেউ সাধারণ শ্রমিক নন। এরা শ্রমিকের নামে নাশকতামূলক পতিত ফ্যাসিবাদদের সুপ্ত শক্তি এবং তাদের দোসর কিছু গুপ্ত শক্তির সংশ্লিষ্টতার খবরও দিয়েছে।

তিনি বলেন, আমরা দেখেছি সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী একটি রাজনৈতিক দলের শ্রমিক সংগঠন ব্যানার নিয়ে বিভিন্ন স্থানে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছে। তাদের নেতারা যে কোনো মূল্যে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের নেতাকর্মীদের নির্দেশ দিচ্ছে। এরকম ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। আমি নাম ধরে বললে হয়তো অনেকে এখানে প্রীত হবেন না।

এ সময় সংসদে হইচই শুরু হয়। বিরোধী দলের কয়েক জন সদস্য দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানান। তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আমি সংসদীয় রীতিনীতি অনুসরণ করতে চাই। আপনাদের বক্তব্য থাকলে আমার বক্তব্যের পরে ফ্লোর নিয়ে দয়া করে বলবেন। এ সময় অধিবেশনে সভাপতিত্বকারী ডেপুটি স্পিকার কায়সার কামাল সদস্যদের শান্ত থাকার আহ্বান জানান। এরপর আবার বক্তব্য শুরু করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেন, সেজন্য আমি কারো নাম নেইনি এবং কোনো দলের উল্লেখও করিনি।

খুন, সীমান্তে হত্যা, চুরি, ডাকাতি ও দস্যুতা কমেছে

বিবৃতিতে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির তুলনামূলক পরিসংখ্যান তুলে ধরেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তার দাবি, ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে অক্টোবর পযন্ত দেশে ২ হাজার ৯৩৮ জন খুন হয়েছিলেন। ২০২৬ সালের একই সময়ে এ সংখ্যা ছিল ২ হাজার ৬৫১ জন। অর্থাত্ এক বছরের ব্যবধানে খুনের সংখ্যা ২৮৭টি কমেছে। একই সময়ে দাঙ্গা বা মবের ঘটনা ৫৫টি থেকে কমে ১৬টিতে নেমেছে। তিনি বলেন, এটা স্পষ্টতই উন্নতির লক্ষণ। সেটা আমাদের যে কোনো ডাটা অ্যানালাইসিসে যে কোনো সদস্য দেখতে পারেন, সত্যতা যাচাই করতে পারেন। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে বলে গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনের সমালোচনা করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আগের সময়ের সঙ্গে তুলনা না করে পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে বলা ঠিক নয়। নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনাও কমেছে ১২৫টি। চুরি, ডাকাতি ও দস্যুতার ঘটনাও উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে বলে দাবি করেন তিনি।

ভারত থেকে এসে বৈঠকের অভিযোগ, সাত জন গ্রেফতার

ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ করে বৈঠক করার অভিযোগে রঞ্জিত সরকার নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, গণমাধ্যমে খবর এসেছে, পলাতক ফ্যাসিস্ট গোষ্ঠীর সদস্য রঞ্জিত সরকার ভারত থেকে দেশে প্রবেশ করে একটি বৈঠক শেষে আবার ভারতে চলে গেছেন। কোন সীমান্তপথ দিয়ে তিনি দেশে প্রবেশ করেছিলেন, তা শনাক্ত করতে বিজিবির সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ চলছে। মন্ত্রী জানান, এ ঘটনায় মামলা হয়েছে। মামলায় ২০ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। অজ্ঞাত আসামি করা হয়েছে আরো ১০৭ জনকে। বৈঠকে অংশ নেওয়া সাত জনকে এরই মধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্য আসামিদের ধরতে সুনামগঞ্জ ও সিলেটে যৌথ অভিযান চলছে।

মবের অস্তিত্ব যেন না থাকে সেজন্য সরকার চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেবে

বিবৃতিতে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত দেশে ৫৫টি মবের ঘটনা ঘটলেও ২০২৬ সালের একই সময়ে তা কমে ১৬টিতে নেমেছে। এই ১৬টি ঘটনাও যাতে আর না ঘটে, সেজন্য সরকার চূড়ান্ত ব্যবস্থ নেবে। ধীরে ধীরে দেশে কোনো মব থাকতে পারবে না। মবের অস্তিত্ব যেন আর না থাকে, সরকার সে ব্যবস্থা নেবে।

অগ্নিসংযোগ আ.লীগের পুরোনো অপসংস্কৃতি

দেশে সাম্প্রতিক অগ্নিসংযোগের ঘটনা প্রসঙ্গে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, অগ্নিসংযোগ আওয়ামী লীগের পুরোনো রাজনৈতিক অপসংস্কৃতি। ২০০৪ সালের ৪ জুন শাহবাগে তত্কালীন হোটেল শেরাটনের সামনে বিআরটিসির একটি দোতলা বাসে গানপাউডার নিক্ষেপ করে তারা আগুন দিয়েছিল। ঐ ঘটনায় ঘটনাস্থলে ৯ জন এবং পরে হাসপাতালে আরো দুজনসহ মোট ১১ জন নিহত হন। এ ঘটনায় তত্কালীন আওয়ামী লীগ নেতা শেখ সেলিমের জবানবন্দি ইউটিউবে পাওয়া যায়।

ট্রাইব্যুনালের তদন্ত দল জেলায় জেলায় তদন্ত শুরু করবে

বিগত সরকারের আমলে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম, খুন, অপহরণ, গায়েবি মামলা এবং জুলাই আন্দোলনে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে মানবতাবিরোধী অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত দল জেলায় জেলায় তদন্ত শুরু করবে বলেও জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

গোয়েন্দা নজরদারি, গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পুলিশ মোতায়েন, টহল ও চেকপোস্ট জোরদার করা হয়েছে

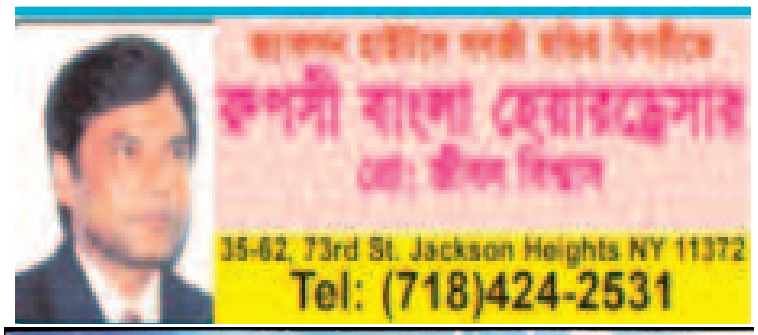
বিবৃতিতে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, এ সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর গোয়েন্দা নজরদারি, গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পুলিশ মোতায়েন, টহল ও চেকপোস্ট জোরদার করা হয়েছে। অপরাধ নিয়ন্ত্রণে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে জেলা ও মহানগর এলাকায় কমিউনিটি পুলিশিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। মাদক, সন্ত্রাস, উগ্রবাদ, কিশোর গ্যাং ও মব সহিংসতা নির্মূলেও সরকার কাজ করছে।

গাজী নজরুল-আমির হামজা ছাড়া জামায়াতের কী অর্জন আছে: রাশেদ খাঁন

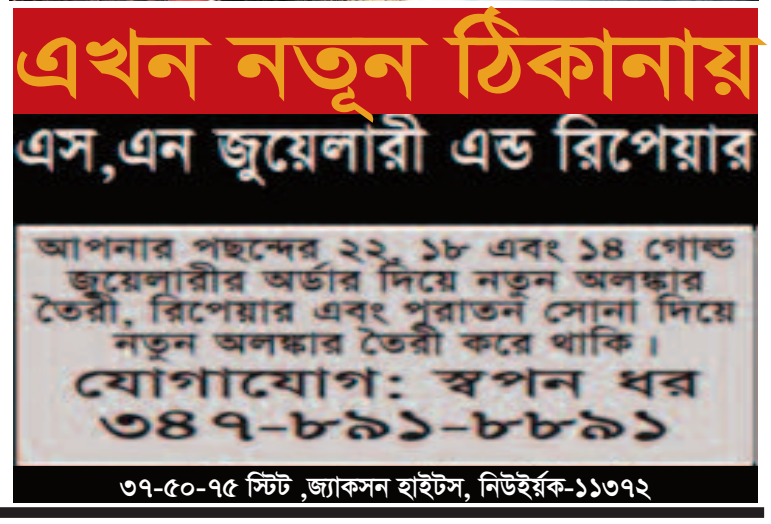
সোমবার (৯ নভেম্বর) নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে দেওয়া এক পোস্টে রাশেদ খাঁন এমন প্রশ্ন করেন। পোস্টে তিনি লেখেন, জামায়াতের সঙ্গে এনসিপির সংসার কন্টিনিউ করা কখনোই সম্ভবপর হবে না। আজ হোক আর কাল হোক এনসিপিকে এই সংসার ভাঙতেই হবে। এনসিপির রাজনৈতিক উত্থানের জন্যই এটি প্রয়োজন।

তিনি আরও লেখেন, যদি স্বল্পমেয়াদি ক্ষমতার মোহে এনসিপি মনে করে, সংসদীয় রাজনীতির জন্য কিছু আসন পাওয়াই তাদের লক্ষ্য, তবে সেটা ভিন্ন বিষয়। সেক্ষেত্রে মাঝেমধ্যে রাগ-ক্ষোভ ও অভিমানের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে কিংবা কখনো আপস-মীমাংসা করে জামায়াত-এনসিপির মধ্যে সতীনের সংসার টিকিয়ে রাখতে হবে।

রাশেদ খাঁন লেখেন, সামান্তা শারমিন, ডাক্তার তাসনিম জারা, তাসনুভা জাবিনসহ অনেক উদীয়মান নারী নেতৃত্ব এনসিপি ছেড়েছেন। নারীদের মধ্যে যারা জামায়াতি মতাদর্শের বাইরে স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করেন তারাও এনসিপিতে কোণঠাসা। এছাড়া, কেন্দ্রীয় যুগ্ম সদস্য সচিব ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক আরিফ সোহেলসহ ১০ জন গুরুত্বপূর্ণ নেতা জাতীয় নির্বাচনের আগে একযোগে এনসিপি থেকে পদত্যাগ করেছিল। জাতীয় নির্বাচনেরও পরেও অসংখ্য নেতা পদত্যাগ করেছে এবং ধারাবাহিকভাবে পদত্যাগের এই সংখ্যা বাড়ছে। প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সহকারীর ভাষ্য-এনসিপি স্বতন্ত্র চিন্তার অধিকারী নেতৃত্বশূন্য হতে না চাইলে, অবশ্যই জামায়াতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে এনসিপিকে দল গোছানোর দিকে মনোযোগ দিতে হবে।









অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

কলকাতা কড়চা



সনিয়ার আত্মজীবনী বিতর্কের রসদ জোগাল মেনকা প্রসঙ্গেও

‘চোখে চোখ রাখেন না’ মোদী! প্রণব-প্রস্তাবে ‘স্তম্ভিত হয়ে যাই’!

দিল্লি ডেস্ক ঃ গাঁধী পরিবারের অন্দরমহলের চোরাস্রোত, রাজনীতির টানাপড়েন, নানা ব্যক্তি সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন এমনকি, বাবরি মসজিদ ধ্বংস বা গুজরাত হিংসার মতো বিতর্কিত অধ্যায়ও ঠাঁই পেয়েছে সনিয়া গাঁধীর সদ্যপ্রকাশিত আত্মজীবনীতে।

তাঁর আত্মজীবনী প্রকাশের দিনক্ষণ ঘোষণা করে তিন মাস আগে সনিয়া গাঁধী বলেছিলেন, ‘‘আমার পরিবার নিয়ে অনেক কথা লেখা হয়েছে। খুব কম লেখাই পরিবারের মানবিক অনুভূতি, কাজকর্ম ও উদ্দেশ্য নিয়ে সত্যের কাছাকাছি পৌঁছোতে পেরেছে। আমার কথা পাঠককে সামাজিক ও রাজনৈতিক বদলের পরিপ্রেক্ষিত দেবে, যা আমি আমার এই সুন্দর দেশে গত ছ’দশক ধরে চাক্ষুষ করেছি।’’ মঙ্গলবার প্রকাশিত হল কংগ্রেস নেত্রীর সেই বহুচর্চিত স্মৃতিকথা, ‘বিলংগিং: এ জার্নি অফ লভ’।

ইটালির লুসিয়ানা থেকে নয়াদিল্লির ১০ জনপথ পর্যন্ত দীর্ঘ সফরের ‘ভারতীয় অধ্যায়’ উঠে এসেছে তাতে। স্বামী রাজীব গাঁধী, শাশুড়ি ইন্দিরা গাঁধীর স্মৃতির পাশাপাশি পরিবারের অন্দরমহলের চোরাস্রোত, রাজনীতির টানাপড়েন, নানা ব্যক্তি সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন, এমনকি, জরুরি অবস্থা, বাবরি মসজিদ ধ্বংস বা গুজরাত হিংসার মতো বিতর্কিত অধ্যায়ও ঠাঁই পেয়েছে কংগ্রেসের সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সনের আত্মকথনে। পাশাপাশি, আত্মজীবনীতে উঠে এসেছে তাঁর জীবনের কঠিন সময়গুলির কথাও। প্রথম সন্তানের মৃত্যু, সঞ্জয় গাঁধীর আকস্মিক বিমান দুর্ঘটনা, ১৯৮৪ সালে ইন্দিরা গাঁধীর নির্মম হত্যাকাণ্ড এবং ১৯৯১ সালে রাজীব গাঁধীর হত্যাকাণ্ড–পরিবারের একের পর এক ট্র্যাজেডি কী ভাবে তাঁর জীবনকে চিরতরে বদলে দিয়েছে, তার বিবরণও রয়েছে বইটিতে। ব্যক্তিগত গভীর শোক এবং তীব্র সঙ্কটের সেই দিনগুলিই তাঁকে একপ্রকার বাধ্য করেছিল খোলস ছেড়ে রাজনীতির আঙিনায় পা রাখতে।

আত্মজীবনীতে এসেছে তাঁর প্রথম সন্তানের মৃত্যুর কথাও। ১৯৬৯ সালের ১৮ জানুয়ারি নির্ধারিত সময়ের দু’মাস আগেই পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন সনিয়া। তবে সে আনন্দ স্থায়ী ছিল মাত্র একদিন। সনিয়া লিখেছেন, ‘‘শিশুটিকে ইনকিউবেটরে রাখার সময় তার প্রথম কান্না আমি শুনেছিলাম। পরে রাজীব আমাকে তাকে দেখাতে নিয়ে গেল– ছোট্ট ছেলে, মাথায় ঘন কালো চুল ও লম্বা সরু আঙুল। আমরা একসঙ্গে তার দিকে তাকিয়ে ছিলাম।’’ কিন্তু জন্মের পরেই চিকিৎসকেরা জানিয়েছিলেন শিশুটির বাঁচার সম্ভাবনা ক্ষীণ। পরের দিন সকালে সে মারা যায়। এর পরে মেহরাউলির পারিবারিক ফার্মহাউসে একটি বোগেনভিলিয়া ফুলের গাছের নীচে তাকে কবর দেওয়া হয়েছিল। সনিয়া লিখেছেন, ‘‘আমি আর রাজীব যখনই সেখানে যেতাম, তাকে ফুল দিয়ে আসতাম।’’ সে সময় কিছু সংবাদমাধ্যম তাঁর প্রথম সন্তানের মৃত্যু নিয়েও কুরুচিকর সংবাদ প্রকাশ করেছিল বলে আত্মজীবনীতে অভিযোগ করেছেন সনিয়া।

লোকসভা ভোটের প্রচারে তামিলনাড়ু গিয়ে ১৯৯১ সালের ২১ মে বিস্ফোরণে নিহত হয়েছিলেন রাজীব। সেই স্মৃতির কথা এসেছে সনিয়ার কলমে। জানিয়েছেন কন্যা প্রিয়ঙ্কার কাছ থেকে প্রথম ওই খবর পেয়েছিলেন তিনি– ‘‘দরজা খুলে ও (প্রিয়ঙ্কা) ধীরে ধীরে প্রবেশ করল ঘরে। যেন নিজেকে সুস্থির রাখতে চাইছে। আমার জোর করে শান্ত থাকার চেষ্টা করছে। কিন্তু ওর নিঃশ্বাস দ্রুত পড়ছিল। মুখ যেন বিবর্ণ। চোখে অন্ধকার। আমি আগে কখনও এমন দেখিনি। ও আমাকে বলল, একটা ফোন পাওয়ার কথা।’’

রাজীবকে বাধা, রাহুলকে ছাড়

১৯৮৪ সালে ইন্দিরা গাঁধীর হত্যাকাণ্ডের পর রাজীবের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সিদ্ধান্তে তিনি সরাসরি বিরোধিতা করেছিলেন বলে আত্মজীবনীতে জানিয়েছেন সনিয়া। কিন্তু রাজনীতিতে যোগ না দেওয়ার জন্য স্বামীকে ‘অনুনয়’ করলেও যখন তাঁর পুত্র রাহুলের রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার সময় এসেছিল, তখন তিনি তাতে বাধা দেননি বলে জানিয়েছেন সনিয়া। আত্মজীবনীতে লিখেছেন, ‘‘আমি রাজীবকে বার বার অনুরোধ করেছিলাম নিজেকে রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ো না। কিন্তু আমার ছেলের ক্ষেত্রে বাধা দিতে পারিনি। রাহুলের রাজনীতির প্রতি দীর্ঘদিনের আগ্রহ ছিল। অমেঠীর সঙ্গে তাঁর ও প্রিয়াঙ্কার গভীর আত্মিক সম্পর্ক ছিল।’’

রাজীব তাঁর জীবদ্দশায় স্কুলপড়ুয়া রাহুলকে বেশ কয়েক বার অমেঠীতে নিয়ে গিয়েছিলেন। কাছ থেকে দেখিয়েছিলেন গ্রামীণ জীবনের কঠিন বাস্তবতা। অমেঠীর প্রাক্তন সাংসদ সনিয়া জানিয়েছেন, কন্যা প্রিয়ঙ্কাও তাঁর নির্বাচনের সময় আমেঠীতে ধারাবাহিক ভাবে উপস্থিত ছিলেন, দলীয় কর্মী-সমর্থক এবং আ-মজনতার মন জয় করেছিলেন। কিন্তু প্রিয়ঙ্কার অগ্রাধিকার ছিল তাঁর সন্তানদের বড় করে তোলা এবং স্নাতকোত্তর স্তরের পড়াশোনায়। সনিয়ার কথায়, ‘‘রাহুল যখনই ভারতে ফিরত, আমার বা তার বোনের সঙ্গে আমেঠীতে যেত। এলাকায় তারা দু’জনেই পরিচিত ছিল। সেই সফরগুলির সময়ই রাহুলের মধ্যে সেখানকার মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার আগ্রহ তৈরি হয়েছিল।’’ কেমব্রিজে রাহুলের এমফিলের বিষয় ছিল ‘ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ’ এবং বিদেশে থাকাকালীনও তিনি ভারতের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের উপর নিবিড় ভাবে নজর রাখতেন।

মনমোহন ‘বনাম’ প্রণব প্রসঙ্গ

২০০৪ সালের লোকসভা ভোটে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ জোটের জয়ের পরে জল্পনা ছিল জঙ্গিপুর থেকে নির্বাচিত প্রণব মুখোপাধ্যায় প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন। কিন্তু ইন্দিরা মন্ত্রিসভার দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রণবের বদলে নরসিংহ রাওয়ের জমানার অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিংহকে বেছে নিয়েছিলেন সনিয়া। আত্মজীবনীতে তাঁর সেই সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা দিয়ে সনিয়া লিখেছেন, ‘‘অনেক প্রবীণ নেতা ছিলেন, যাঁরা এই পদের জন্য যোগ্য ছিলেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে এক জন নজর কেড়েছিলেন। তিনি মনমোহন সিংহ। তিনি এমন এক ব্যক্তিত্ব, যাঁর বিরুদ্ধে কেউ আঙুল তুলতে পারবেন না। শুধু তা-ই নয়, সরকার পরিচালনার বিষয়ে তাঁর সম্যক ধারণা ছিল।’’ সনিয়া জানিয়েছেন, ৯০-এর দশকের গোড়ায় মনমোহন অর্থমন্ত্রীর দায়িত্বও সামলেছিলেন। তার আগে ভারতীয় রিজ়ার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর এবং যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান হিসেবে যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

আত্মজীবনীতে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি কথা প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা প্রণব মুখোপাধ্যায়েরও স্মৃতিচারণা করেছেন সনিয়া। কী ভাবে তাঁর একটি মন্তব্য তাঁকে চমকে দিয়েছিল, সে কথাও উল্লেখ করেছেন কংগ্রেসনেত্রী। সনিয়া জানিয়েছেন, ২০১০ সালে এক দিন প্রণব তাঁকে প্রধানমন্ত্রী বদলের ‘পরামর্শ’ দিয়েছিলেন। আর প্রণবের সেই উচ্চাশা দেখে তিনি চমকে গিয়েছিলেন। সনিয়া লিখেছেন, “প্রণব মুখোপাধ্যায় বলেন, হয়তো সরকারের শীর্ষ স্তরে বদলের সময় এসেছে। তাঁর কথায় চমকে গিয়েছিলাম। আমার মনে হয়েছিল, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দীর্ঘ দিনের ইচ্ছা থেকেই তিনি এ কথা বলছেন।’’ সনিয়া এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, আলোচনা না বাড়িয়ে বিষয়টি তিনি কৌশলে বদলে দিয়েছিলেন। সনিয়ার মন্তব্য প্রসঙ্গে প্রণব-কন্যা শর্মিষ্ঠা মুখোপাধ্যায় মঙ্গলবার বলেন, ‘‘যে ব্যক্তির কয়েক দশকের রাজনৈতিক এবং সরকার পরিচালনার অভিজ্ঞতা রয়েছে, কঠোর পরিশ্রমী এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী, তাঁর উচ্চাশা করা কি অপরাধ?’’ তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন, ১৯৭৭



সালের লোকসভা ভোটে কংগ্রেসের পরাজয়ের পরে দলের অনেক নেতাই ইন্দিরাকে ছেড়ে চলে গেলেও রাজনৈতিক প্রতিহিংসার মুখোমুখি হয়েও প্রণব দলনেত্রীর পাশে ছিলেন।

মেনকা, সঞ্জয় ও জরুরি অবস্থা

সনিয়ার আত্মজীবনীতে বিস্তারিত ভাবে এসেছে জা মেনকা গাঁধীর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ও বিচ্ছেদের কাহিনি। ১৯৭৩ সালের শেষের দিকে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গাঁধীর কনিষ্ঠ পুত্র সঞ্জয়ের সঙ্গে মেনকার পরিচয় হয়েছিল। এর বছরখানেকের মধ্যেই তাঁদের বিয়ে হয়ে যায়। ১৮ বছর বয়সি হন গাঁধী পরিবারের ছোটবউ। স্মৃতিকথায় সনিয়া লিখেছেন, ‘‘খুবই প্রাণবন্ত ও উচ্ছল মেয়ে ছিল মেনকা। প্রাণশক্তিতে ভরপুর। বাড়িতে ছোটবউয়ের আগমন বেশ আনন্দদায়ক ছিল। মাঝে মাঝে ঘর থেকে ওর হাসির শব্দ শুনতে পেতাম, আর সেই হাসির কারণ জানতে ঘরে ঢুকতাম, তার পর ওর বন্ধুদের বা সদ্য পড়া কোনও বই নিয়ে গল্প শোনার জন্য বসে পড়তাম।’’

সনিয়া জানিয়েছেন, তাঁর কন্যা প্রিয়ঙ্কাকে প্রায়শই তাঁর কাকিমা মেনকার ঘরে গল্পের মন্ত্রমুগ্ধ শ্রোতা হয়ে বসে থাকতে দেখা যেত। কিন্তু সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে পরিবেশ বদলাতে শুরু করে। ১ নম্বর সফদরজং রোডের অন্দরে নানা ধরনের অশান্তি মাথাচাড়া দিতে শুরু করে। সনিয়া জানিয়েছেন, এর শুরু হয়েছিল বাড়ির দুই পুত্রবধূকে কী ভাবে সম্বোধন করা হবে, তা দিয়ে। বড়বউ সনিয়াকে বাড়ির কর্মচারীরা ‘বউরানি’ বলে সম্বোধন করতেন। মেনকাকে ‘ছোটবউ’ বলে। সনিয়ার মতে, মেনকার এমন সম্বোধন অপছন্দের ছিল। তিনি লিখেছেন, ‘‘ও যখন রূঢ় ভাবে কথা বলত, শান্তি বজায় রাখার জন্য আমি সাধারণত চুপ করে থাকতাম। কিন্তু যখন মনে হত বিষয়টা সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, তখন আমি আর নিজেকে সংযত রাখতে পারতাম না এবং রূঢ় ভাবেই জবাব দিতাম।’’সনিয়ার দাবি, ধৈর্যচ্যুতি হলে মেনকা অনেক সময় ইন্দিরার সামনেও এমন সব কটু কথা বলতেন, যা শুনে তিনি বিব্রত হতেন! এমনকি, স্বামী সঞ্জয়ের সঙ্গে মেনকার দাম্পত্য কলহও নাকি সব সময় চার দেওয়ালের ঘেরাটোপে সীমাবদ্ধ থাকত না! তবে শাশুড়ি হিসেবে ইন্দিরা বরাবর দুই পুত্রবধূকে সমমর্যাদা দিয়েছেন বলেই লিখেছেন সনিয়া।

১৯৬৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি রাজীবের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল সনিয়ার। তার সাড়ে ৭ বছর পরে ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন ভারতীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে নজিরবিহীন আঘাত এসেছিল জরুরি অবস্থা জারিতে। সে সময় দেশ জুড়ে যে প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা চলছিল, সেই পরিস্থিতির বাধ্যবাধকতা জরুরি অবস্থা জারির অনুঘটক হয়েছিল বলে মনে করেন সনিয়া। তবে সেই সঙ্গে দাবি করেছেন, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরার ওই সিদ্ধান্তের পিছনে তাঁর কনিষ্ঠপুত্র সঞ্জয়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ছিল। সনিয়ার মতে, সঞ্জয় স্বভাবগত ভাবে একজন অধৈর্য মানুষ ছিলেন। কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্তগুলিতে সাংবিধানিক জ্ঞানের অভাব ছিল স্পষ্ট। সঞ্জয়ের অনুচর যুব কংগ্রেসের নেতানেত্রীদের আগ্রাসী ও বেপরোয়া আচরণেরও সমালোচনা এসেছে সনিয়ার কলমে।

চোখে চোখ রাখেন না মোদী

অতীতে গোধরা-পরবর্তী গুজরাত হিংসা প্রসঙ্গে নরেন্দ্র মোদীকে ‘মওত কা সওদাগর’ (মৃত্যুর কারবারি) বলে বিতর্ক খুঁচিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। আর তাঁর উদ্দেশে মোদীর বিশেষণ ছিল, ‘কংগ্রেসের বিধবা’! সনিয়া তাঁর আত্মজীবনীতে মোদীর সঙ্গে শীতল সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে লিখছেন, ‘‘সংক্ষিপ্ত বাক্যালাপ ছাড়া, আমাদের মধ্যে কখনও প্রকৃত অর্থে কোনও কথোপকথন হয়নি। আমাদের দেখা হয় সরকারি অনুষ্ঠানে। যেমন স্পিকারের ঘরে।’’ সনিয়া আরও জানান, তাঁদের একে অপরের সঙ্গে দেখা হলে ‘নমস্তে’ জানান। তাঁর কথায়, ‘‘আগে পরিস্থিতি এমন ছিল না। অতীতে বিভিন্ন দলের নেতারা একে অন্যের সঙ্গে আন্তরিক আচরণ করতেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মোদী সাধারণত অন্য দিকে তাকিয়ে থাকেন। চোখে চোখ রাখা এড়িয়ে যান।’’



নিউইয়র্কে স্বনাম ধন্য বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞ

Utpal Chowdhury, MD

Board Certified Internal Medicine

Attending Physician(Emergency)-New York Community Hospital, Brooklyn, Jamaica Hospital Medical Center, Queens.

Treatment Services

complete physical
High blood pressure
School/Job Physical
High Cholesterol
TLC
Asthma
Vaccination
Skin Problems
Diabetes
EKG

আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।



ডাঃ উৎপল চৌধুরী

True Medical Care P.C

40-37 76th Street, 1st Floor Elmhurst,NY 11373
167-02 Highland Ave,1st Floor Jamaica NY 11432
Tel: 917-503-5002, Fax: 917-503-5004

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

www.jonmobhumi.com



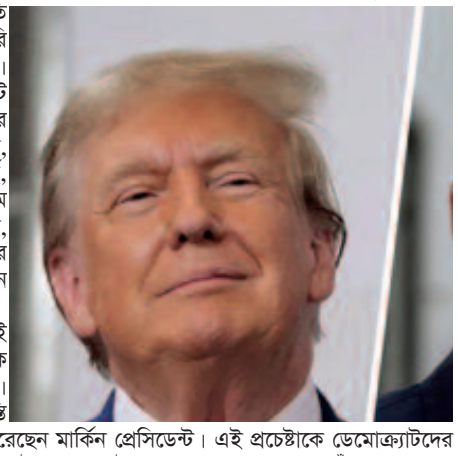
ট্রাম্প-ঘনিষ্ঠ হেগসেথ ইমপিচমেন্ট এড়ালেন!

কারণ, তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে ভোটাভুটিতে গরহাজির ছিলেন ১১ জন ডেমোক্র্যাট সদস্য।

হাউস অফ রিপ্রেজ্‌ন্টেটিভসে ২১১-২০৪ ভোটের ব্যবধানে প্রতিরক্ষাসচিব (যুদ্ধসচিব) পিট হেগসেথের বিরুদ্ধে আনা ইমপিচমেন্ট প্রস্তাবটি আপাতত আটকে গিয়েছে। সরাসরি ভোটাভুটির বদলে প্রস্তাবটিকে বিচারবিভাগীয় (জুডিশিয়ারি) কমিটিতে পাঠিয়ে দেওয়ার পক্ষে ভোট দেন সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যেরা। ফলে বর্তমান কংগ্রেসে এই প্রক্রিয়া কার্যত ভেস্তে গেল। রিপাবলিকান পার্টির বিদায়ী কংগ্রেস সদস্য থমাস ম্যাসি নিজেই হেগসেথের বিরুদ্ধে এই ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব এনেছিলেন এবং দলের অবস্থানের বিপক্ষে গিয়ে তিনি ভোট দেন। তবে বাকি রিপাবলিকান সদস্যরা একজোট হয়ে হেগসেথের পক্ষে ভোট দিয়েছেন।

১১ জন ডেমোক্র্যাট সদস্য অনুপস্থিত থাকায় প্রস্তাবটি জুডিশিয়ারি কমিটির বদলে সরাসরি মূল ভোটাভুটিতে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কারণ, বুধবার মাত্র ৭ ভোটের ব্যবধানে ইমপিচমেন্ট এড়িয়েছেন হেগসেথ। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই বিতর্ক দানা বেঁধেছে ডেমোক্র্যাট শিবিরের অন্দরে। প্রসঙ্গত, মধ্যবর্তী নির্বাচনে সদ্যনির্বাচিত হাউস সদস্যরা এই ভোটাভুটিতে অংশ নেননি। মার্কিন সংবিধান অনুযায়ী, তাঁরা আগামী ২০২৭ সালের ৩ জানুয়ারি ১২০তম হাউস অফ রিপ্রেজ্‌ন্টেটিভসে শপথ নেওয়ার পর আনুষ্ঠানিক ভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। বিদায়ী হাউস অফ রিপ্রেজ্‌ন্টেটিভসে (১১৯তম) রিপাবলিকানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। ৪৩৫ সদস্যের হাউসে তাদের রয়েছে ২১৮ জন। ডেমোক্র্যাটদের ২১৪। বাকি আসন খালি। গত ৩ নভেম্বরের নির্বাচনে ইতিমধ্যেই ডেমোক্র্যাটরা ২৫২টিতে জিতেছে। রিপাবলিকানদের ঝুলিতে ১৬১। ২২টি আসনে পুনর্গণনা চলছে।

হেগসেথের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্টের প্রস্তাব নিয়ে ভোটের পরেই ক্যালিফোর্নিয়ার ডেমোক্র্যাট কংগ্রেস সদস্য সিডনি কামলাগার-ডোভ অনুপস্থিত সহকর্মীদের নিশানা করেন। তিনি বলেন, ‘‘ভোটাভুটির বিষয়টি আগে থেকেই জানা ছিল। তাই আমাদের সদস্যদের উপস্থিতির অভাবে এমন গুরুত্বপূর্ণ ভোটে হেরে যাওয়ার কোনও যুক্তি নেই।’’ হাউস অফ রিপ্রেজ্‌ন্টেটিভসে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেতা হাকিম জেফ্রিস (যিনি আগামী জানুয়ারিতে হাউসের স্পিকার হতে যাচ্ছেন) দলীয় সদস্যদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে যথেষ্ট তৎপরতা দেখাননি বলে অভিযোগ উঠেছে ইতিমধ্যেই। রাজনৈতিক বিশ্লেষক ক্রিস্টাল বল বুধবার বলেন, ‘‘এই ঘটনা জেফ্রিসের বড় ব্যর্থতা।’’ ভোটাভুটির সময় ডেমোক্র্যাট হাউস মেম্বারদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে কেন জেফ্রিস হুইপ জারি করেননি, সে প্রশ্নও তুলেছেন তিনি। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে অনুপস্থিত ডেমোক্র্যাট সদস্যদের তালিকায় প্রাক্তন স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি এবং জুলিয়া ব্রাউনলি, লু কোরেয়া, স্টিভেন হর্সফোর্ড, ফ্রেডেরিকা উইলসনের মতো প্রথম সারির নেতারা রয়েছেন। অন্য দিকে, বুধবার ভোটাভুটি পর্বে গরহাজির ছিলেন রিপাবলিকান পার্টির ৭ জন হাউস সদস্যও।



পেন্টাগনের প্রধান হেগসেথ আগেই তাঁর বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্টের প্রচেষ্টাকে ‘প্রহসন’ বলে উল্লেখ করেছিলেন। ভোটাভুটির পর হেগসেথের স্বস্তি পাওয়ায় ডেমোক্র্যাটদের আক্রমণ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। এই প্রচেষ্টাকে ডেমোক্র্যাটদের ‘শোচনীয় ব্যর্থতা’ বলে উল্লেখ করেন ট্রাম্প। একই সঙ্গে হেগসেথের পাশে দাঁড়ানোর জন্য রিপাবলিকান সদস্যদের প্রশংসাও করেন তিনি। হেগসেথকে ‘দেশপ্রেমিক’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন ট্রাম্প। ভেনেজুয়েলা এবং ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে ‘জয়ের’ কৃতিত্ব হেগসেথকে দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। পাশাপাশি, আমেরিকাকে ‘অস্ত্র’ হিসেবে ব্যবহার করার অভিযোগ তুলেছেন ডেমোক্র্যাটদের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার রিপাবলিকানেরা ইমপিচমেন্টের আটটি ধারাই হাউসের বিচারবিভাগ কমিটিতে পাঠানোর জন্য পদ্ধতিগত প্রস্তাবে সায় দিয়েছেন। প্রসঙ্গত, আমেরিকার মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকানদের পরাজয়ের নেপথ্যে ইরান যুদ্ধের যে ভূমিকা ছিল, তা মেনে নিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স। যদিও দুই নেতার সুর ছিল ভিন্ন। ট্রাম্প যেখানে নিজের যুদ্ধনীতির যৌক্তিকতা বোঝাতে ব্যস্ত, সেখানে এই নীতি নিয়েই প্রশ্ন তুলেছিলেন ভান্স। প্রকাশ্যে ভান্স প্রশ্ন তোলেন, ইরানের যুদ্ধ আদৌ সার্থক ছিল কি না! রিপাবলিকান নেতৃত্বের একাংশ ট্রাম্প-ঘনিষ্ঠ প্রতিরক্ষাসচিব হেগসেথের বিরুদ্ধে ইরান যুদ্ধ সম্পর্কিত ভুল তথ্য দিয়ে সরকার ও দলকে বিপথে পরিচালিত করার অভিযোগ তুলেছিলেন। তাঁদের অভিযোগ ছিল, সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছাড়াই ট্রাম্পকে ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে রাজি করানোর নেপথ্যে হেগসেথ প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন।

ডিসেম্বরকেন্দ্রিক আওয়ামী লীগের নাশকতা ও পরিকল্পনার ব্লুপ্রিন্ট ফাঁস

পক্ষে আনতে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

ক্ষমতাচ্যুত দলটির শীর্ষস্থানীয় কিছু নেতার সরাসরি নির্দেশ এবং কতিপয় প্রভাবশালী ব্যবসায়ী গ্রুপের গোপন আর্থিক সহায়তায় দেশজুড়ে নাশকতার একটি শক্ত নেটওয়ার্ক পরিচালিত হচ্ছে। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ককটেল বিস্ফোরণ কিংবা বাসে আগুন দেওয়ার মতো ঘটনাগুলো কোনো বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়, বরং এটি তাদের একটি সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক অপকৌশল।

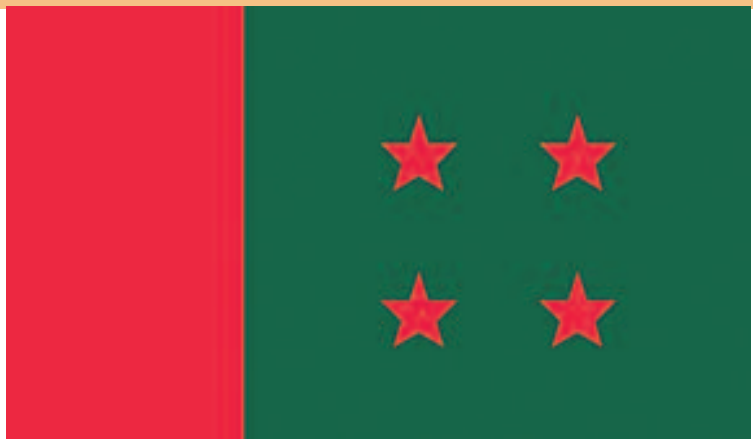
সাম্প্রতিক সময়ে রাজধানীর ফার্মগেট, টিএসসি, চানখাঁরপুল, মালিবাগ, রামপুরাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে অতর্কিতে ককটেল বিস্ফোরণ এবং যানবাহনে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। গোয়েন্দা তথ্য অনুযায়ী, কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষিত রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা শ্রমিক কিংবা সাধারণ মানুষের ছদ্মবেশে রাজধানীতে ‘হিট অ্যান্ড রান’ (ঘটনা ঘটিয়ে দ্রুত পালিয়ে যাওয়া) কৌশলে নাশকতা চালাচ্ছে।

এদিকে নাশকতা দমনে রাজধানীর বেশকিছু এলাকায় ড্রোন নজরদারি এবং বিশেষ চেকপোস্টের মাধ্যমে কঠোর নিরাপত্তাবলয় গড়ে তোলা হয়েছে। ককটেল নিক্ষেপ ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় সম্প্রতি বেশকিছু সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতার ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদে কার্যক্রম নিষিদ্ধ দলটির গোপন ব্লুপ্রিন্ট বা নাশকতার নকশা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে এসেছে।

রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা অবস্থা কাটিয়ে উঠতে এবং সহানুভূতি অর্জনের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ দেশজুড়ে চোরাগুপ্তা হামলা ও নাশকতার পরিকল্পনা করেছে। এ কার্যক্রমে সক্রিয় রয়েছে দলটির বিশেষ কিছু ‘গেরিলা সদস্য’, যাদের মাঠপর্যায়ে বিশৃঙ্খলা তৈরির সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাদের একটি বড় অংশের তালিকা এখন পুলিশের সাইবার ইউনিট ও গোয়েন্দাদের টেবিলে। শুধু তাই নয়, গ্রেফতার ব্যক্তিদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে নিষিদ্ধ সংগঠনের গোপন নেটওয়ার্কের অন্য সুপ্ত সেলগুলোর সন্ধান চালাচ্ছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নাশকতার বিষয়ে পুলিশের কাছে সুনির্দিষ্ট আগাম গোয়েন্দা তথ্য বা ইনপুট থাকলেও মাঠপর্যায়ে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়ায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমন্বয়হীনতা ও ঘাটতি রয়েছে। বিশেষ করে পুলিশের একটি অংশের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে- তাদের কেউ কেউ দিনে একরকম ভূমিকা রাখলেও রাতে বা পর্দার আড়ালে নিষিদ্ধ সংগঠনের নেতাকর্মীদের বিভিন্নভাবে সহায়তা করছেন। তাদের নাম দেওয়া হয়েছে ‘দিনে বিএনপি, রাতে আওয়ামী লীগ।’ পুলিশের যেসব সদস্যের বিরুদ্ধে এ ধরনের দ্বিচারিতা কিংবা ভেতরে-ভেতরে সুবিধা দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে, তাদের একটি পৃথক তালিকা তৈরি করে নজরদারিতে রাখা হয়েছে। যাদের বিরুদ্ধে কঠোর বিভাগীয় ও আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

গোয়েন্দা সূত্রে জানা যায়, কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষিত রাজনৈতিক দল ও এর অঙ্গসংগঠনের মাঠপর্যায়ের ক্যাডারদের নিয়ে বেশ কয়েকটি গোপন ‘গেরিলা সেল’ বা টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। কথিত এই সেল বা টাস্কফোর্সের



সদস্যরা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নজর এড়াতে সাধারণ শ্রমিক, হকার বা পথচারীর ছদ্মবেশ ধারণ করে নির্দিষ্ট পয়েন্টে অবস্থান নেয়। মাত্র ২ থেকে ৩ জনের ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে তারা হঠাৎ করেই ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায় বা যানবাহনে আগুন ধরিয়ে মুহূর্তের মধ্যে অলিগলি দিয়ে পালিয়ে যায়। কেউ কেউ মোটরসাইকেলে ভুয়া নম্বর প্লেটও ব্যবহার করছে।

আরও জানা যায়, নাশকতার গোপন নেটওয়ার্কের চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করছে দেশে এবং বিদেশে থাকা কতিপয় ব্যবসায়ী গ্রুপের অর্থ। দেশ ও দেশের বাইরে থাকা ক্ষমতাচ্যুত দলের শীর্ষস্থানীয় কিছু নেতার সরাসরি নির্দেশ ও আর্থিক সহায়তায় এই নাশকতাগুলো পরিচালিত হচ্ছে। কোন কোন মাধ্যমে এবং কার কার অ্যাকাউন্টে বা হুন্ডির মাধ্যমে টাকা আসছে, তার সুনির্দিষ্ট ব্যাংক-ট্রানজাকশন ও ফিন্যান্সিয়াল ট্রেইলও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে এসেছে।

সূত্রমতে, নাশকতাকারীরা বিভিন্ন এনক্রিপ্টেড ও সিকিউরড চ্যাট অ্যাপ ব্যবহার করে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করছে এবং হামলার স্থান ও সময় নির্ধারণ করছে। তবে গোয়েন্দা সংস্থার সাইবার উইংয়ের বিশেষ প্রযুক্তির সহায়তায় এসব সিক্রেট গ্রুপের অনেক সদস্যের ভার্চুয়াল আইডি ট্র্যাক করা সম্ভব হয়েছে। অনেকের আদান-প্রদান করা গুরুত্বপূর্ণ মেসেজ উদ্ধার করা হয়েছে। কেউ কেউ বিদেশি নম্বর ব্যবহার করছেন।

পুলিশের উচ্চপর্যায়ের সূত্র জানায়, ডিসেম্বরকেন্দ্রিক আওয়ামী পরিকল্পনার প্রাথমিক পর্ব এখন মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ পর্বে মূল লক্ষ্য-জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত রাখা। চলতি মাসের প্রথমার্ধ পর্যন্ত মহানগরীসহ দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে অতর্কিত ককটেল নিক্ষেপ এবং রাস্তার পাশে বা বাস টার্মিনালে পার্কিং করা ফাঁকা গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটানোর পরিকল্পনা রয়েছে। প্রাথমিক ধাপ পেরিয়ে পরবর্তী দিনগুলোয় যাত্রীবাহী বাসে আগুন দেওয়া, জনবহুল স্থানে বোমা নিক্ষেপ এবং সাধারণ মানুষকে হতাহত করার মতো বর্বরোচিত অপচেষ্টা চালানো হতে পারে। শুধু তাই নয়, দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে এবং সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করতে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা (কেপিআইভুক্ত প্রতিষ্ঠান), বড় বড় কলকারখানা এবং সরকারি-বেসরকারি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে নাশকতার পরিকল্পনাও এই ছকের অন্তর্ভুক্ত।

সম্প্রতি দেশের একটি শীর্ষ গোয়েন্দা সংস্থা এ সংক্রান্ত একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন সরকারের উচ্চপর্যায়ে জমা দিয়েছে। ওই প্রতিবেদনে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে, গোপন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে নাশকতার পরিকল্পনা সমন্বয় করা হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা বিনষ্ট করে এবং জনগণের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা তৈরি করে সরকারকে রাজনৈতিকভাবে চাপে ফেলার উদ্দেশ্যেই এই অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

বলা হয়েছে, আওয়ামী লীগের নাশকতার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে তা দেশের সাপ্লাই চেইন, উৎপাদন খাত এবং সার্বিক অর্থনীতিকে বড় ধরনের সংকটের মুখে ফেলতে পারে। গোয়েন্দা তথ্যে পরিষ্কার করা হয়েছে, সাম্প্রতিক ককটেল বিস্ফোরণ এবং বাসে আগুন দেওয়া বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়, বরং সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক অপকৌশল। এই প্রতিবেদনকে অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে দেখছে সরকারের নীতিনির্ধারণী মহল ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

পুলিশ সদর দপ্তরের অতিরিক্ত আইজিপি (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশন্স) আহসান হাবীব পলাশ যুগান্তরকে বলেন, জনগণের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার এবং রাষ্ট্রে কৃত্রিম আতঙ্ক সৃষ্টির যে কোনো অপচেষ্টা পুলিশ অত্যন্ত কঠোরভাবে দমন করবে। নাশকতা সৃষ্টিকারীদের কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না। পুলিশের ছকে থাকা সব অপরাধীকে আইনের আওতায় আনা হবে।





অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২



‘মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামি’! হাসিনাকে পাসপোর্ট দেওয়ার সুযোগ নেই!

।ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে পাসপোর্ট দেওয়ার আইনগত সুযোগ নেই। মঙ্গলবার এই দাবি করেছেন, বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের চিফ প্রসিকিউটর মহম্মদ আমিনুল ইসলাম। তিনি বলেন, ‘‘হাসিনা মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে মৃত্যুদণ্ডের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি। তাই বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে পাসপোর্ট দেওয়ার আইনগত কোনও সুযোগ নেই।’’

মঙ্গলবার দুপুরে ট্রাইবুনাল প্রাঙ্গণে সাংবাদিক বৈঠকে হাসিনার উদ্দেশে আমিনুলের পরামর্শ, ‘‘সত্যিই বাংলাদেশে ফিরে আসতে চাইলে শেখ হাসিনা ভারত সরকারের কাছে লিখিত আবেদন করুন। ভারত সরকারের কাছে লিখিত ভাবে বলুন যে, এক্সট্রাডিশন (প্রত্যর্পণ) চুক্তির আওতায় তাঁকে যেন বাংলাদেশে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এটিই হবে শেখ হাসিনার জন্য সঠিক পন্থা।’’

প্রসঙ্গত, হাসিনা আগামী ডিসেম্বরে দেশে ফিরবেন বলে ঘোষণা করেছেন। তার আগে ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ করে নিজের নতুন পাসপোর্ট এবং পরিচয়পত্র (এনআইডি) চেয়েছেন তিনি। সংবাদ সংস্থা এপি জানিয়েছে, সোমবার হাসিনার এক আইনজীবী নয়াদিল্লিতে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসে চিঠি দিয়েছেন। সেখানেই পাসপোর্ট ও পরিচয়পত্রের জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সরকারের বিদেশ প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির সোমবারই জানিয়ে দেন, হাসিনাকে পাসপোর্ট এবং পরিচয়পত্র দেওয়া হবে না।

আমিনুল মঙ্গলবার বলেন, ‘‘বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী দণ্ডিত আসামি পাসপোর্ট পাবেন না। যখন আসামি পাসপোর্ট চান, তার থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে যদি তিনি দণ্ডপ্রাপ্ত হন, সেই দণ্ডের পরিমাণ যদি সর্বনিম্ন দুই বছর পর্যন্ত হয়, তা হলে কর্তৃপক্ষ তাঁকে কোনও পাসপোর্ট দেবেন না। আইনে আরও বলা আছে, নৈতিক স্খলনের কারণে দণ্ডিত ব্যক্তির পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করা যেতে পারে।’’ এর পরেই তাঁর মন্তব্য, ‘‘হাসিনা মানবতাবিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত। এই মানবতাবিরোধী অপরাধকে মরাল টারপিটিউড (নৈতিক স্খলন) বলা হয়। তিনি দণ্ডিত। সরকারের কোনও দণ্ডিত ব্যক্তিকে পাসপোর্ট দেওয়ার এক্তিয়ার নেই।’’

সেই সঙ্গে আমিনুলের দাবি, মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণার পর হাসিনা তার বিরুদ্ধে কোনও আপিল ফাইল করেননি। তাই তাঁর আপিল করার আর কোনও আইনগত সুযোগ নেই। এর পরেই তাঁর মন্তব্য, ‘‘যদি হাসিনার বাংলাদেশে আসার সদিচ্ছা থাকত, তা হলে মামলা চলাকালীন তিনি এসে তার মোকাবিলা করতেন। তাঁর যদি বাংলাদেশে আসার সদিচ্ছা থাকত, তা হলে তিনি রায় প্রকাশিত হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে বাংলাদেশে এসে আপিল করতেন।’’

প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালের ৫ অগস্ট গণবিক্ষোভের জেরে বাংলাদেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন হাসিনা। ইস্তফা দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে। তার পর বাংলাদেশে দেড় বছর ক্ষমতায় ছিল মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার। সেই সময় বাংলাদেশের ‘আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল’ গণহত্যা ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগে হাসিনাকে দোষী সাব্যস্ত করে ফাঁসির সাজা দিয়েছে। তিনি দেশে ফিরলে তাঁকে গ্রেফতার করা হতে পারে। এমনকি, আদালতের সাজা কার্যকরও করা হতে পারে। হাসিনা যদিও দাবি করেছেন, গ্রেফতারি বা মৃত্যুর আশঙ্কা তাঁকে ঠেকাতে পারবে না। তিনি দেশে ফিরবেন। যদি মৃত্যু আসে, নিজের দেশের মাটিতেই তিনি মরতে চান। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বিএনপি সেখানে সরকার গঠন করেছে। দেশ ছাড়ার পর থেকে হাসিনা ভারতের আশ্রয়ে আছেন। ঢাকা একাধিক বার তাঁকে ফেরত চেয়ে নয়াদিল্লিকে চিঠি দিয়েছে। ইউনূসের জমানায় বাতিল করা হয়েছে তাঁর কূটনৈতিক পাসপোর্টও।



প্রধানমন্ত্রী হতে ‘অচ্ছুত’ আরবদের পাশে চান নেতানিয়াহু?

ইজরায়েলের স্পিকারের নাম ঘোষণা করলেন আইজ়নেকট

নেসেটের স্পিকার হচ্ছেন প্রাক্তন মন্ত্রী মাতান কাহানা। বিরোধী নেতা নাফতালি বেনেট, ইয়ার গোলান, আভিগদোর লিবারম্যান, ইয়ার লাপিড ২৬তম নেসেটের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসতে পারেন। এক্স অ্যাকাউন্টে তা ঘোষণা করেছেন গাদি। এ-ও জানান, চলতি সপ্তাহেই নেসেট কমিটির গঠন চূড়ান্ত করা হবে।

সরকার গঠনের জন্য গাদিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সে দেশের প্রেসিডেন্ট আইস্যাক হেরজ়গ। সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রমাণ দিয়ে সরকার গঠনের জন্য তাঁর হাতে ২৮ দিন সময় আছে। প্রয়োজনে আরও ১৪ দিন সময় তাঁকে দেওয়া হতে পারে। এই সময়ের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে না পারলে প্রেসিডেন্ট অন্য কোনও প্রার্থীকে আমন্ত্রণ জানাবেন।

ইজ়রায়েলের আইনসভা ‘নেসেটের’ মোট আসনসংখ্যা ১২০। সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় ৬১টি আসন, যা একক ভাবে কোনও দল পায়নি। নেতানিয়াহুর লিকুদ পার্টির নেতৃত্বাধীন শাসকজোট ৫৩টি এবং প্রাক্তন সেনাপ্রধান আইজ়নেকটের নেতৃত্বাধীন জোট ৪৮টি আসনে জিতেছে। ১৯টি আসন পেয়েছে আরবীয় দলগুলি। পরিস্থিতি এমনই যে, আরব দলগুলির সমর্থন না পেলে সরকার গঠন সম্ভব নয়।

আইজ়নেকট জানিয়েছিলেন, তিনি আরব দলগুলির সঙ্গে হাত মেলাবেন না। ফলে জটিলতা বৃদ্ধি পায়। যদিও আরব নেতারা জানিয়েছেন, আগে আইজ়নেকটকেই তাঁরা সরকার গঠনের সুযোগ দেবেন। তাই তাঁর নেতৃত্বাধীন জোটকে সমর্থন করছেন। নেতানিয়াহু এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন কট্টর ডানপন্থী দলগুলির উপর আরব নেতারা ক্ষুব্ধ। আরব দলগুলির সমর্থন পাওয়ায় আইজ়নেকটকে প্রেসিডেন্ট সরকার গড়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী হতে ‘অচ্ছুত’ আরবদের পাশে চাইছেন নেতানিয়াহু?

কুর্সি বড় বালাই! প্রধানমন্ত্রী হতে এবার ‘অচ্ছুত’ আরবদেরও পাশে চাইছেন নেতানিয়াহু? ইজরায়েলের আইনসভা ‘কেনেসেট’-এ ১২০ আসনের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য প্রয়োজন ৬১ আসন।

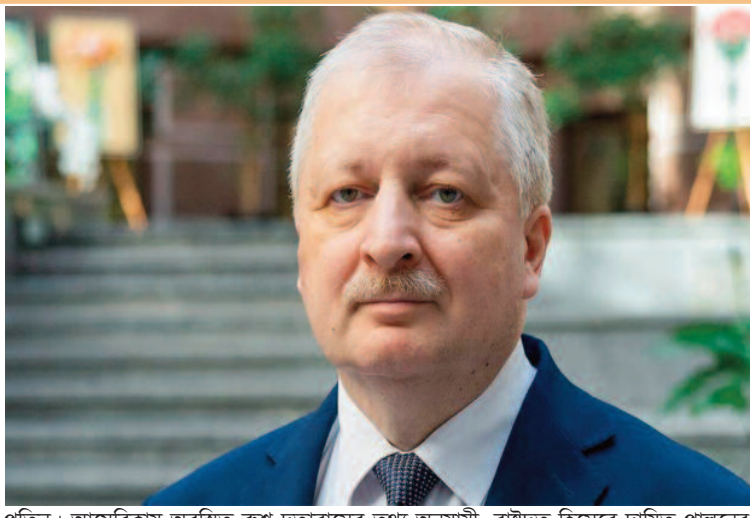
শেষ হইয়াও হইল না শেষ। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী পদ আঁকড়ে থাকতে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এখনও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এতদিন পর্যন্ত যে আরব দলগুলির বিরুদ্ধে ভোটচুরির অভিযোগ এনেছিলেন, এবার তাদের সঙ্গে জোট বেঁধে ইজরায়েলের সরকার গঠনের কথা বলছেন নেতানিয়াহু। বুধবার তিনি বলেন, এই কঠিন সময়ে গোটা ইজরায়েলের উচিত একজোট হয়ে থাকা। সেখানে ধর্মীয় হোক বা ধর্মনিরপেক্ষ-সকলেরই থাকা উচিত।

ইজরায়েলের আইনসভা ‘কেনেসেট’-এ ১২০ আসনের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য প্রয়োজন ৬১ আসন। সেখানে নেতানিয়াহুর জোট পেয়েছে ৫৩টি আসন। গাদি আইজেনকোটের নেতৃত্বাধীন জোট ৪৮টি আসন পেয়েছে। এদিকে আরব দলগুলি পেয়েছে ১৯টি আসন। ফলে এই নির্বাচনে তারা ‘কিংমেকার’ হয়ে উঠে এসেছে। আরব দলগুলি জানিয়ে দিয়েছে, নেতানিয়াহুকে হটাতে তারা আইজেনকোটকে সমর্থন করবে। সহজ হিসাব বলছে, আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে আরব দলগুলিকে সঙ্গে নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করে ফেলতে পারবেন আইজেনকোট।

কিন্তু রাজনীতির জটিল মারপ্যাঁচ রয়েছে ইজরায়েলে। সেদেশে আরব দলগুলির অস্তিত্ব থাকলেও কূটনৈতিক মহলে তারা ‘অচ্ছুত’। নেতানিয়াহু বা আইনজেনকোট কেউই ‘অচ্ছুত’ আরবদের সমর্থন নিতে আগ্রহী নন। যদিও তারা সমর্থন দেবে বলে জানিয়েছে এবং সেকারণেই আইজেনকোটকে সরকার গঠনের প্রস্তাব দিয়েছেন ইজরায়েলের প্রেসিডেন্ট। যদিও নেতানিয়াহু প্রথম থেকে জোর গলায় দাবি করে আসছিলেন, আরব দলগুলি ভোটচুরি করেছে। তাই ইজরায়েলে সরকার গঠনের জোটে তাদের থাকা একেবারেই উচিত নয়।

এবার খানিকটা সুর নরম করে নেতানিয়াহু বলছেন, “আমি একটি ঐক্যবদ্ধ সরকার গঠনের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে সমস্ত পক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসতে প্রস্তুত। এটি এখন একান্ত প্রয়োজন। ধর্মীয় হোক বা ধর্মনিরপেক্ষ, বামপন্থী হোক বা দক্ষিণপন্থী, এখন প্রত্যেকেরই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়া দরকার।” নেতানিয়াহুর এহেন ভিন্ন সুর দেখে রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে, কুর্সি ধরে রাখতে আরবদের এখন পাশে চাইছেন তিনি। আরবদের কিছুটা সমর্থন পেলেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা এসে যাবে তাঁর জোটের হাতে। তাই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন নেতানিয়াহু।

আমেরিকায় নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূতের ‘আকস্মিক মৃত্যু’!



মন্ত্রক। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “আমরা দারচিয়েভের পরিবার ও প্রিয়জনদের প্রতি গভীর ও আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।” বিবৃতিতে তাঁকে একজন ‘অসাধারণ পেশিদার’ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। রুশ বিদেশনীতির অন্যতম কঠিন একটি ক্ষেত্রে দীর্ঘ বছর ধরে দায়িত্ব সামলেছেন দারচিয়েভ।

সংবাদসংস্থা রয়টার্সের তথ্য অনুযায়ী, দারচিয়েভ পশ্চিমি বিশ্বের কঠোর সমালোচক হিসেবে পরিচিত একজন অভিজ্ঞ কূটনীতিক ছিলেন। তাঁকে ২০২৫ সালের মার্চ মাসে ওয়াশিংটনে রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। আমেরিকায় অবস্থিত রুশ দূতাবাসের তথ্য অনুযায়ী, রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালনের আগে দারচিয়েভ রাশিয়ার বিদেশ মন্ত্রকে বিভিন্ন পদে কর্মরত ছিলেন।

রুশ বিদেশ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, “একজন অত্যন্ত দক্ষ পেশাদার এবং মার্কিন বিষয়ক প্রখর বিশেষজ্ঞ হিসেবে আলেকজান্ডার দারচিয়েভ রাশিয়ার বিদেশনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে কাজ করেছেন।” আমেরিকায় অবস্থিত রুশ দূতাবাসের তথ্য অনুযায়ী, দারচিয়েভ এর আগে ওয়াশিংটনে রুশ বিদেশ মন্ত্রকের নর্থ আটলান্টিক বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এ ছাড়া ২০১৪ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত তিনি কানাডায় রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত ছিলেন।

প্রায় এক দশক আগে ৬৪ বছর বয়সে আর এক রুশ কূটনীতিক ভিতালি চুরকিনের আকস্মিক মৃত্যু হয়। রাষ্ট্রপুঞ্জে নিযুক্ত ছিলেন তিনি। ২০১৭ সালে চুরকিনের ৬৫তম জন্মদিনের ঠিক একদিন আগে হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে মৃত্যু হয় তাঁর।

ট্রাম্পের ১০ বিলিয়ন ডলারের মামলায় বিপাকে বিবিসি

বাধা নেই বলে জানিয়েছেন দেশটির এক ফেডারেল আদালতের বিচারক।

স্থানীয় সময় মঙ্গলবার (১০ নভেম্বর) বিচারক এ আদেশ দেন। তবে বিবিসির বিরুদ্ধে ট্রাম্পের করা অন্যায্য বাণিজ্যচর্চার অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছেন আদালত।

২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটল ভবনে হামলার ঘটনায় সমর্থকদের উসকানি দিয়েছিলেন, এমন ধারণা তৈরি করে ট্রাম্পের একটি ভাষণের ভিডিও সম্পাদনা করে প্রচার করেছিল বিবিসি। এ ঘটনায় যুক্তরাজ্যের সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত সংবাদমাধ্যমটির বিরুদ্ধে অন্তত ১০ বিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দাবি করে মামলা করেন ট্রাম্প।

যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার ফেডারেল আদালতের জেলা বিচারক জেফরি কুন্টজ বিবিসির বিরুদ্ধে ট্রাম্পের মানহানির অভিযোগ খারিজ করতে অস্বীকৃতি জানান। বিচারকের মতে, বিবিসির সম্পাদিত ভিডিওটি ট্রাম্পের সুনাম ক্ষুণ্ন করেছে এবং ভিডিওটি বিভ্রান্তিকর হতে পারে, তা বিবিসি জানত বা জানা উচিত ছিল–এমন অভিযোগ বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপস্থাপন করেছেন ট্রাম্প।

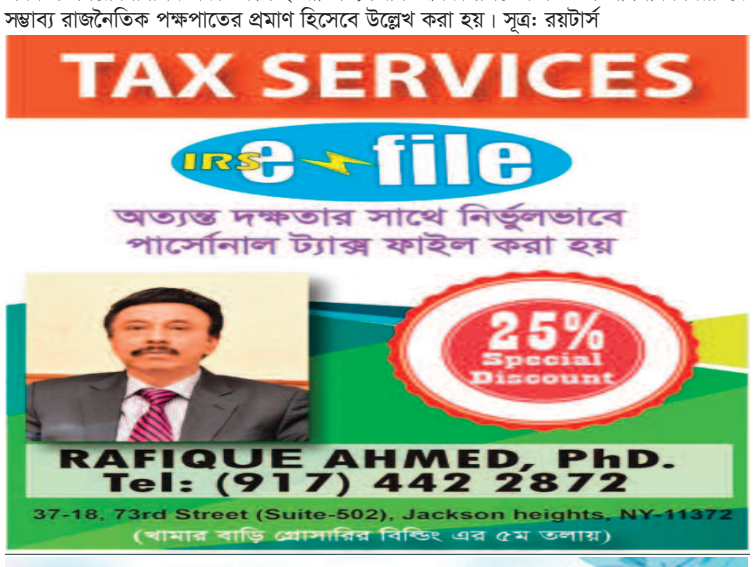
তবে বিচারকের এ আদেশের অর্থ এই নয় যে, ট্রাম্প তার অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করতে পেরেছেন। আদালতের এ সিদ্ধান্তকে ‘বড় বিজয়’ বলে অভিহিত করেছেন ট্রাম্প। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে তিনি লেখেন, ‘আমরা আমেরিকার জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে এমন সবার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাব এবং তাদের পরাজিত করব।’

বিবিসির এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, আদালতের সিদ্ধান্তে তারা বিস্মিত হয়েছেন। তবে আদালতের কর্তৃত্বের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা রয়েছে এবং নিজেদের অবস্থান নিয়ে তারা আত্মবিশ্বাসী।

এর আগে বিবিসি স্বীকার করেছিল, ভিডিওটির সম্পাদনা বিভ্রান্তিকর ছিল। এ জন্য ট্রাম্পের কাছে ক্ষমাও চেয়েছিল সংবাদমাধ্যমটি। তবে মানহানির দায় নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে তারা।

গত ডিসেম্বরে ফ্লোরিডার ফেডারেল আদালতে মামলাটি করেন ট্রাম্প। তার অভিযোগ, বিবিসি তার ভাষণের দুটি পৃথক অংশ জোড়া দিয়ে প্রচার করেছে। এর এক অংশে তিনি সমর্থকদের ক্যাপিটল ভবনের দিকে মিছিল নিয়ে যেতে বলেছিলেন। অন্য অংশে বলেছিলেন, ‘সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করো।’ তবে ভাষণের যে অংশে তিনি শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের আহ্বান জানিয়েছিলেন, সেটি বাদ দেওয়া হয়। ২০২৪ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের কিছুদিন আগে বিবিসির ‘প্যানোরামা’ অনুষ্ঠানে সম্পাদিত ভাষণের ভিডিওটি প্রচার করা হয়েছিল। ওই নির্বাচনে জয়ী হন ট্রাম্প।

পরবর্তী সময়ে বিবিসির একটি ফাঁস হওয়া অভ্যন্তরীণ স্মারকলিপিতে ভিডিও সম্পাদনার বিষয়টিকে সম্ভাব্য রাজনৈতিক পক্ষপাতের প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। সূত্র: রয়টার্স





www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



কাশ্মীরে ফের জঙ্গি হানা

সংগঠিত জঙ্গিহানার শিকার হয়নি এই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। কিন্তু আপাত শান্তির সেই পরিবেশ ভেঙে খানখান হয়ে গেল বুধবার। জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহার সরকারি সফর উপলক্ষ্যে কড়া নিরাপত্তার বন্দোবস্ত ছিল কুলগাঁওয়ে। তার মধ্যেই দিনেদুপুরে সিআরপিএফের নাকা চেকিং পয়েন্টে হামলা চালাল জঙ্গিরা। মিরবাজারের কাছে আখরানে অবস্থিত ওই চেকিং পয়েন্ট। দুপুর সওয়া ২টো নাগাদ অন্তত দু'জন জঙ্গি মোটরবাইকে চেপে সেখানে আসে। তারপর সুযোগ বুঝে টহলরত জওয়ানদের লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে। প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে দ্রুত জবাব দেন জওয়ানরাও। তার মধ্যেই অবশ্য এলাকা ছেড়ে চম্পট দিতে সক্ষম হয় জঙ্গিরা। সিআরপিএফ সূত্রে খবর, এই হামলায় তিন জওয়ান আহত হয়েছেন। তাঁরা হলেন, হেড কনস্টেবল সোমবীর সিং, কনস্টেবল শান্তনু চন্দ্র এবং রাকেশ দাস। শান্তনু বাংলার বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের বাসিন্দা। রাকেশ ও সোমবীরের বাড়ি যথাক্রমে অসম ও মধ্যপ্রদেশে। তাঁরা বর্তমানে অনন্তনাগের সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। হাসপাতাল সূত্রে খবর, সন্তোষের তলপেট ও মেরুদণ্ডে গুলি লেগেছে। রাকেশের বাঁ পায়ে এবং সোমবীরের বাঁ হাতে গুলি লেগেছে। তিনজনের শারীরিক অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল।

সিআরপিএফের দাবি, এদিন দুপুর ২টো ১৫ মিনিট নাগাদ হামলা চালায় জঙ্গিরা। সেই সময় নাকা চেকিং পয়েন্টে রুটিন টহল দিচ্ছিলেন ৪৬ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা। একটি সিসি ক্যামেরায় হামলার দৃশ্য ধরা পড়েছে। ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, প্রথম ১৫ সেকেন্ডেই অন্তত ৩০ রাউন্ড গুলি চলেছে। পরের এক মিনিটে আরও ১২বার গুলির শব্দ শোনা যায়। ভিডিয়োটির শুরুতে একটি দোকানের সামনে এক জওয়ানকে বসে থাকতে যায়। তাঁর ডান দিক থেকে হামলা চালায় জঙ্গিরা। খানিকক্ষণের মধ্যেই সেখানে এসে হাজির হন আরও একজন জওয়ান। দু'জনে মেশিন-গান চালিয়ে জঙ্গিদের জবাব দিতে শুরু করেন। আক্রমণকারীদের উদ্দেশে চিত্কার করে তাঁরা কিছু বলছিলেন, সেই দৃশ্যও ধরা পড়েছে ক্যামেরায়। হামলার খবর পেয়েই এলাকায় পৌঁছায় নিরাপত্তা বাহিনীর 'আর্মার্ড ভেহিকেল' ও অ্যাম্বুল্যান্স। পুরো এলাকা ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়। লাউড স্পিকারে আশপাশের বাসিন্দাদের বাড়ির বাইরে না বেরনোর জন্যও অনুরোধ করেন জওয়ানরা। তারপরই জঙ্গিদের সন্ধানে শুরু হয় চিরুনি তল্লাশি। রাত পর্যন্ত সেই অভিযান চলেছে। গত বছরের এপ্রিলে পহেলগাঁওয়ের বৈসরণ উপত্যকায় পর্যটকদের উপর হামলা চালিয়েছিল জঙ্গিরা। প্রাণ হারিয়েছিলেন ২৬ জন। সেই হামলার জবাব দিতে পাক-মদতপুষ্ট জঙ্গিদের বিরুদ্ধে 'অপারেশন সিন্দুর' শুরু করে ভারত। তারপর ভূস্বর্গে আর বড়ো কোনো জঙ্গি হামলা হয়নি। তবে গত পাঁচ মাসে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের নিশানা করে দু'বার হামলা চালিয়েছে জঙ্গিরা। এদিন লেফটেন্যান্ট গভর্নর উপস্থিত থাকাকালীন কুলগাঁওয়ে হামলা চালিয়ে জঙ্গিরা কোনো বার্তা দিতে চাইছে কি না, তাও খতিয়ে দেখছেন সেনা-গোয়েন্দারা। এখনও পর্যন্ত কোনো সংগঠন হামলার দায় স্বীকার করেনি। তবে তল্লাশি চালানোর সময় কিস্তোয়ারে দুই পুলিশকর্মী নিখোঁজ হয়ে যাওয়ায় কপালের ভাঁজ চওড়া হয়েছে বাহিনীর।



কুলগামে হামলার দিনই কিশ্তওয়ারের জঙ্গলে গুলির শব্দ! বিকেল থেকে নিখোঁজ কাশ্মীরের দুই পুলিশ আধিকারিক, উদ্বেগ

জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগামে বুধবার সিআরপিএফের নাকা চৌকিতে হামলা চালায় দুই সন্ত্রাসবাদী। তাতে তিন জওয়ান জখম হয়েছেন। একই দিনে কিশ্তওয়ারে নিখোঁজ হলেন দুই এসপিও আধিকারিক।

জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগামে জঙ্গি হামলার দিন কিশ্তওয়ারে নিখোঁজ হয়ে গেলেন দুই পুলিশ আধিকারিক। বুধবার বিকেলে কিশ্তওয়ারের দেহরনা জঙ্গলে গুলির শব্দ শোনা যায়। তার পর থেকেই বিশেষ পুলিশ অফিসার বা দুই এসপিও আধিকারিককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাঁরা ওই সময় ওই জঙ্গল দিয়েই যাচ্ছিলেন। তাঁদের খোঁজে তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে।

সূত্রের খবর, ইন্দরওয়ালের বসনন এলাকায় ১৭ রাষ্ট্রীয় রাইফেল্‌সের অস্থায়ী ঘাঁটিতে ফিরছিলেন দুই আধিকারিক। এলাকাটি মার-ওয়া থানার অধীন। এলাকায় ওই সময় মোবাইলের নেটওয়ার্কেও সমস্যা হচ্ছিল বলে খবর। সন্ধ্যায় দুই আধিকারিকের খোঁজে এসপিও-র বিশেষ দল অভিযান শুরু করেছে। তবে রাত পর্যন্ত খোঁজ মেলেনি কারও। জঙ্গলে কারা গুলি চালিয়েছেন, ওই আধিকারিকেরাই অস্ত্র ব্যবহার করছিলেন কি না, ঘটনার সঙ্গে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের কোনও যোগাযোগ আছে কি না, খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

কুলগামে বুধবার সিআরপিএফের নাকা চৌকিতে হামলা চালায় দুই সন্ত্রাসবাদী। তারা মোটরবাইকে চেপে এসেছিল বলে জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। কর্তব্যরত জওয়ানদের লক্ষ্য করে পর পর গুলি চালিয়ে পালিয়ে যায় দু'জনেই। এখনও তাদের ধরা যায়নি। ঘটনায় তিন জওয়ান জখম হয়েছেন। হাসপাতালে তাঁদের চিকিৎসা চলছে। তবে সিআরপিএফের পাল্টা গুলিতে কোনও জঙ্গি জখম হয়েছে কি না, এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনার পর থেকেই এলাকার নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো করা হয়েছে।

টানটান উত্তেজনার মাঝেও যেভাবে গোপনে বাণিজ্যে

বরফ ধীরে ধীরে গলতে শুরু করার এটি একটি বড় লক্ষণ।

২০২৫ সালের বসন্তে ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের পেহেলগামে ভয়াবহ বন্দুক হামলায় ২৬ জন নিহত হন। নয়াদিল্লি এই ঘটনার জন্য ইসলামাবাদকে দায়ী করলেও পাকিস্তান তা সরাসরি অস্বীকার করে। এই ঘটনার জের ধরে ভারত ঐতিহাসিক সিন্ধু পানি চুক্তি স্থগিত করে দেয়। এর জবাবে পাকিস্তানও তাদের আকাশ-সীমা বন্ধ করা, ওয়াঘা সীমান্ত বন্ধ করা এবং ভারতের সঙ্গে সব ধরনের বাণিজ্য পুরোপুরি স্থগিত করার মতো কঠোর সিদ্ধান্ত নেয়। এরপর ওই বছরের মে মাসে দুই পরমাণু শক্তিধর প্রতিবেশী দেশ পাল্টাপাল্টি মিসাইল ও ড্রোন হামলায় জড়িয়ে পড়ে, যা চার দিন পর যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে থামে।

যুদ্ধের এই তিক্ততার পরও পাকিস্তানের স্টেট ব্যাংক জানিয়েছে, চলতি বছরের জুলাই থেকে



সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তান ভারত থেকে প্রায় সাড়ে ছয় কোটি ডলারের পণ্য আমদানি করেছে, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ৬৯ শতাংশ বেশি।বাণিজ্যিক এই আমদানির প্রায় পুরোটাই দখল করে আছে জীবন রক্ষাকারী ওষুধ এবং বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদান। পাকিস্তানের অর্থনীতিবিদ ও বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভারত থেকে এই উপাদানগুলো কেনা ছাড়া দেশটির বিকল্প নেই। কারণ, অন্য কোনো দেশ থেকে এগুলো আমদানি করতে গেলে খরচ ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে যাবে। তা ছাড়া সরকারি নিষেধাজ্ঞা এড়াতে কিছু ভারতীয় পণ্য দুবাই বা মালয়েশিয়ার মতো তৃতীয় দেশের মাধ্যমেও পাকিস্তানে প্রবেশ করছে।বাণিজ্যের পাশাপাশি দুই দেশের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্কের বরফও একটু একটু করে গলছে। সম্প্রতি ভারত সরকার ওয়াহা সীমান্ত দিয়ে বেশ কয়েকজন পাকিস্তানি নাগরিককে সসম্মানে দেশে ফিরিয়ে দিয়েছে। এছাড়া সম্প্রতি ঢাকায় অনুষ্ঠিত সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে ভারত ও পাকিস্তানের ফুটবলারদের আন্তরিক হাতাহাতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ দুই দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যেও নতুন আশার আলো জাগিয়েছে।







www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com



বালোচ বিদ্রোহীদের হামলায় কাঁপল পাকিস্তান!

জানা যাচ্ছে, হামলায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছে গুরুত্বপূর্ণ একটি সেতু। এর জেরে দুই শহরের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

সম্প্রতি মাস্তুং জেলার খাদকোচা এলাকায় হামলা চালায় বালোচ বিদ্রোহীরা। নিশানা করা হয় কোয়েটা-করাচি হাইওয়েকে। সেখানকার কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি সেতু বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে সড়ক পথে দুই শহরের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। গোটা ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। এই হাইওয়েটি বালোচিস্তানের রাজধানী কোয়েটার সঙ্গে পাকিস্তানের বৃহত্তম শহর ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র করাচিকে যুক্ত করে। এই হামলার জেরে দুই শহরের মধ্যে পণ্য পরিবহন ঘিরেও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। এর আগে পাক সেনাদের নিশানা করতেন বালোচ বিদ্রোহীরা। কিন্তু এবার পাকিস্তান সরকারকে ভাতে মারতে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতেও হামলা চালাচ্ছে তারা।

বালোচিস্তান। বিদ্রোহীরা দাবি করেন, বালোচিস্তানের ৮৫ শতাংশ এলাকা তাঁদের নিয়ন্ত্রণে। বিরাট সেনাবল নিয়ে লড়াইয়ে নেমেও এই অঞ্চলে রীতিমতো নাকানি চোবানি খেতে হচ্ছে পাক সেনাকে। এই অবস্থায় পালটা গুমখুন, হত্যা ও ধর্ষণের মতো অমানুষিক অত্যাচার চালিয়ে বিদ্রোহের আগুন নেভানোর চেষ্টা করছে ইসলামাবাদ। বিশেষ করে চিন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডর তৈরি হওয়ার পর থেকেই আরও অশান্ত হয়ে উঠেছে বালোচিস্তান। অভিযোগ, খনিজ সমৃদ্ধ প্রদেশটিকে কার্যত লুট করছে পাক প্রশাসন। প্রতিদানে বালোচ জনতা পেয়েছে শুধু নির্যাতন ও দারিদ্র। তারই প্রতিবাদে স্বাধীনতার মরণপণ লড়াইয়ে নামে সেখানকার মানুষ।



স্পেনে ১৪ বছর পর ধর্মঘট, স্থবির জনজীবন

দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বিভিন্ন ঘটনায় কয়েক ডজন মানুষকে গ্রেফতার করা হয়েছে। স্পেনের সংবাদমাধ্যমগুলোর খবরে বলা হয়েছে, কয়েকটি আবাসন প্রতিষ্ঠানের কার্যালয়েও হামলা হয়েছে।

সাশ্রয়ী আবাসনের দাবিতে এবং জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির প্রতিবাদে ব্যাপক বিক্ষোভের জেরেই এ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়। এর সূত্রপাত মাদ্রিদের একটি ফ্ল্যাট থেকে ৮৭ বছর বয়সি মারিকারমেন আবাসকালকে উচ্ছেদের ঘটনায়। ওই ফ্ল্যাটে তিনি সাত দশক ধরে বসবাস করছিলেন। উচ্ছেদের কয়েক সপ্তাহ পর হাসপাতালে মারা যান তিনি।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রাজধানী মাদ্রিদে বাড়িভাড়া ব্যাপক বেড়েছে। আবাসনবিষয়ক ওয়েবসাইট আইডিয়ালিস্তার তথ্য অনুযায়ী, অক্টোবরে মাদ্রিদে ৫০ বর্গমিটারের একটি ফ্ল্যাটের গড় মাসিক ভাড়া ছিল ১ হাজার ১৭০ ইউরো। অন্যদিকে স্পেনে গড় মাসিক মোট বেতন প্রায় ২ হাজার ৪৬০ ইউরো।

অর্থাৎ গড় বেতনের প্রায় অর্ধেকই ব্যয় হচ্ছে বাড়িভাড়ায়। আবাসন বিশেষজ্ঞ ও সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সুপারিশ করা সাশ্রয়ী আবাসনের ৩০ শতাংশ সীমার চেয়ে এ হার অনেক বেশি।

নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক বিতর্ক

পার্লামেন্টে আবাসন সংস্কার পরিকল্পনা অনুমোদন না হওয়ায় গত মাসে আগাম নির্বাচনের ঘোষণা দেন সমাজতান্ত্রিক প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ।

২০১২ সালে রক্ষণশীল সরকারের প্রধানমন্ত্রী মারিয়ানো রাজয়ের আমলের পর স্পেনে আর কোনো সাধারণ ধর্মঘট হয়নি।

আগের ধর্মঘটগুলো ক্ষমতাসীন সরকারের জন্য সমস্যার কারণ হলেও এবারের পরিস্থিতি কিছুটা ভিন্ন। প্রধানমন্ত্রী সানচেজ ও তার মন্ত্রীরা বরং শ্রমিকদের কাজে বিরতি দিয়ে সাশ্রয়ী আবাসনের দাবিতে আন্দোলনে নামতে উৎসাহিত করেছেন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সানচেজ লিখেছেন, 'আপনাদের আট ঘণ্টার কর্মদিবস, পেনশন, সরকারি স্বাস্থ্যসেবাড়এসবই সম্মিলিত আন্দোলনের অর্জন।' আগের ধর্মঘটগুলোতে অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের প্রশংসাও করেন তিনি। তবে রক্ষণশীল পিপলস পার্টি (পিপি) সরকারের বিরুদ্ধে নির্বাচনী সুবিধা পেতে ধর্মঘটকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহারের অভিযোগ তুলেছে।

ছিল। সবচেয়ে বড় বিক্ষোভ হওয়ার কথা ছিল রাজধানী মাদ্রিদ ও বার্সেলোনায়। আগামী ২৯ নভেম্বর দেশটিতে পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

প্রধান শ্রমিক ইউনিয়ন ইউজিটির প্রধান পেপে আলভারেজ ধর্মঘটকে সফল দাবি করে বলেন, এতে 'ব্যাপক'সংখ্যক মানুষ অংশ নিয়েছেন। আরেক শ্রমিক সংগঠন সিসি ওওর নেতা উনাই সোরদো বলেন, ধর্মঘটে অংশগ্রহণের হার ছিল 'খুবই উল্লেখযোগ্য'।

তবে স্প্যানিশ কনফেডারেশন অব বিজনেস অর্গানাইজেশন্সের দাবি, ধর্মঘটে অংশগ্রহণ ছিল 'কম এবং অসম'। অঞ্চল ও খাতভেদে এতে অংশগ্রহণের হার ভিন্ন ছিল বলে জানিয়েছে সংগঠনটি।

বুধবার সবচেয়ে বেশি অচলাবস্থা দেখা গেছে মাদ্রিদ ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় কাতালোনিয়ার প্রধান শিল্পাঞ্চলগুলোতে। এসব এলাকার বেশ কয়েকটি প্রধান সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।



বিদেশিদের জন্য ভারতের ভিসায় জটিলতা কমল

হয়েছে। প্রায় অর্ধেক সাব ক্যাটেগরি সরিয়ে ফেলা হয়েছে আবেদনপত্র থেকে। মোদি সরকার বলছে, উন্নত দেশগুলির ভিসা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখে তারপরই এই পরিবর্তন করা হয়েছে।

আমূল পরিবর্তন করা হয়েছে টুরিস্ট ভিসার ক্ষেত্রে। এতদিন পর্যন্ত ভারতে ভ্রমণের জন্য বিদেশিদের এই ভিসা নিতে হত। এবার সেই ভিসার নাম বদলে রাখা হচ্ছে ভিজিটর্স ভিসা। অর্থাৎ ভারতে এসে স্রেফ ঘোরাফেরা নয়, ব্যবসার মিটিং, চিকিৎসা, স্বল্পমেয়াদের শিক্ষা সমস্ত কিছুই করা যাবে এই ভিসার আওতায়। দুই ভাগে ভাগ করা হবে এই ভিসাকে। ভি ১ ভিজিটর্স ভিসা দেওয়া হবে সর্বোচ্চ ৩০ দিনের জন্য। এই সময়ের মধ্যে একাধিকবার ভারতে প্রবেশ এবং প্রস্থান করা যাবে। পর্যটনের পাশাপাশি চিকিৎসা এবং ব্যবসায়িক সাক্ষাতের জন্য এই ভিসা দেওয়া হবে।



ভি ২ ভিজিটর্স ভিসার মেয়াদ একবছর থেকে ১০ বছর পর্যন্ত হতে পারে। প্রয়োজন বুঝে ভিসার মেয়াদ নির্ধারণ করা হবে। মেডিক্যাল ভিসায় আয়ুষের চিকিৎসার জন্য আলাদা বিভাগ থাকবে। বিদেশি পড়ুয়ার সংখ্যা বাড়াতে স্টুডেন্ট ভিসার নিয়মও অনেক সহজ করে তোলা হয়েছে। বিজনেস ভিসাতেও মূলত দু'টি ভাগ থাকছে। ভারতে যেন বিদেশি ব্যবসায়ীরা আসেন, বিনিয়োগ করেন সেকথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত। জানা গিয়েছে, নতুন ভিসা ব্যবস্থা চলতি বছরের শেষ থেকেই কার্যকর করতে চাইছে কেন্দ্র।

এতদিন পর্যন্ত ১৩টি ক্যাটগরি ছিল ভারতীয় ভিসার আবেদনপত্রে। এবার থেকে তা কমে দাঁড়াল ৯টি ক্যাটেগরিতে-বিজনেস, ডিপ্লোম্যাটিক, ওয়ার্ক, জার্নালিস্ট, মেডিক্যাল, অফিশিয়াল, স্টুডেন্ট, ভিজিটর এবং মিসেলেনিয়াস। সাব ক্যাটেগরির সংখ্যা ৪৯ থেকে কমিয়ে ২৩ করা হয়েছে। ফর্মে ফিল্ডের সংখ্যা প্রায় ৭০ শতাংশ কমেছে। সবমিলিয়ে, ভারতে আসার পথ আরও সহজ করত চাইছে মোদি সরকার।

Karnafully Travel Inc
37-16 73rd Street, Jackson Heights,
NY-11372 Suite # 201FR
tel : 718-205-6050 ,718-205-6055

TRAVIS NY INC
ALL KIND OF CELL PHONE ACCESSORIES
WHOLESALE
Tel: 929-278-9609
73-21 Broadway, (Lower Level) Jackson Heights, NY 11372

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER
সেলস এবং রিপেয়ার
Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।
সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।
ultra mobile | SIMPLE Mobile | h2o UNLIMITED | T-Mobile | univision mobile | Lycamobile
Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

নিবন্ধন ও স্বাধীনতার সন্ধিক্ষণে বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম

জহিরুল ইসলাম

জরিমানা, সম্পাদকীয় সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ অথবা সরকারি অনুমোদনের ওপর সাংবাদিকতার অধিকারকে নির্ভরশীল করে তোলা যায়।

মূল প্রশ্ন তাই নিবন্ধন শব্দটিতে নয়; প্রশ্ন হলো–নিবন্ধনের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রকৃতি ও সীমা কীভাবে যুক্ত হচ্ছে? যদি নিবন্ধনব্যবস্থা এমনভাবে ডিজাইন করা হয় যে তা সহজেই নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ারে পরিণত হতে পারে, তাহলে সেটি সাংবাদিকতার স্বাধীনতার জন্য হুমকি। অন্যদিকে, যদি কোনো স্বীকৃতি বা নিবন্ধনব্যবস্থা স্বায়ত্তশাসিত পেশাগত কাঠামোর অধীনে পরিচালিত হয়, রাষ্ট্রের সরাসরি হস্তক্ষেপের সুযোগ সীমিত থাকে এবং সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে স্বাধীন আপিলের ব্যবস্থা থাকে, তাহলে তা পেশাগত মান ও জবাবদিহি বাড়াতেও সহায়ক হতে পারে।

পেশা ও অধিকার: দ্বৈত পরিচয়ের জটিলতা

সাংবাদিকতা কি পেশা, নাকি গণতান্ত্রিক অধিকারচর্চার একটি ক্ষেত্র? এই প্রশ্নটি নিবন্ধটির বৌদ্ধিক কেন্দ্রে অবস্থান করে। বাস্তবতা হলো–সাংবাদিকতা একইসঙ্গে পেশা এবং জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট অধিকারচর্চা। একজন সাংবাদিক তার শ্রমের বিনিময়ে পেশাগত আয় করেন–অর্থাৎ এটি পেশা। কিন্তু সংবাদ সংগ্রহ ও প্রকাশের স্বাধীনতা শুধু সাংবাদিকের ব্যক্তিগত অধিকার নয়; এটি নাগরিকের তথ্য জানার অধিকারকে কার্যকর করে।

তাই পেশাগত যোগ্যতা নির্ধারণ করা যেতে পারে; কিন্তু নাগরিকের জানার অধিকারকে রাষ্ট্রীয় লাইসেন্সের ওপর নির্ভরশীল করা যায় না। বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে চিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার চুক্তির (ওঈঈচজ) ১৯ অনুচ্ছেদও মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে, এবং বাংলাদেশ ২০০০ সালে এই চুক্তিতে আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত হয়।

রাষ্ট্র যদি সাংবাদিকের সংজ্ঞা নির্ধারণ করে, তবে সেই সংজ্ঞা ভবিষ্যতে কাদের বাদ দেবে? ডিজিটাল যুগে স্বাধীন অনুসন্ধানী সাংবাদিক, ফ্রিল্যান্সার, ব্লগার, নাগরিক সাংবাদিক–তাদের অবস্থান কী? যখন একজন সাধারণ নাগরিক একটি দুর্নীতির ভিডিও ধারণ করে প্রকাশ করেন এবং তা জাতীয় সংবাদে পরিণত হয়, তখন তাকে সাংবাদিক হিসেবে নিবন্ধিত করার প্রয়োজন কোথায়? নাগরিক সাংবাদিকতা ও পেশাদার সাংবাদিকতার সীমারেখা ক্রমেই পরিবর্তিত হচ্ছে। এই বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত একটি সংকীর্ণ সংজ্ঞা সাংবাদিকতার স্বাভাবিক বিবর্তনকে আটকে দিতে পারে। মন্ত্রী নিজেও সংসদে পডকাস্ট, ব্লগিং এবং ইনফ্লুয়েন্সারভিত্তিক ডিজিটাল কনটেন্টের বিষয়ে প্রচলিত আইনের আওতায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলেছেন–এটি ইঙ্গিত দেয় যে ডিজিটাল যুগে সাংবাদিকতার পরিধি নির্ধারণ করা কতটা জটিল।

পৃথক উদ্যোগ, পৃথক প্রক্রিয়া

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পরিষ্কার করা প্রয়োজন–'প্রেস কাউন্সিল আইন সংশোধন' ও 'জাতীয় গণমাধ্যম কমিশন অধ্যাদেশ'–এই দুটি ভিন্ন উদ্যোগ। প্রেস কাউন্সিল আইন সংশোধনের প্রস্তাবটি ২০২৬ সালের ৮ জুলাই সংসদে জানানো হয়েছে। অন্যদিকে, জাতীয় গণমাধ্যম কমিশন অধ্যাদেশের খসড়া ২০২৬ সালের ২৯ জানুয়ারি প্রকাশ করেছে অন্তর্বর্তী সরকার।

এই প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা আর্টিকেল ১৯ গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। আর্টিকেল ১৯-এর মূল্যায়নে বলা হয়েছে, খসড়াটিতে কমিশনের কাঠামো, মর্যাদা, কমিশনারদের দায়িত্ব এবং প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা–সব দিক থেকেই সরকারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ ও প্রবল আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্বের প্রভাব স্পষ্ট; ফলে কমিশনটি রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের ঝুঁকিতে পড়বে এবং এটি আইসিসিপিআরের ১৯ অনুচ্ছেদে প্রতিফলিত আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ডের সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আরও উদ্বেগের বিষয় হলো, এই খসড়ায় ফ্রিল্যান্স সাংবাদিকদের 'সাংবাদিক'-এর সংজ্ঞা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, খসড়া প্রকাশের জন্য মাত্র তিন দিন সময় দেওয়া হয়েছিল, যা স্বচ্ছতা ও যথাযথ প্রক্রিয়ার অভাব নির্দেশ করে।

উল্লেখ্য, গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন ২০২৫ সালের ২২ মার্চ তাদের প্রতিবেদন সরকার প্রধানের কাছে জমা দিয়েছিল। প্রায় এক বছর পর এসে অন্তর্বর্তী সরকার এই অধ্যাদেশের খসড়া প্রকাশ করে, যা গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের বিভিন্ন সুপারিশের সঙ্গে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ–তা নিয়ে প্রশ্ন ও সমালোচনা তৈরি হয়।

আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা: লাইসেন্স না থাকলেই জবাবদিহি নেই?

বহু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে–যেমন যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া–সাংবাদিকতার জন্য রাষ্ট্রীয় লাইসেন্সের প্রয়োজন নেই। কিন্তু 'রাষ্ট্র সাংবাদিককে লাইসেন্স দেয় না'–এর অর্থ এই নয় যে সাংবাদিকতার কোনো জবাবদিহি নেই। সেখানে জবাবদিহির কাঠামো সম্পূর্ণ ভিন্ন–আইন, আদালত, মানহানি-সংক্রান্ত প্রতিকার, সম্পাদকীয় নীতি, পেশাগত নৈতিকতা, প্রেস কাউন্সিল, স্বনিয়ন্ত্রণ, পাঠকের কাছে সংশোধন, মালিকানা ও স্বচ্ছতা-সংক্রান্ত বিধান–এই সবকিছু মিলেই গড়ে ওঠে জবাবদিহির কাঠামো।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা দেখায়, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের মাত্রা ও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার পরিসরের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। অ্যাক্রিডিটেশন ও নিবন্ধন–এ দুইয়ের পার্থক্যও মনে রাখা জরুরি। নির্দিষ্ট সরকারি ভবন, অনুষ্ঠান বা নিরাপত্তাসংবেদনশীল স্থানে প্রবেশের জন্য অ্যাক্রিডিটেশন একটি যৌক্তিক ব্যবস্থা হতে পারে, যা অনেক দেশেই প্রচলিত। কিন্তু অ্যাক্রিডিটেশনকে সাংবাদিকতার পেশাগত বৈধতা বা সাংবাদিক হওয়ার পূর্বশর্ত হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয়।

গণমাধ্যমের স্বাধীনতার তিনস্তর

গণমাধ্যমের স্বাধীনতাকে শুধু সাংবাদিকের স্বাধীনতা হিসেবে দেখলে তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এটি তিনটি স্তরে ব্যাখ্যা করা উচিত:

প্রথমত, সাংবাদিকের স্বাধীনতা–প্রশ্ন করার, অনুসন্ধান করার ও তথ্য প্রকাশের স্বাধীনতা।

দ্বিতীয়ত, সম্পাদকের স্বাধীনতা–মালিক, সরকার, বিজ্ঞাপনদাতা ও রাজনৈতিক চাপের বাইরে সম্পাদকীয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা।

তৃতীয়ত, নাগরিকের অধিকার–নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়ার অধিকার।

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা শেষ পর্যন্ত সাংবাদিকের ব্যক্তিগত সুবিধা নয়; এটি নাগরিকের জানার অধিকার রক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক শর্ত। এই তিনটি স্তরের কোনো একটি দুর্বল হলে অন্যগুলোও শেষ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সাংবাদিক স্বাধীন না হলে সম্পাদকীয় স্বাধীনতা সংকুচিত হয়; আর সম্পাদকীয় স্বাধীনতা দুর্বল হলে নাগরিকের নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়ার অধিকারও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মালিকানা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা: আরেকটি বড় প্রশ্ন

সাংবাদিক নিবন্ধন নিয়ে আলোচনা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি সাংবাদিকতার স্বাধীনতার আরেকটি বড় প্রশ্ন হলো–সাংবাদিক কি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হলেই স্বাধীন? প্রকৃতপক্ষে, আরও প্রশ্ন আছে: সংবাদমাধ্যমের মালিক কে? বিজ্ঞাপননির্ভরতা কতটা? রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক মালিকানা কীভাবে সম্পাদকীয় স্বাধীনতাকে প্রভাবিত করে? সাংবাদিকের চাকরির নিরাপত্তা কেমন? সংবাদমাধ্যম অর্থনৈতিকভাবে টেকসই কি না?

অর্থাৎ, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা এবং প্রকৃত সম্পাদকীয় স্বাধীনতা থাকা–একই বিষয় নয়। গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন মালিকানার কেন্দ্রীভবন কমাতে 'ওয়ান হাউস, ওয়ান মিডিয়া' নীতিসহ বিভিন্ন সুপারিশ করেছে। এসব সুপারিশ বাস্তবায়িত না হলে সাংবাদিকের ব্যক্তিগত নিবন্ধন থাকলেও মালিকানা ও অর্থনৈতিক চাপ থেকে সম্পাদকীয় স্বাধীনতা পুরোপুরি নিশ্চিত হবে না।

বিকল্প নীতিমডেল

প্রশ্ন তাই ফিরে আসে–সাংবাদিক পরিচয়ের অপব্যবহার ঠেকানোর বৈধ প্রয়োজনকে কীভাবে এমনভাবে মোকাবিলা করা যায়, যাতে সেই ব্যবস্থা ভবিষ্যতে স্বাধীন সাংবাদিকতার ওপর নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার না হয়ে ওঠে?

প্রথমত, রাষ্ট্রীয় নিবন্ধন নয়, একটি স্বাধীন, স্বশাসিত ও বহুপক্ষীয় প্রতিষ্ঠান সাংবাদিকদের পেশাগত স্বীকৃতি দিতে পারে। আর্টিকেল ১৯-এর সুপারিশ অনুযায়ী, যেকোনো গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নির্বাহী নিয়ন্ত্রণমুক্ত হতে হবে। প্রেস কাউন্সিল আইন সংশোধনের মাধ্যমে এমন একটি কাঠামো তৈরি করা যেতে পারে, যা সরকারের সরাসরি হস্তক্ষেপমুক্ত থাকবে।

দ্বিতীয়ত, সংবাদমাধ্যম নিবন্ধন ও সাংবাদিক নিবন্ধন–এই দুটি বিষয় আলাদা করা উচিত। একটি সংবাদমাধ্যম আইনগতভাবে নিবন্ধিত হওয়া এবং সেখানে কর্মরত প্রত্যেক সাংবাদিকের রাষ্ট্রীয় লাইসেন্স থাকা–এক জিনিস নয়। দেশে ইতিমধ্যে বিপুলসংখ্যক সংবাদপত্র ও সংবাদমাধ্যম নিবন্ধিত রয়েছে। সংবাদমাধ্যমের এই নিবন্ধনব্যবস্থা বহাল রেখে সাংবাদিকদের জন্য পৃথক লাইসেন্স চালু করা অপ্রয়োজনীয় ও ঝুঁকিপূর্ণ।

তৃতীয়ত, স্বেচ্ছামূলক পেশাগত সার্টিফিকেশন চালু করা যেতে পারে। সাংবাদিকতার নৈতিকতা, তথ্য যাচাই, অনুসন্ধানী পদ্ধতি ও আইন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ নিয়ে স্বেচ্ছায় সার্টিফিকেট নেওয়ার ব্যবস্থা–যা পেশার মান বাড়াবে, কিন্তু বাধ্যতামূলক না হওয়ায় স্বাধীনতার ওপর চাপ সৃষ্টি করবে না।

চতুর্থত, পরিচয়পত্রের অপব্যবহার হলে সাংবাদিক হওয়ার অধিকার বাতিল না করে প্রচলিত ফৌজদারি, দেওয়ানি বা প্রশাসনিক আইনের মাধ্যমেই ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। সাংবাদিক পরিচয় ব্যবহার করে চাঁদাবাজি, প্রতারণা বা ভয়ভীতি প্রদর্শনের মতো অপরাধের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইনেই ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ রয়েছে।

পঞ্চমত, ভুল সংবাদ, নৈতিক লঙ্ঘন বা হয়রানির অভিযোগের জন্য একটি স্বাধীন অভিযোগ-নিষ্পত্তি ব্যবস্থা গড়ে তোলা জরুরি। এতে সাংবাদিক সংগঠন, সুশীল সমাজ ও আইন বিশেষজ্ঞদের প্রতিনিধিত্ব থাকবে, যাতে অভিযোগের নিষ্পত্তি হয় স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষভাবে।

সুরক্ষার শর্তাবলি

যদি কোনো নিবন্ধনব্যবস্থা প্রস্তাবই করা হয়, তবে কয়েকটি শর্ত অনিবার্য–কোনো মন্ত্রণালয়ের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ থাকবে না; রাজনৈতিক সরকারের হাতে নিবন্ধন বাতিলের ক্ষমতা থাকবে না; নিবন্ধন প্রত্যাখ্যানের লিখিত কারণ ও স্বাধীন শুনানির ব্যবস্থা থাকতে হবে; আদালতে আপিলের অধিকার থাকতে হবে; নিবন্ধন বা স্বীকৃতির কোনো সিদ্ধান্তই সংবাদ প্রকাশের বৈধতা নির্ধারণের ভিত্তি হতে পারবে না; এবং 'মিথ্যা', 'হয়রানিমূলক' ও 'নৈতিকতাবিরোধী' শব্দগুলোর আইনগত সংজ্ঞা অত্যন্ত স্পষ্ট হতে হবে। আর্টিকেল ১৯-এর ভাষায়, ভবিষ্যতের যেকোনো গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রককে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নির্বাহী নিয়ন্ত্রণমুক্ত থাকতে হবে, এবং ফ্রিল্যান্স সাংবাদিকদের প্রাসঙ্গিক আইনের আওতায় সমান সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

যে ভারসাম্য আমাদের সামনে

সাংবাদিকতার সংকটের সমাধান প্রয়োজন, কিন্তু সেই সমাধান যেন সাংবাদিকতার স্বাধীনতার চেয়ে বড় সংকট তৈরি না করে। রাষ্ট্রের দায়িত্ব সাংবাদিককে অনুমোদিত কণ্ঠে পরিণত করা নয়; বরং এমন আইন ও প্রতিষ্ঠান তৈরি করা, যেখানে ভুয়া পরিচয়, প্রতারণা ও পেশাগত অনিয়মের বিরুদ্ধে কার্যকর জবাবদিহি থাকবে এবং একই সঙ্গে সত্য অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার স্বাধীনতাও সুরক্ষিত থাকবে।

রাষ্ট্র সাংবাদিকতার পেশাগত মান নির্ধারণের একচ্ছত্র কর্তৃপক্ষ নয়; রাষ্ট্রের দায়িত্ব এমন একটি কাঠামো নিশ্চিত করা, যেখানে সাংবাদিকতা স্বাধীনভাবে নিজের মান ও জবাবদিহির প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে পারে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার সাংবিধানিক অধিকারকে যদি নিবন্ধনের নামে সংকুচিত করা হয়, তবে সেই সংকীর্ণতা থেকে গণতন্ত্রও রক্ষা পায় না।

সাংবাদিকতার ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে একটি ভারসাম্যের ওপর–যেখানে পেশার মান থাকবে, কিন্তু তা হবে স্বনির্ধারিত; যেখানে জবাবদিহি থাকবে, কিন্তু তা হবে স্বাধীনতার শত্রু নয়; যেখানে রাষ্ট্রের ভূমিকা থাকবে সীমিত ও স্বচ্ছ–নিয়ন্ত্রকের নয়, বরং স্বাধীনতার প্রহরীর। সাংবাদিকতার প্রকৃত পরীক্ষা তাই কে নিবন্ধিত–শুধু সেই প্রশ্নে নয়। প্রশ্ন হলো, কে প্রশ্ন করতে পারছে, কে সত্য অনুসন্ধান করতে পারছে এবং সেই প্রশ্ন করার কারণে তার স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে কি না।

লেখক : জহিরুল ইসলাম, গণমাধ্যমকর্মী ও কলামিস্ট, চকরিয়া-পেকুয়া, কক্সবাজার, বাংলাদেশ।

হোয়াইট হাউসে দীপাবলি উদ্‌যাপন ট্রাম্পের

রুবিও ও সোশ্যাল সিকিওরিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ডেপুটি কমিশনার অর্জুন মোদী।

নিজের দফতরে দীপাবলি উদ্‌যাপন করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সঙ্গে ছিলেন তাঁর প্রশাসনের উ"চপদস্থ' আধিকারিকেরা। ছিলেন মাইক্রন টেকনোলজি কোম্পানির কর্ণধার সঞ্জয় মেহরোত্রা-সহ বহু নামী কোম্পানির ভারতীয় কর্মকর্তারা।

উৎসবে যোগ দেন আমেরিকায় নিযুক্ত ভারতের দূত বিনয় মোহন কোয়াত্রা, বিখ্যাত রন্ধনশিল্পী বিকাশ খন্না, উদ্যোগপতি বিশাল গোগুল, আইবিএমের কর্ণধার অরবিন্দ ক...ষ্ণ, এফবিআই-র (মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা) পরিচালক কাশ পটেল ও আমেরিকার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেল্‌থের পরিচালক জয় ভট্টাচার্য।



'আরও রদবদল হবে', হোয়াইট হাউসের চিফ অফ স্টাফ বদল করে ট্রাম্পের বার্তা! কার কার উপর পড়তে পারে 'কোপ'?

ওভাল অফিসে নিজের হাতে প্রদীপ জ্বালিয়ে উৎসবের সূচনা করেন ট্রাম্প। সেই অনুষ্ঠানে আরও দু'জন উপস্থিত ছিলেন– বিদেশসচিব মার্কো রুবিও ও সোশ্যাল সিকিওরিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ডেপুটি কমিশনার অর্জুন মোদী। ট্রাম্পের সঙ্গে দীপাবলি উদ্‌যাপনের ছবি সমাজমাধ্যমে প্রকাশ করে বিশাল বলেন, ''মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে দীপাবলির পবিত্র মুহূর্ত কাটিয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি। উপহার হিসেবে তাঁর হাতে তুলে দিলাম একটি 'হনুমান চালীসা'। তিনি যখন প্রদীপ জ্বালা"ছিলেন, আমি মনে মনে প্রার্থনা করছিলাম, আমেরিকা ও ভারতের সুসম্পর্ক যেন বজায় থাকে।''



Anupam Barua, EA, MST.
IRS Enrolled Agent
M.Sc. in Taxation, Zicklin School of Business, Baruch College, CUNY
B.A. in Accounting, Queens College, CUNY
Certification in Tax Planning, London School of Business - - Administration, London, UK.
Ex Financial Analyst, Risk Management & Regulatory, a MNC

Services offered:
- Individual Income Tax
- Business Tax – Self Employed, S Corporation, Partnership, C Corporation
- Specialization in Dental and Medical Practices Taxation
- Tax Planning and Financial Consulting
- Accounting and Bookkeeping
- New Business Formation

IRS

Office:
Anupam Barua & Associates, LLC
73rd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone: (646) 372-3420, (347) 935-3045
Email: ABTax747@Gmail.com
Appointment only. No Walk in.

* আপনার তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা আমাদের অন্যতম অগ্রাধিকার ।
* একজন IRS Enrolled Agent, অথবা CPA অথবা Tax Attorney এর মাধ্যমে আপনার Tax সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সম্পাদন করুন ।

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেট প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে–ঢাকা–জেএফকে
JFK–Dhaka–JFK



আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন
LOWEST GUARANTEED PRICES
Emirates ETIHAD QATAR KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA DELTA
Cheapest Domestic & International Air Tickets

Mirza M Zaman
(Shamim) - CEO

GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে
এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪





এস্টেরিয়া ফ্রেন্ডস সোসাইটির নব নির্বাচিত কমিটির

অনুষ্টানের সুচুনা হয়॥অনুষ্টানটি সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক ফেরদৌস আলম ভুঁইয়া, এম এন জিন্নাহ ও আহসানুল হক শিমুল ।

অনুষ্টানের সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের বিদায়ী সভাপতি জনাব আবুল বাশার মিলন ।নির্বাচিত কমিটির সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও প্রধান উপদেষ্টা আবু তালেব চৌধুরী চান্দু এবং আজহারুল ইসহাক খোকা সভাপতি, ফেরদৌস আলম ভুঁইয়া সাধারণ সম্পাদক, মনিরুল ইসলাম সিঃ ভাইস চেয়ারম্যান সহ ১৫ সদস্যের কমিটি ঘোষণা করেন ।

দ্বিতীয় পর্বে সভাপতিত্ব করেন নবনির্বাচিত সভাপতি আজহারুল ইসহাক খোকা । প্রধান অথিতির আসন অলংকৃত করেন কমিউনিটির পরিচিত মুখ এবং বিশিষ্ট সমাজ সেবক সাপ্তাহিক নবযুগ সম্পাদক জনাব সাহাব উদ্দিন সাগর । গেস্ট অব অনার হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব কুমিল্লা সোসাইটির সাবেক সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল খালেক ।বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমিউনিটি একটিভিস্ট বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব মফিজুর রহমান দুলাল,নরসিংদী জেলা সমিতির সভাপতি শামীম গফুর, বিশিষ্ট সমাজসেবক হাজী আবদুর রহমান, কুমিল্লা সোসাই-টির প্রধান উপদেষ্টা আবুল খায়ের আখন্দ,বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রেজারার জনাব মফিজুল ইসলাম রুমী, কুমিল্লা সোসাইটির সভাপতি জাকির হোসেন, বিক্রমপুর সমিতির সাধারণ সম্পাদক মাসুম বেপারী,নরসিংদী কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি ফিরোজ আহমেদ, রায়পুরা সমিতির সভাপতি ইকবাল এ ভূঁইয়া, কমিউনিটি একটিভিস্ট জনাব টি মোল্লা, নরসিংদী জেলা সমিতির সহ-সভাপতি গোলাম মোস্তফা। মঞ্চে আরো উপস্থিত ছিলেন নরসিংদী জেলা সমিতির চেয়ারম্যান মোঃ আনোয়ার হোসেন,সাউথ এশিয়ান রিয়েলটর অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোঃ বেলাল হোসেন, যশোর সোসাইটির সাবেক সভাপতি শাউন বাবলা,সিনিয়র সহ-সভাপতি মনিরুল ইসলাম, গাজীপুর জেলা সমিতির সভাপতি মোমেন সরকার, গোপালগঞ্জ সমিতির সভাপতি মাহমুদুল হাসান, সহ-সভাপতি শহিদুল ইসলাম সহিদ, আমিনুল খান, ফারুক রফিকী, শহীদ উদ্দিন, এম আর সেলিম,সাইফুর রহমান সাইফুল, মুরাদ, শফিক, তাহমিনা নুপুর,ওয়ারেশ আলী, বিপ্লব, সেন্টু, মামুন, আনোয়ার হোসেন,সুমনা হক, শারমিন আহমেদ সহ বিভিন্ন আঞ্চলিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে এস্টেরিয়া ফ্রেন্ডস সোসাইটির বিভিন্ন কার্যক্রমের ভূয়সী প্রসংসা করেন এবং নতুন কার্যকরী কমিটির সফলতা কামনা করেন ।

গেস্ট অব অনার ইঞ্জিঃ আব্দুল খালেক এস্টোরিয়া বাসীর সার্বাঙিন মঙ্গলকামনা করেন এবং তাকে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন ।

অনুষ্ঠানে দির্ঘদিন সাংগঠনিক বিশেষ অবদানের জন্য নেতৃবৃন্দের মাঝে লাইফ মেম্বারের সার্টিফিকেট প্রদান করা হয় । বাংলাদেশ থেকে আগত জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পি বিন্দুকনা, সজীব ও বুলা আফরোজ মনেজ্ঞ্য সংগীত পরিবেশন করেন। এর আগে সবাইকে হেলো বাংলাদেশের মুখরোচক এপিটাইজার ও ডিনারে স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি পরিবেশন করা হয় । নব নির্বাচিত সভাপতি আজহারুল ইসহাক খোকা তার বক্তব্যে তাদের নির্বাচিত করায় এস্টোরিয়া বাসির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং ভবিস্যতে সমিতিকে আরো গতিশীল করার জন্য সবার সহযোগিতা কামনা করেন । সাধারণ সম্পাদক ফেরদৌস আলম ভুঁইয়া তাকে পুনরায় নির্বাচিত করায় সবাইকে ধন্যবাদ জানান । বিদায়ী সভাপতি আবুল বাশার মিলন তার বক্তব্যে এই সুন্দর অনুষ্টানের জন্য আয়োজক কমিটি, কার্যকরী কমিটি এবং অতিথি বৃন্দ ও উপস্থিত এস্টোরিয়া বাসীর প্রতি শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানান । মনোজ্ঞ সংস্কৃতিক অনুষ্টানের মাধ্যমে অভিষেক অনুষ্টানের সফল সমাপ্তি ।

চিন্ময় প্রভু'র মুক্তি চেয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন



রহমানের কাছে একটি আবেদন সামাজিক মাধ্যমে গুরুত্বসহ প্রচারিত হচ্ছে । ১লা নভেম্বর ২০২৬ শুরু হওয়া এ আবেদন ৬নভেম্বর পর্যন্ত ৬১৩জন স্বাক্ষর করেছেন এবং ৬০৭টি শেয়ার হয়েছে। এটি শুরু করেন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার নেতা শিতাংশু গুহ। এতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে দেওয়ালীর আগে শ্রীচিন্ময় প্রভু'র মুক্তি দেয়ার আবেদন জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী সরকার চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে অন্যায়ভাবে কারাগারে বন্দী করেছে, তিনি খুনি নন, তবুও তিনি একটি হত্যা মামলার মূল অভিযুক্ত হয়ে কারাগারে রয়েছেন । মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনি তাঁকে মুক্তি দিন ।

এতে বলা হয়, প্রথমত, তাকে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, কারণ তার একজন অনুসারী বাংলাদেশের পতাকায় ইসকনের পতাকা রেখেছিলেন । যখন বোঝা যায় যে তাকে এই মামলায় ফাঁসানো যাবে না, তখন তাকে অ্যাডভোকেট আলিফ হত্যা মামলায় জড়িয়ে দেওয়া হয় । কিছুদিন আগে এই মামলায় তার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে এবং তাকে আদালতে হাজির করা হয়েছিল, যেখানে তিনি বলেছিলেন, "আমি প্রভু (ধর্মাবতার), আমি মাছ বা মাংস খাই না কারণ আমি পশু হত্যায় বিশ্বাস করি না, অথচ আমার বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে । বিচারক তাঁর দিকে তাকিয়ে বলেছেন, 'প্রভু, আমি কেবল রাষ্ট্রের সেবা করি' ।

পিটিশনে বলা হয় অ্যাডভোকেট আলিফের হত্যাকা⁼ দুঃখজনক । তিনি ভাল মানুষ ছিলেন । চিন্ময় প্রভু ষড়যন্ত্রের শিকার, তাকে ফাঁদে ফেলার জন্য পরিকল্পিতভাবে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় হাজিরার দিনই অ্যাডভোকেট আলিফকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় । চিন্ময় প্রভু তখন পুলিশ হেফাজতে একটি ভ্যানে ছিলেন । এ মামলায় আরো ক'জন হিন্দু যুবক অভিযুক্ত, তাঁরা কারাগারে । বিএনপির এক কর্মী চিন্ময় কৃষ্ণ দাস প্রভুর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলাটি করেন । পরে দল তাকে বহিষ্কার করে । ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ এর নির্বাচনে একই দলের প্রার্থী আবু সুফিয়ান বলেছেন যে, বিএনপি কর্মীকে একটি গোয়েন্দা সংস্থা মামলা করতে বাধ্য করেছিল ।

এতে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের বক্তব্যে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, যা ভাল লক্ষণ । তার দলের এক কর্মী চিন্ময় প্রভুর বিরুদ্ধে মিথ্যা রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা দায়ের করে, যার জন্য প্রভু এখনও কারাগারে রয়েছেন । যদিও তিনি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নন, তবে তার বিরুদ্ধে মামলাগুলি রাজনৈতিক প্রতিহিংসা থেকে উদ্ভূত । কারণ তিনি হিন্দুদের অধিকারের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন । জামায়াত-এনসিপি (ন্যাশনাল সিটিজেনস পার্টি) এবং ইসলামিক ধর্মান্ধ গোষ্ঠীগুলি ছাড়া দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ চিন্ময় প্রভুর মুক্তি চায় । আমরা আশা করি প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ধৈর্য ধরে বিষয়টি বিবেচনা করবেন । আমরা চিন্ময় কৃষ্ণ দাস প্রভুর মুক্তি চাই ।

পিটিশনে উল্লেখ করা হয় যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান, আপনি জানেন যে ২০১২ সাল থেকে বাংলাদেশে ধর্ম অবমাননার নামে বারবার সংখ্যালঘুদের উপর হামলা হয়েছে, রামু থেকে নাসিরনগর, কুমিল্লাসহ বহু জায়গায় ব্লাসফেমির অজুহাতে মানুষ হত্যা করা হয়, বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, মহিলাদের মর্যাদা লুণ্ঠিত হয় । অথচ প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে ধর্ম অবমাননার সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায়নি । ১৮ই ডিসেম্বর ২০২৫ ময়মনসিংহের ভালুকায় দীপু চন্দ্র দাসের নৃশংস হত্যাকা⁼ আবারও প্রমাণ করেছে যে একটি গোষ্ঠী যে কোনও উপায়ে হিন্দুদের নির্মূল করতে বদ্ধপরিকর । এটি বন্ধ করা দরকার ।

সিএসএ (সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্ট) আইনটি হিন্দুদের বিরুদ্ধে 'ব্লাসফেমি' আইনের বিকল্প হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, পিটিশনে এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে আইনটি বাতিলের দাবি জানানো হয় । এতে পুনঃ চিন্ময় কৃষ্ণ দাস প্রভুর মুক্তি এবং ইসলাম ধর্মকে অপমান করার মিথ্যা অভিযোগে হিন্দুদের উপর নির্যাতন বন্ধ করার দাবি জানানো হয় । এতে বলা হয়, সমগ্র বিশ্ব জানে যে, বাংলাদেশে হিন্দুরা নির্যাতিত হচ্ছে, এটি দেশের জন্য লজ্জাজনক; মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি এ থেকে জাতিকে মুক্ত করতে পারেন । বাংলাদেশের রাষ্ট্রযন্ত্র 'সাম্প্রদায়িক' হয়ে গেছে, এটিকে অসাম্প্রদায়িক করতে হবে । ড. ইউনূসের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দেশে সাম্প্রদায়িকতা উস্কে দিয়েছে ।

পিটিশনে বলা হয় যে, বাংলাদেশে সংখ্যালঘু বলে কিছু নেই বলে একটি বক্তব্য বারবার আসছে যা সত্য নয় । রাষ্ট্র একটি ধর্মকে প্রাধান্য দেয় এবং অন্য ধর্মকে সম্মান করে না । রাষ্ট্রের ধর্ম থাকলে ধর্মীয় 'সংখ্যালঘু' থাকবে । অতীতে সব সরকার জেনেশুনে মিথ্যাচার করে যে, বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চমৎকার উদাহরণ । যদি তাই হয়, তাহলে ২০২৬ সালে নির্বাচনে ২৯৯টি আসনের মধ্যে মাত্র ৪জন হিন্দু নির্বাচিত হবে কেন? ঐ নির্বাচনে বিএনপি ৬জন, জামায়াত ও এনসিপি ১জন করে সংখ্যালঘু মনোনয়ন দিয়েছিলো । এত আরো বলা হয়, বর্তমান সরকার ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য কার্যকরভাবে কিছু করুক । সম্প্রীতি নিয়ে ভাষণের দরকার নেই । রাষ্ট্রযন্ত্র নিরপেক্ষ হলে এই ধরনের মিথ্যাচারের দরকার পড়েনা ।

রাষ্ট্রকে সকল নাগরিকের জন্যে সমানভাবে কাজ করতে হয়, কোন নির্দিষ্ট ধর্ম বা ধর্মীয় গোষ্ঠীর জন্য নয় । আবেদনে বলা হয়, সোমবার ৩রা ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে, চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের কোনও আইনজীবী চট্টগ্রাম আদালতে তাঁর পক্ষে হাজির হতে পারেননি । এজন্যে আদালত বাধ্য হয় শুনানির তারিখ ০২রা জানুয়ারী ২০২৫ পর্যন্ত পেছাতে । চিন্ময় প্রভুর পক্ষে হাজির হওয়ার কথা ছিলো অ্যাডভোকেট রবীন্দ্র ঘোষ-র তাঁকে আদালত চত্বরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি । এরও আগে চিন্ময় প্রভু'র জামিন শুনানি শেষে তাঁর আইনজীবী রমেন রায়কে চট্টগ্রাম আদালত প্রাঙ্গণে গুরুতর আহত করা হয়, তিনি এখনো শয্যাশায়ী । পিটিশনে বলা হয়, এতসব ঘটনার পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি চিন্ময় প্রভুকে মুক্তি দিন ।

শিতাংশু গুহ ঃ লেখক, সাংবাদিক ও কলামিস্ট নিউইয়র্ক

ডাঃ গোবিন্দ পাল
এম.ডি., এফ.এ.সি.পি
ইন্টারনাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ



Visiting Hours:
Mon-Fri : 6PM-9PM
Sat or Sun : 9AM-2PM

সাক্ষাতের সময়সূচিঃ
সোম-শুক্র ঃ বিকাল ৬টা-রাত ৯টা
শনি-রবি ঃ সকাল ৯টা- বিকাল ২টা

ডাঃ গোবিন্দ পাল
এম.ডি., এফ.এ সি.পি

Gobinda Paul M.D., F.A.C.P.
Board certified internal medicine

87-38 168 PL.
Jamaica, NY 11432
T: (718)-874-0076,
F: (718)-841-7499
Gobindapaul.PC@Outlook.com

ব্রুকলিনের চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড এবং জ্যামাইকাতে বাংলাদেশী ডাক্তার

INAMULHAQUE M SABOOR,MD
USCIS Designated Civil Surgeon
Board Certified Internal Medicine

সেবাসমূহ
❖ জেনারেল চেক আপ ❖ ইকেজি
❖ ডায়াবেটিস ❖ বয়স্ক ভেক্সিনেশান
❖ হাইপারটেনশন ❖ হজ্ব ভেক্সিনেশান
❖ হাই কোলেষ্টরল, এজমা ❖ ব্লাড টেষ্ট ❖ TLC EYE EXAM

আমাদের অফিসে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বসেন



Saboor Waizun Medical PC
আমরা প্রায় সকল প্রকার ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

BROOKLYN
486 MCDONALD AVE
BROOKLYN, NY 11218
PH: (718) 247-7226
Sat, Tues and Thursday: 12:00PM- 7:00PM

JAMAICA
87-12 167TH ST
JAMAICA, NY 11432
PH: (718) 558-0280
Mon, Wed & Friday: 11:00AM to 5:00PM

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

২৫ বছর পর...
২৬ বছরে আগামীর পথে ...

নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক জন্মভূমির ২৬ বছরে পদার্পনের উষালগ্নে সকল পাঠক, লেখক, সাংবাদিক, শুভাকাঙ্ক্ষী ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা, ও অভিবন্দন।

প্রিন্ট, অনলাইন, ফেইসবুক,
ইউটিউব ও সোশ্যাল মিডিয়ায়!

সাপ্তাহিক জন্মভূমি
প্রবাসে বাংলাদেশের মুখ
www.jonmobhumi.com

+1 (646) 327-7964
RatanTalukderLiveNY
RatanTalukderLiveNY
jonmabhumi@gmail.com

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্ক



কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চ্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা নিজস্ব ট্রান্সপোর্টে পিকআপ এবং ড্রপস্ করে থাকি





আমরা ৭ দিনই খোলা সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

Framework Finance LLC

প্রবাসে থেকে নিশ্চিন্তে

বাড়ি করুন দেশে

এই প্রথম আপনার USA-এর
ক্রেডিট কোয়ালিফিকেশন দিয়ে
বাংলাদেশে ফাইনান্স করতে পারবেন
আপনার স্বপ্নের ফ্ল্যাট/জমিটি

বিস্তারিত জানতে এখনই কল করুন

516-508-6698 (USA)
+880-16786-23252 (BD)

অথবা ভিসিট করুন

www.frameworkfinance.com

118-35 QUEENS BOULEVARD FOREST HILLS TOWER,
#400, FOREST HILLS, NY 11375

NRBC BANK RUPAYAN GROUP FDL Lifestyle awaits BUILD

www.jonmobhumi.com



এ সপ্তাহের রাশি ফল

ড. জি সি সরকার

মেষ রাশি : সপ্তাহে প্রেম সম্পর্কে হোক বা বিবাহিত জীবন, নিজের সঙ্গীর প্রতি প্রচন্ড আন্তরিক হওয়ার প্রয়োজন আছে। কেবল জীবনে নয়, নিজের মনেও সঠিক ভাবে স্থান দিতে হবে। এই সপ্তাহে যদি বড় কোনও সিদ্ধান্ত নিতে হয় তা হলে খুব ভাবনাচিন্তা করুন। গুরুজনদের নিয়ে একটু চিন্তা বৃদ্ধি হতে পারে। শিক্ষাবিদ, তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী এবং রন্ধনশিল্পীরা নিজের দক্ষতা দেখানোর সুযোগ পাবেন। আয় যতই হোক, সঞ্চয়ের জন্য একটু ভাবতে হবে। সপ্তাহের শেষের দিকে হঠাৎ কিছু অর্থপ্রাপ্তি হতে পারে।

বৃষ রাশি : সন্তানেরা নিজের প্রতিভা দেখানোর সুযোগ যদি পায়, তা যেন কোনও ভাবে হাতছাড়া না করে। পারিবারিক বিষয়ে কিছু কথা বলার আগে গভীর চিন্তা করুন। হঠাৎ করে নতুন কোনও চাকরির যোগ আসতে পারে এবং চাকরির পরিবর্তনও হতে পারে। ব্যাঙ্কের কর্মীদের জন্য এই সপ্তাহটা একটু চাপের হতে পারে। বিবাহিত মহিলারা আজ নিজের গতিবিধির উপর বিশেষ নজর দিন। মায়ের শারীরিক উন্নতি হবে। কোথাও ভ্রমণে গিয়ে আটকে পড়ার যোগ রয়েছে। চঞ্চল স্বভাব ত্যাগ করতে পারলে ব্যবসায় উন্নতি হবে চোখে পড়ার মতো।

মিথুন রাশি : গোটা সপ্তাহ জুড়ে মনের জোর বাড়ানোর ইচ্ছা থাকলেও, মনের গতি মন্থর থাকবে। নৃত্যশিল্পীদের বাইরে গিয়ে নৃত্য প্রদর্শনী দেখানোর সুযোগ আসতে পারে। প্রেমের সম্পর্কে যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা অত্যন্ত সংযমী থাকুন। এই সপ্তাহে এমন কোনও কথা বলবেন না যার ফলে সম্পর্কে ভাঙন আসে। যাঁরা কেনাবেচার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, তাঁদের খুব ভাল সময়। খাওয়ায় বিশেষ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন রয়েছে, না হলে পেটের সমস্যায় ভোগান্তি হতে পারে। পড়াশোনার দিকে সময়টা খুবই অনুকূল থাকবে, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার বিদ্যার্থীদের।

কর্কট রাশি : বিগত সময়ের তুলনায় ব্যবসায় এই সপ্তাহে প্রচুর পরিবর্তন লক্ষ করা যাবে। ব্যবসায় নতুন করে বিনিয়োগ করতে পারেন।শেয়ারে একটু ওঠানামা দেখা যাবে, তবে খুব খারাপ ফল দেবে না। ব্যবসা-বাণিজ্যের কোনও গোপন তথ্য কাউকে বলবেন না। ঋণের অপেক্ষা এই সপ্তাহে শেষ হতে পারে। সরকারি চাকরিজীবীদের এই সপ্তাহে খুব চাপ বৃদ্ধি পেতে পারে। যাঁরা জমি ক্রয়-বিক্রয় করেন তাঁদের জন্য গোটা সপ্তাহটাই বেশ ভাল দেখা যাচ্ছে। নিজের শরীরের দিকে একটু নজরের প্রয়োজন রয়েছে। স্ত্রীর জন্য কোথাও সুনাম প্রাপ্তি।

সিংহ রাশি : আগে থেকে ভেবে রাখা কোনও কাজ এই সপ্তাহে সফল হতে পারে। বিনোদনের জন্য এই সময়টা বেশ অনুকূল থাকবে।ভাইয়ের সঙ্গে কোনও বোঝাপড়ায় এই সপ্তাহে যাবেন না। অংশীদারি ব্যবসায় লাভ দেখতে পাবেন। বিবাহিত জীবনে সন্দেহ নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝামেলা বাধতে পারে। বন্ধু আপনার জন্য বিশেষ কোনও সুখবর আনতে পারে। বাড়ির কারও ছোটখাটো শারীরিক সমস্যা দেখা দেবে, তা নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই। এই সপ্তাহে কাউকে আর্থিক সাহায্য করতে হতে পারে। বাড়িতে নতুন কিছু কেনার ইচ্ছা থাকলে সপ্তাহের শেষের দিকে কিনতে পারেন।

কন্যা রাশি : সপ্তাহের প্রথমে ভাগ্য আপনার খুব বেশি সঙ্গ না দিলেও, শেষের দিকে ভাগ্যের সঙ্গ খুব ভাল পাবেন। আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন হলেও, এই সপ্তাহে কারও কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য নেবেন না।অভিনয়ের সঙ্গে যুক্তদের শুভ সময় দেখা যাচ্ছে। বাবার চাকরি বিষয়ে কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হতে পারে। পুরনো লগ্নি করা টাকা ফেরত পেতে পারেন। কোনও গুরুদায়িত্ব মাথায় এসে পড়তে পারে, এড়িয়ে যাবেন না। স্ত্রীর সঙ্গে সুন্দর মুহূর্তের সাক্ষী হতে পারবেন। সন্তানেরা বেশ বাধ্য থাকবে।

তুলা রাশি : এই সপ্তাহে আপনার কোনও গোপন রহস্য ফাঁস হয়ে যেতে পারে। সামাজিক কাজে নিযুক্ত হতে হবে।এই সপ্তাহে ভারসাম্য বজায় রাখা উচিত, একটু ভুলেই সমস্যা আসতে পারে। ছোটখাটো আর্থিক সমস্যা আসতে পারে। অপরিচিত কারও সঙ্গে বেশি কথা বলতে যাবেন না। কোনও মহিলার দ্বারা আপনি উপকৃত হবেন। উচ্চ কোনও ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আলোচনায় উন্নতি। সন্তান একটু অমনোযোগী হয়ে উঠবে। সুগন্ধি বিক্রেতারা ব্যবসায় খুব বেশি লাভের আশা রাখতে পারেন। বাড়ির পরিবেশ আপনার পক্ষেই থাকবে।

বৃশ্চিক রাশি : অন্য কোনও অঞ্চলে বিনিয়োগের ব্যবসায় বিশেষ সাবধানতা প্রয়োজন। সপ্তাহের প্রথম দিকে উচ্চ রক্তচাপ থাকলেও, শেষের দিকে আর এই সমস্যা থাকবে না। বাড়িতে এসে অফিসের কোনও বিষয়ে আলোচনা করা ঠিক হবে না। গর্ভবতী মহিলারা খুবই সাবধানে থাকুন, উঁচু স্থানে উঠতে যাবেন না। মানুষের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে খুব শান্তি পাবেন। এই সপ্তাহে পেটের সমস্যা দেখা দিতে পারে, বাইরের মুখরোচক খাবার এড়িয়ে চলাই ভাল হবে। ওষুধ বিক্রেতাদের এই সপ্তাহটা বেশ ভালই দেখা যাচ্ছে। মনের মতো বাড়ির কোনও জিনিস কিনতে পেরে খুব আনন্দ পাবেন।

ধনু রাশি : এই সপ্তাহে কাউকে নিজের ব্যক্তিগত জীবনে প্রবেশ করতে দেবেন না। ডায়াবেটিক রোগীরা ডাক্তারের পরামর্শ নিন। স্বপ্ন পূরণ করতে গিয়ে নিজের অজান্তেই কারও মনে দুঃখ দিয়ে ফেলবেন। মনের মতো প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে সময় কাটাতে পারবেন। পোশাক বিক্রেতাদের জন্য অভাবনীয় সময় হবে এই সপ্তাহটা। দুঃসাহসিক কোনও কাজ এই সপ্তাহে করতে যাবেন না। কলেজের ছাত্রছাত্রীদের নিজের দক্ষতা দেখানোর সময়। বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত কর্মের সঙ্গে যুক্তদের এই সপ্তাহটা বেশ ভাল। আইনি মামলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন।

মকর রাশি : ঝুঁকিপূর্ণ কোনও কাজ এই সপ্তাহে করতে যাবেন না। অপরের জন্য অনেক করেও সুনামের পরিবর্তে বদনাম পাবেন।সম্পত্তি নিয়ে মামলা এই সপ্তাহে জিতে যেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে বিশেষ সুনাম বৃদ্ধি পাবে। যাঁরা আপনার প্রশংসা করতে চাইতেন না, তাঁরা আপনার প্রশংসা আপনার সামনেই করবে। শ্বশুরবাড়ির দিকে সম্মান বৃদ্ধি পাবে। বাড়িতে কোনও মাঙ্গলিক কাজ হতে পারে। তবে এই সপ্তাহে লক্ষভ্রষ্ট হতে পারেন। লেখা-পড়ায় বড় কোনও বাধা আসতে পারে। এই সপ্তাহে আয় যেমন হবে, ব্যয় সেই তুলনায় বেশি হবে।

কুম্ভ রাশি : এই সপ্তাহে আপনার কৌলাহল পছন্দ হবে না, কোনও নির্জন জায়গায় একা থাকতে ভাল লাগবে। বাড়িতে কোনও অনুষ্ঠানের জন্য আত্মীয়দের সঙ্গে পুনঃমিলন হবে।পরিবারের মানুষদের সঙ্গে আনন্দ করে সময় কাটানোয় মনে খুবই শান্তি থাকবে। অফিসের কাজ নিয়ে একটু বিভ্রান্তিতে পড়তে হবে, সপ্তাহের শেষের দিকে এই সমস্যা কেটে যাবে। বাইরে খাবার খেতে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে পারেন। সম্পত্তি ভাগাভাগি নিয়ে বাড়িতে আলোচনা হতে পারে। বাড়িতে কোনও সদস্যের শরীর নিয়ে একটু চিন্তা হতে পারে।

মীন রাশি : এই সপ্তাহে বন্ধুর বাড়িতে কোনও অনুষ্ঠানে যোগদান করতে হতে পারে। অফিসের কাজে বিশেষ মনোযোগ দরকার। কিছু ভুল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। নিজের ভাগ্যের বদল নিজেই অনুভব করতে পারবেন। মন খুব চঞ্চল থাকবে, ধ্যানের মাধ্যমে শান্ত করার প্রচেষ্টা করতে হবে। কোনও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ আসতে পারে। বাড়িঘর সাজানোর জন্য খরচ হতে পারে। এই সপ্তাহে কোনও ডাক্তারি পরামর্শকে অবহেলা করা যাবে না। স্ত্রীর সৌভাগ্যে আপনার কোনও বড় সুযোগ আসতে পারে।

নেত্রকোনায় শিশুধর্ষণে মাদ্রাসাশিক্ষকের মৃত্যুদণ্ড

ঢাকা, নেত্রকোনায় ধর্ষণে ১১ বছরের শিশু অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার ঘটনায় মাদ্রাসাশিক্ষক আমান উল্লাহ মাহমুদীকে (৩০) মৃত্যুদ্ে দিয়েছেন আদালত। রায়ে আদালত আসামিকে মৃত্যুদ্ে দেওয়ার কারণ উল্লেখের পাশাপাশি আবাসিক-অনাবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিশুদের যৌন হয়রানি রোধে কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন, তা-ও জানিয়েছেন। রায়ের পর্যবেক্ষণে আদালত বলেছেন, 'আসামি একজন ধর্মীয় শিক্ষক ও মসজিদের ইমাম হয়ে পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের চরম অপব্যবহার করেছেন।'গতকাল বুধবার দুপুরে নেত্রকোনা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক জেলা ও দায়রা জজ মোহাম্মদ আবদুহু সালাম আলোচিত এ মামলার রায় ঘোষণা করেন। রায়ে আসামিকে মৃত্যুদ্ের পাশাপাশি এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। একই সঙ্গে ধর্ষণের ঘটনায় জন্ম নেওয়া শিশুর ভরণপোষণ, শিক্ষা ও লালন-পালনের সার্বিক দায়িত্ব রাষ্ট্রকে বহনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।মামলার অপর আসামি ও দ্িত মাদ্রাসাশিক্ষকের বড় ভাই মাইমন ওরফে মামুন মিয়ার বিরুদ্ধে ভয়ভীতি দেখানোর অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁকে খালাস দিয়েছেন আদালত। রায় ঘোষণার সময় আসামি আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন ভুক্তভোগী শিশুটির মা। মেয়ে ও নাতনির ভরণপোষণ এবং ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা নিশ্চিত করায় আদালতকে ধন্যবাদ জানান তিনি। রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী নুরুল কবীর প্রথম আলোকে বলেন, মামলায় ১০ সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণসহ ৬০ কার্যদিবসে বিচারকাজ শেষ হয়েছে। মামলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রমাণ ছিল পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) ডিএনএ পরীক্ষার প্রতিবেদন। মৃত্যুদ্ে যে কারণে রায়ের পর্যবেক্ষণে আদালত বলেছেন, 'আসামি একজন ধর্মীয় শিক্ষক ও মসজিদের ইমাম হয়ে পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের চরম অপব্যবহার করেছেন। ১১ বছরের এক অবোধ ও অসহায় ছাত্রীকে দিনের পর দিন ধর্ষণ করে গর্ভবতী করার মতো পৈশাচিক অপরাধের ক্ষেত্রে কোনো সহানুভূতি প্রদর্শনের অবকাশ নেই। আইনের সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে যাবজ্জীবন ও মৃত্যুদ্ের বিকল্প থাকলেও অপরাধের বীভৎসতা বিবেচনায় যাবজ্জীবন কারাদ্ অপর্যাপ্ত হওয়ায় আসামিকে ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়।'

জন্ম নেওয়া শিশুটির অধিকারের নির্দেশনায় আদালত উল্লেখ করেন, নবজাতক কন্যাসন্তানটি তার মা ও মাতুলালয়ের অভিভাবকত্বে থাকবে। সে রাষ্ট্রীয় ও প্রাতিষ্ঠানিক সব ক্ষেত্রে পিতা (দ্িত আসামি) ও মাতাড়ঊভয়ের পরিচয়ে পরিচিত হবে। তার বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত যাবতীয় ভরণপোষণ, শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যয়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব রাষ্ট্র বহন করবে। সরকার পরবর্তী সময়ে এই অর্থ দ্িত আসামির সম্পত্তি থেকে বকেয়া ভূমি রাজস্বের মতো করে আদায় বা বাজেয়াপ্ত করবে।











www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

GOLDEN AGE HOME CARE

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে,
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো



Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-448-5983, Fax: 347-275-0834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

Design by: diceprint.com 929-538-7909

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com



৮১ বছর বয়সে বুকার জয়

হ্যারিসন। ৮১ বছর বয়সে এ পুরস্কার জয়ের মাধ্যমে তিনি বুকার পুরস্কারের ইতিহাসে সবচেয়ে প্রবীণতম বিজয়ী হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন।

প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী, স্থানীয় সময় গত সোমবার সন্ধ্যায় লন্ডনের এক অনুষ্ঠানে লেখকের হাতে ৫০ হাজার পাউন্ড অর্থমূল্যের মর্যাদাপূর্ণ এ সাহিত্য পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। ঔপন্যাসিক ও সমালোচক হিসেবে দীর্ঘ ছয় দশকের ক্যারিয়ারে বিজ্ঞাপনী কল্পবিজ্ঞান এবং ফ্যান্টাসি ঘরানার সাহিত্য রচনায় হ্যারিসনের সুনাম থাকলেও এটি তাঁর প্রথম বুকার জয়। তাঁর এই বুকার জয় কল্পনামূলক সাহিত্যের জন্য এক বিরল জয় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। পুরস্কার গ্রহণকালে হ্যারিসন বলেন, 'শিল্পায়িত সাহিত্যের এই যুগে এখনো এমন সাহিত্য পুরস্কারের গুরুত্ব অপরিসীম।' প্রসঙ্গত, এবার বুকার জয়ে আগে একবার একই পুরস্কার জয়ী ডগলাস স্টুয়ার্ট এবং মার্লন জেমসের মতো সাহিত্যিকদের পেছনে ফেলেছেন জন হ্যারিসন। 'দ্য এন্ড অব ইভরিথিং' হ্যারিসনের লেখা ত্রয়োদশ উপন্যাস। এখানে ফিলিপ টেনেন্ট নামে এক ব্যক্তি এবং তার বৃদ্ধা খালা মার্নির গল্প তুলে ধরা হয়েছে। বিশ্লেষকদের ভাষ্য অনুযায়ী, এই উপন্যাস পাঠককে মানবীয় বোধগম্যতার সীমারেখাকে গভীর অনুসন্ধানের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। এর পাঠককে যেমন সম্পূর্ণ নতুন এক চিন্তার মুখোমুখি দাঁড় করাবে, তেমনি মুখে একটুখানি বাঁকা হাসিও এনে দেবে। আবার বিষয়বস্তুর জটিলতা সত্ত্বেও অদ্ভুতভাবে পাঠককে ভাসাবে আশাবাদের ঢেউয়ে।

রোহিঙ্গা গণহত্যা মামলায় ১৯ নভেম্বর ঐতিহাসিক রায় দেবে আন্তর্জাতিক বিচার আদালত

জানিয়ে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ) বলেছে, রোহিঙ্গাদের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ প্রচেষ্টায় এই রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হয়ে উঠতে পারে।

আদালতের চূড়ান্ত রায়ের আগে মামলার গুরুত্বপূর্ণ আইনি ও মানবিক বিষয়গুলো তুলে ধরে একটি প্রশ্নোত্তরভিত্তিক (ছঅ) বিশ্লেষণ প্রকাশ করেছে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ। সংস্থাটি বলছে, এই মামলার মাধ্যমে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে ২০১৭ সালে রোহিঙ্গাদের ওপর পরিচালিত সামরিক অভিযানের দায় আন্তর্জাতিক আইনের আলোকে নির্ধারণের সুযোগ তৈরি হয়েছে।

২০১৭ সালের আগস্টে মিয়ানমারের নিরাপত্তা বাহিনী দেশটির রাখাইন রাজ্যের উত্তরাঞ্চলে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক সামরিক অভিযান শুরু করে। ওই অভিযানে গণহত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ এবং অন্যান্য গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ ওঠে। সহিংসতা ও নিপীড়নের মুখে সাত লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা সীমান্ত পেরিয়ে প্রতিবেশী বাংলাদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ২০১৯ সালের নভেম্বরে গাম্বিয়া আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। গাম্বিয়ার অভিযোগ, রোহিঙ্গাদের ওপর পরিচালিত নৃশংসতা ১৯৪৮ সালের গণহত্যা প্রতিরোধ ও শাস্তি সনদের লঙ্ঘন এবং এসব কর্মকা গণহত্যার শামিল। মামলাটি কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফৌজদারি বিচার নয়। বরং আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে গণহত্যা প্রতিরোধ ও শাস্তি সনদের বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘনের জন্য মিয়ানমার রাষ্ট্রের দায় রয়েছে কি না, সে বিষয়ে আদালতের আইনি সিদ্ধান্ত চাওয়া হয়েছে।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের জ্যেষ্ঠ আন্তর্জাতিক বিচারবিষয়ক পরামর্শক মারিয়া এলেনা ভিগনোলি বলেন, রোহিঙ্গা গণহত্যা মামলায় আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের রায় ন্যায়বিচারের জন্য রোহিঙ্গাদের দীর্ঘ সংগ্রামে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত হিসেবে বিবেচিত হবে। তিনি বলেন, এই রায় বিশ্বকে আরও একবার স্মরণ করিয়ে দেবে যে রোহিঙ্গাদের ওপর নিপীড়ন এখনো অব্যাহত রয়েছে। মানবাধিকারকে সম্মান করে এমন দেশগুলোর উচিত রোহিঙ্গাদের পাশে দাঁড়াতে, সংঘটিত নৃশংসতার বিচার নিশ্চিত করতে এবং তাঁদের নিরাপদ ও স্বেচ্ছামূলক প্রত্যাবাসনের পরিবেশ তৈরিতে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ জানিয়েছে, আগামী ১৯ নভেম্বর ঘোষিতব্য রায়টি হবে চূড়ান্ত। এ রায়ের বিরুদ্ধে আপিলের কোনো সুযোগ নেই। এর মধ্য দিয়ে গাম্বিয়া ও মিয়ানমারের মধ্যকার এই মামলায় আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের বিচারিক কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘটবে। তবে আদালতের রায় রোহিঙ্গাদের বাস্তব জীবনে কতটা পরিবর্তন আনবে, তা নির্ভর করবে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলোর সহযোগিতা, আন্তর্জাতিক চাপ এবং রায় বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপের ওপর।বাংলাদেশের জন্যও এই রায়ের গুরুত্ব বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ ২০১৭ সালের সহিংসতার পর পালিয়ে আসা সাত লাখের বেশি রোহিঙ্গাসহ বর্তমানে বিপুলসংখ্যক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়ে আছেন। তাঁদের নিরাপদ, স্বেচ্ছামূলক ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসনের প্রশ্নটি দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের অন্যতম বড় মানবিক ও



চাঁদে বসবাসের জন্য নতুন প্রজন্মের নভোচারী

প্রজন্মের নভোচারীর খোঁজ। এই নভোচারীরা চাঁদে গিয়ে ঘাঁটি গড়ে বসবাস করবেন। নাসা বলছে, তাঁদের হাত ধরেই 'মহাকাশে মানবজাতির ভবিষ্যৎ' গড়ে উঠবে।

গত শনিবার এমন ঘোষণা দেন নাসার প্রশাসক জ্যারেড আইজ্যাকম্যান। তিনি বলেন, 'আমরা যাঁদের নির্বাচন করব, তাঁদের কেউ চাঁদে হাঁটতে পারবেন। কেউ চাঁদের ঘাঁটিতে বসবাস ও কাজ করতে পারবেন। একই সঙ্গে মঙ্গলে নভোচারী পাঠানোর কাজেও ভূমিকা রাখতে পারবেন।'

নতুন নিয়োগের ঘোষণাটি নাসার আর্টেমিস কর্মসূচির অংশ। আর্টেমিস কর্মসূচির মাধ্যমে চাঁদে আবার মানুষ পাঠাতে চায় সংস্থাটি। সম্প্রতি আইজ্যাকম্যানসহ নাসার অন্যান্য কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ২০২৮ সালে আবারও নভোচারীদের চাঁদে পাঠানোর পরিকল্পনার রয়েছে তাঁদের।

নাসার তথ্য অনুযায়ী, নভোচারী হিসেবে আবেদনকারীদের মার্কিন নাগরিক হতে হবে। এ ছাড়া বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল বা গণিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। থাকতে হবে পাইলট হিসেবে প্রশিক্ষণ। পাশাপাশি চিকিৎসাবিজ্ঞানে প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসহ থাকা চাই নানা দক্ষতা।

নাসার ওয়েবসাইটে আগামী ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন জমা দেওয়া যাবে। ২০২৭ সালের শেষ দিকে চূড়ান্তভাবে তাঁদের নির্বাচিত করা হবে। এরপর শুরু হবে প্রশিক্ষণ। এর আগে ২০২৪ সালে নতুন নভোচারী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল নাসা। ৮ হাজারের বেশি আবেদনকারীর মধ্য থেকে সে সময় ১০ জনকে নির্বাচিত করা হয়েছিল।

কূটনৈতিক চ্যালেঞ্জ জনগোষ্ঠীর বঞ্চনা

একদিকে বঞ্চনা, অন্যদিকে বহুমাত্রিক দারিদ্র্য। ভালো নেই নানা জনগোষ্ঠীর এবং বিভিন্ন শহরের ভাসমান ও বস্তিবাসী মানুষ। এ যেন তাদের নিয়তির অমোঘ লিখন! সার্বিক বিচারে দারিদ্র্য কমলেও তার সুফল দেশের সব জনগোষ্ঠীর কাছে সমানভাবে পৌঁছেনি। বিভিন্ন শহর-বন্দরের ভাসমান এবং হাওড়াঞ্চলের নিম্ন আয়ের মানুষ, চা-শ্রমিক, দলিত স্যানিটেশনকর্মী, নারী কৃষিশ্রমিকসহ জনগোষ্ঠীর একটা বড় অংশই দারিদ্র্য ও নানা বঞ্চনার মধ্যে রয়েছে। সিপিডির এক গবেষণা প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়েছে। তাতে উল্লেখ্য করা হয়, জাতীয় পর্যায়ে চরম দারিদ্র্যের হার যেখানে ৫ দশমিক ৬ শতাংশ, সেখানে চা-শ্রমিকদের মধ্যে এই হার সর্বোচ্চ ২২ দশমিক ৮ শতাংশ। কী বৈপরীত্য! জাতীয় গড়ের তুলনায় সাধারণ দারিদ্র্যের হারও এসব জনগোষ্ঠীর মধ্যে অনেক বেশি। নানা ক্ষেত্রেই রয়েছে বিরাট বৈষম্য।

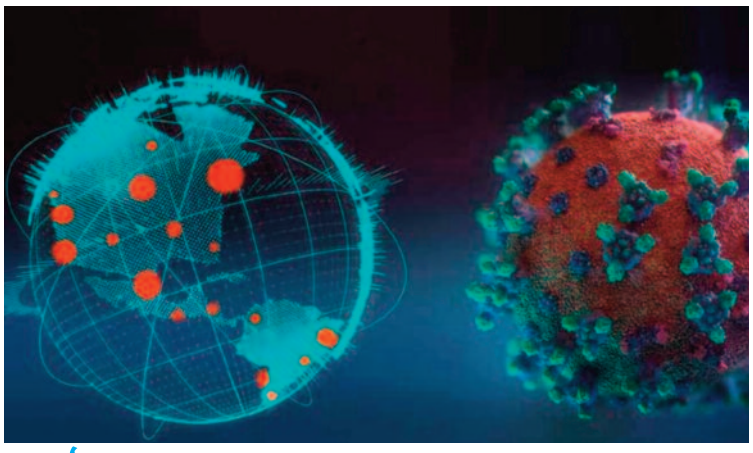








অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



উৎসবের ভোজের পর পেটে তীব্র ব্যথা, যা করবেন

উৎসবের আনন্দে নানা পদের খাবার খেতে গিয়ে অনেকেই স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি খেয়ে ফেলেন। মাংস, পোলাও, বিরিয়ানি, ভাজাপোড়া ও মিষ্টি–সব মিলিয়ে অতিরিক্ত খাবার খাওয়ার পর পেটে অস্বস্তি বা ব্যথা হতে পারে। তবে হঠাৎ পেটে তীব্র ব্যথা শুরু হলে সেটিকে শুধু বদহজম ভেবে এড়িয়ে যাওয়া ঠিক নয়। অতিরিক্ত খাবারের চাপ ছাড়াও পেটের ভেতরে বিভিন্ন সমস্যার কারণে এমন ব্যথা হতে পারে। তাই ব্যথা শুরু হলে কী করবেন, কোন বিষয়গুলো এড়িয়ে চলবেন এবং কখন চিকিৎসকের কাছে যাবেন, তা জানা জরুরি।

ব্যথা শুরু হলে বিশ্রাম নিন

খাওয়ার পর পেটে অস্বস্তি বা ব্যথা শুরু হলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিন। তাড়াহুড়ো করে শুয়ে না পড়ে সোজা হয়ে বসুন। অল্প অল্প করে পানি পান করুন। একবারে বেশি পানি পান করা বা আরও খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকুন। ব্যথা না কমা পর্যন্ত ভারী খাবার এড়িয়ে চলুন।

হালকা খাবার খান

পেটের অস্বস্তি থাকলে সহজে হজম হয় এমন খাবার অল্প পরিমাণে খেতে পারেন। অতিরিক্ত তেল, মসলা, চর্বিযুক্ত খাবার ও ভাজাপোড়া এড়িয়ে চলুন। কোমল পানীয় এবং অতিরিক্ত চা-কফি পান না করাই ভালো। খাবার খাওয়ার পরপরই শুয়ে পড়বেন না।

নিজের ইচ্ছায় ওষুধ খাবেন না

পেটে ব্যথা হলেই নিজের ইচ্ছায় ব্যথানাশক বা গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ খাওয়া ঠিক নয়। কারণ, সব ধরনের পেটব্যথার কারণ এক নয়। ওষুধ খেয়ে সাময়িকভাবে ব্যথা কমলেও ভেতরের সমস্যা থেকে যেতে পারে। ব্যথা বেশি হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

যেসব লক্ষণ দেখলে সতর্ক হবেন

পেটের ব্যথা তীব্র হলে, ক্রমেই বাড়তে থাকলে বা দীর্ঘ সময়েও না কমলে অবহেলা করবেন না। বিশেষ করে ব্যথার সঙ্গে বারবার বমি, জ্বর, পেট ফুলে যাওয়া, পেট শক্ত হয়ে যাওয়া, চোখ বা ত্বক হলুদ হওয়া কিংবা পায়খানা ও গ্যাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত হাসপাতালে যেতে হবে। মাথা ঘোরা বা অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি হলেও জরুরি চিকিৎসা প্রয়োজন।

কখন হাসপাতালে যাবেন

বিশ্রাম নেওয়ার পরও ব্যথা না কমলে বা স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। হঠাৎ অসহ্য ব্যথা শুরু হলে কিংবা ওপরের সতর্কতামূলক লক্ষণগুলোর কোনোটি দেখা দিলে অপেক্ষা না করে হাসপাতালে যান। প্রয়োজন অনুযায়ী চিকিৎসক পরীক্ষা করে ব্যথার কারণ নির্ধারণ করবেন।

উৎসবের খাবার উপভোগ করতে গিয়ে অতিরিক্ত খাওয়া এড়িয়ে চলুন। একবারে বেশি না খেয়ে অল্প অল্প করে খাবার খান এবং খাবারের মধ্যে ভারসাম্য রাখুন। ভোজের পর পেটে সামান্য অস্বস্তি হলে বিশ্রাম ও হালকা খাবারে উপকার মিলতে পারে। তবে তীব্র বা স্থায়ী ব্যথাকে সাধারণ বদহজম ভেবে অবহেলা করবেন না। সময়মতো চিকিৎসা নেওয়াই জটিলতা এড়ানোর সবচেয়ে নিরাপদ উপায়।

নারীদের পেশির শক্তি বাড়াতে উপকারী ৫ ব্যায়াম

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই পেশির শক্তি ও ভারসাম্য কমতে থাকে। বিশেষ করে নারীদের হাড়ের ঘনত্ব কমে যাওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। সুস্থ থাকতে নিয়মিত শক্তিবর্ধক ব্যায়াম করা জরুরি। এর জন্য জিমে ভর্তি হওয়া বা দামি যন্ত্রপাতি কেনার প্রয়োজন নেই। মেঝেতে করা যায় এমন পাঁচ ব্যায়ামের কথা বলা হয়েছে আনন্দবাজারের এক প্রতিবেদনে।

স্কোয়াট

উরু, নিতম্ব এবং কোমরের পেশি শক্তিশালী করতে স্কোয়াট অত্যন্ত উপকারী। এই পেশিগুলিই হাঁটাচলা, সিঁড়ি দিয়ে ওঠা এবং চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ানোর মতো কাজে সাহায্য করে। প্রথমে দুই পা কাঁধের সমান দূরত্বে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়ান। এবার হাঁটু ভাঁজ করে কোমর পিছনের দিক দিয়ে নামান, যেন পিছনে একটি চেয়ারে বসতে যাচ্ছেন। বুক সোজা রাখুন এবং হাঁটু যেন পায়ের আঙুলের দিকেই থাকে। তারপর আবার সোজা হয়ে দাঁড়ান। শুরুতে ৮-১২ বার করতে পারেন। যাঁদের হাঁটুতে সমস্যা রয়েছে বা স্কোয়াট করতে অসুবিধা হয়, তাঁরা পেছনে একটি মজবুত চেয়ার রেখে তার উপর বসার মতো করে ধীরে ধীরে নেমে আবার উঠে দাঁড়াতে পারেন।

গ্লুট ব্রিজ

নিতম্ব, কোমর ও পিঠের নিচের অংশের পেশি শক্তিশালী করতে গ্লুট ব্রিজ ভালো ব্যায়াম। এটি তুলনামূলক ভাবে সহজ এবং অস্থিসন্ধির উপর চাপও কম পড়ে। প্রথমে মেঝেতে চিত হয়ে শুয়ে হাঁটু ভাঁজ করুন। দুই পায়ের পাতা মেঝেতে রাখুন এবং দুই পা কোমরের সমান দূরত্বে রাখুন। গোড়ালির উপর ভর দিয়ে ধীরে ধীরে কোমর ও নিতম্ব মাটি থেকে তুলুন। মাথা ও কাঁধ মেঝেতে থাকবে কেবল। কাঁধ থেকে হাঁটু যতক্ষণ না সরলরেখায় আসে, ততক্ষণ শরীর উপরের দিকে তুলতে হবে। উপরে তুলে নিতম্বের পেশি কয়েক মুহূর্ত শক্ত করে ধরে রাখুন। তার পর ধীরে ধীরে নিচে নামুন। ১০-১২ বার দিয়ে শুরু করতে পারেন।

ইনক্লাইন পুশআপ

পুশ-আপ শুধু হাতের ব্যায়াম নয়। বুক, কাঁধ, বাহু এবং কোরের পেশিও এতে সক্রিয় হয়। তবে শুরুতেই মেঝেতে ভর দিয়ে পুশআপ করার প্রয়োজন নেই। প্রথমে দেয়াল, রান্নাঘরের কাউন্টার বা মজবুত টেবিলের উপর দুই হাত রাখুন। হাত কাঁধের সমান দূরত্বে থাকবে। শরীর মাথা থেকে গোড়ালি পর্যন্ত সোজা রেখে ধীরে ধীরে বুক সামনের দিকে নামান। তার পর হাতের সাহায্যে আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসুন। শুরুতে ৬-১০ বার করতে পারেন। অভ্যাস বাড়লে দেওয়ালের বদলে হাঁটুর উপর ভর দিয়ে এবং শেষে মেঝেতে সাধারণ পুশআপ করার চেষ্টা করতে পারেন।

প্ল্যাঙ্ক

পেট ও পিঠের পেশি শক্তিশালী করার পাশাপাশি শরীরের ভঙ্গি ঠিক রাখতে সাহায্য করে প্ল্যাঙ্ক। কোমরের পেশি মজবুত হলে দৈনন্দিন কাজের সময়ে শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখাও সহজ হয়। মেঝেতে উপুড় হয়ে শুয়ে দুই কনুই কাঁধের ঠিক নিচে রাখুন। এবার কনুই ও পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়ে শরীর মাটি থেকে তুলুন। মাথা থেকে গোড়ালি পর্যন্ত শরীর সোজা রাখুন। পেটের পেশি টানটান থাকবে। কোমর যেন নিচে ঝুলে না যায় বা বেশি উপরে উঠে না থাকে। প্রথমে ১৫-৩০ সেকেন্ড ধরে রাখার চেষ্টা করুন। অসুবিধা হলে পায়ের আঙুলের বদলে হাঁটুর উপর ভর দিয়েও করা যায়।

বার্ড ডগ

শরীরের ভারসাম্য, পিঠের পেশি, নিতম্ব এবং কোর শক্তিশালী করতে বার্ড ডগ উপকারী। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি কমাতে এমন ভারসাম্যের ব্যায়ামও গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমে হাত ও হাঁটুর উপর ভর দিয়ে মেঝেতে বসুন। হাত থাকবে কাঁধের ঠিক নিচে এবং হাঁটু কোমরের নিচে। এবার ডান হাত সামনের দিকে সোজা করুন এবং একই সঙ্গে বাঁ পা পিছনের দিকে তুলে সোজা করুন। কোমর যেন এক দিকে হেলে না যায়, খেয়াল রাখুন। কয়েক মুহূর্ত ধরে রেখে আগের অবস্থায় ফিরে আসুন। এবার বাঁ হাত ও ডান পা দিয়ে একই ভাবে করুন। প্রতি দিকে ৬-১০ বার করতে পারেন।

১০ হাজার কদম নয়, সুগার নিয়ন্ত্রণে জাপানি পদ্ধতিতে হাঁটুন

রোগহীন, সুস্থ জীবনের জন্য চিকিৎসকেরা নিয়মিত হাঁটার পরামর্শ দেন। অনেক চিকিৎসক প্রতিদিন ১০ হাজার কদম হাঁটার কথা বলেন। কিন্তু জাপানিরা সুস্থ থাকতে এত কদম হাঁটাকে গুরুত্ব দেন না। এর পরিবর্তে, তাঁরা তাঁদের নিজস্ব এক রহস্য অনুসরণ করেন যা তাঁদের দেশের একশো বছরের প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অংশ। এ পদ্ধতি এতটাই কার্যকরী যে, গোটা বিশ্বে এটি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। জনপ্রিয়তা লাভ করা 'জাপানিজ ওয়াকিং মেথড' বহু মানুষকে আকৃষ্ট করছে। এটি 'ইন্টারভাল ওয়াকিং ট্রেনিং' নামেও পরিচিত। এ পদ্ধতিটি উদ্ভাবন করেছে জাপানের শিনশু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা।

সাধারণ হাঁটার সময় আমরা একটি নির্দিষ্ট গতিতে হাঁটি, কিন্তু এই জাপানি পদ্ধতিতে হাঁটার গতিতে বৈচিত্র্য আনতে হয়। এর মূল সূত্রটি হল ৩:৩। অর্থাৎ, প্রথম ৩ মিনিট আপনার যতটা সম্ভব দ্রুত হাঁটা উচিত। এই সময়ে আপনার হৃদস্পন্দন বাড়তে থাকবে। তবে এর মানে এই নয় যে, আপনাকে প্রথম দিন থেকেই ৩ মিনিট খুব দ্রুত হাঁটতে বা দৌড়তে হবে। প্রথম দিন ৩০ সেকেন্ড দ্রুত দৌড়ান এবং তারপর ধীরে ধীরে এই সময় বাড়ান।

তিন মিনিট দ্রুত দৌড়নো বা হাঁটার পর তিন মিনিট বিশ্রাম নিন। একটি গভীর শ্বাস নিন। তারপর, একই গতিতে আরও তিন মিনিট হাঁটুন বা দৌড়ান। আধঘণ্টা ধরে এটি পুনরাবৃত্তি করুন। এটি একটি ধীর গতির দৌড়। এতে খুব বেশি অসুবিধা হয় না এবং আপনি এটি বেশ আরামেই করতে পারবেন। আসলে একটানা হাঁটার মতো শারীরিক শক্তি সবার থাকে না। তবে তিন মিনিটের পরিবর্তে, আপনি এটি এক বা দুই মিনিটের বিরতিতেও করতে পারেন। অর্থাৎ, এক মিনিট দ্রুত হাঁটা বা দৌড়ানোর পর এক মিনিট বিশ্রাম নিতে পারেন।

আমরা সাধারণত দিনে ১০ হাজার পদক্ষেপ হাঁটাকে সর্বোত্তম বলে মনে করি। গবেষণা থেকে জানা যায়, ৩০ মিনিটের বিরতিতে হাঁটলে আরও বেশি উপকার পাওয়া যায়।

ব্রুকলীন চার্চ ম্যাকডোনাল্ডে বাংলাদেশী ডাক্তার
SAYERA HAQUE, M.D
আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
এটেন্ডিং ফিজিসিয়ান, ই. আর, কনি আইল্যান্ড হাসপাতাল
সেবাসমূহ
• জেনারেল চেকআপ • হাই কোলেস্টরল এজমা • TLC/Motor Vehicle Exam
• শারীরিক পরীক্ষা • ইকেজি
• ডায়াবেটিস • বয়স্ক ভেক্সিনেশান
• হাইপারটেনশন • ব্লাড টেস্ট
• মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরণের রোগের চিকিৎসা করা হয়।
আমাদের অফিসে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বসেন
We accept most of the Insurances
Haque Medical Office, PC
540 McDonald Ave., Brooklyn, NY-11218
"F" Train and Bus B35, B67
Office Hours
TTuesday: 12pm-8pm
Thursday: 12pm-8pm
Saturday: 12pm-8pm
Friday: 1pm-5pm
Monday: 11am-6pm
Tel: 718-633-5883/5800, 347-715-7593

আপনার কথা, আপনার ব্যথা বাংলায় বলুন, বাংলায় শুনুন



ডাঃ সমীর সরকার, এমডি
Board Certified
Internal Medicine
Pulmonary Medicine
Critical Care Medicine
Also Specialized in Sleep Medicine
দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন England & America তে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত
Triple Board Certified বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Attending Physician - Jamaica Hospital
134-20 Jamaica Avenue, Jamaica, NY 11418
Tel: 718-206-6742

www.jonmobhumi.com



বয়স বাড়ুক, টিকে থাকুক সৌন্দর্য ও আত্মবিশ্বাস

সাদিয়া আহমেদ

কেস স্টাডি ১ : শোভা, বয়স ৪১। সাংসারিক বিভিন্ন কাজের চাপে সে ইদানীং ক্লান্ত। নিজের যত্নের জন্য সময় বের করা তার জন্য এখন সবচেয়ে কঠিন কাজ। শুধু মনে হয় বুড়ি হয়ে গেলাম, কী আছে আর জীবনে। কিন্তু শোভার খুব ইচ্ছা করে সেই ইউনিভার্সিটি লাইফের মতো আবারও আধুনিক বেশে টক টক করে ঘুরে বেড়াতে। কেস স্টাডি ২ : জীবনের ব্যস্ততায় হিমশিম খাওয়া তুলি এখন ভুলেই গেছে, দিন শেষে নিজের ত্বকের, চুলের যত্ন নিতে হয়। একদিকে চাকরির প্রোমোশনের চিন্তা অন্যদেকে সংসার। কখনো কি সময় মিলবে মেনিকিউর, পেডিকিউরের জন্য একটু পার্লারে যাওয়ার? নাকি মেনে নিতে হবে অযত্ন অবহেলায় এ বুড়িয়ে যাওয়াকে?

কেস স্টাডি ৩ : চল্লিশ পার হতে না হতেই চুল-ত্বক সব রুক্ষ হয়ে যাওয়ায় মিলির মেজাজ আরও রুক্ষ হয়ে গেল। আরও রাগ লাগে যখন স্বামী অভিমান করে বলে আগে তো কত সুন্দর ছিলে! এখন এ অবস্থা কেন? আত্মীয়স্বজনরা যখন বলে বসে, কী ব্যাপার, চেহারার এ অবস্থা কেন, বুড়ি হয়ে গেলে নাকি?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মেয়েদের তুলনা করেছেন সর্বংসহা ধরিত্রীর সঙ্গে। বিশেষ করে বিয়ের পর। মেয়েদের যে বয়সেই বিয়ে হোক না কেন, সব দায়িত্ব, দায়ভার আমরা আমাদের কাঁধে তুলে নিই। বয়স্কদের সেবা যত্ন, স্বামীর মন রক্ষা, শিশুদের দেখভাল-সবই ওই সংসারের স্ত্রীর কর্তব্য এবং একজন নারীর এটাই ভবিতব্য। এই হঠাৎ চাপে পড়ে সেই স্ত্রী বা নারী ভুলেই যান তার জীবনের কথা। তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা, ভালোলাগা, তার স্বাস্থ্য, তার অভ্যাস, আগে কি ছিল, এখন কী হচ্ছে, কোথায় আছে তার নিজের জগৎ-চিরচেনা রাস্তাগুলো হয়ে যায় অচেনা। অনেকে ভুলেই যান, একসময়ের চুল কালার করে রিকশায় হুড ফেলে ইউনিভার্সিটির সব থেকে আকর্ষণীয় নারী ছিলেন তিনিই।

জীবনের টার্গেট পূরণ হোক বা না হোক, নিজের পছন্দ, অভ্যাসকে বলি দেওয়া যাবে না। বিসর্জন দেওয়া যাবে না নিজের কোমফোর্ট জোনকে। মনে রাখতে হবে নিজের স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য হলো তার সব থেকে ভালো বন্ধু। বুড়িয়ে যাওয়া রোধে প্রধান যে পুষ্টি উপাদানগুলো খুব কাজে দেবে তা হলো পর্যাপ্ত প্রোটিন গ্রহণ। প্রতিদিন দুধ এক গ্লাস, ডিম একটি আর মাছে মিটবে চাহিদা। এ ছাড়া মাংসপেশি, হাড়, টিস্যু পুনর্গঠনের জন্যও প্রোটিন অপরিহার্য। স্বাস্থ্যকর ফ্যাট বিশেষ করে ওমেগা-৩ মাছ, বাদাম, বিচিজাতীয় খাদ্য থেকে আসে। শস্যজাতীয় খাবার আমাদের শরীরে অভ্যন্তরীণ স্বাস্থ্য ভালো রাখে।

ক্যালসিয়াম, ভিটামিন ডি, আয়রন, জিংক, বি ভিটামিন-এর চাহিদা মিটাবে কলা, কমলা, আপেল ও দেশীয় ফলমূলে।

পাশাপাশি অতিরিক্ত চিনি, প্রসেশড ফুড, স্মোকিং, অতিরিক্ত চিন্তা পরিহার করতে হবে। এ ছাড়া প্রতিদিন হালকা কিছু ব্যায়াম, ৮-১০ ঘণ্টা ঘুমের নিয়মিত অভ্যাস করতে হবে। সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি থেকে নিজেকে রক্ষা করে চলতে হবে। নিয়মিত স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে বয়সকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব। তাই আজই ডায়েট লিস্ট তৈরি করুন, ভালোবাসুন নিজেকে। পাশাপাশি মনের স্বাস্থ্য ঠিক রাখতেও সঠিক খাদ্যাভ্যাস জরুরি। এ ছাড়া ইয়োগা, ঘুরে বেড়ানো, হাসিখুশি জীবনযাপন, প্রফুল্লতা, বয়সের ছাপকে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। তাই গুরুত্ব দিতে হবে এসব বিষয়কেও।

সমাজ ও পারিবারিক ব্যবস্থায় নারী

মোর্শেদা মৌ

নারী, তার থাকে বহুরূপ। কখনো মাতা, কখনো কন্যা, কখনো স্ত্রী, কখনো ভগ্নি। তবে পরিচয় একই, সে শুধু নারী। যখন পুত্রসন্তানের জন্ম দেয়, তখন চারদিকে খুশির ফোয়ারা বয়ে যায়; কন্যাসন্তান জন্ম দিলে ঠিক তার উলটো হয় এ একবিংশ শতাব্দীতেও। একটি মেয়ে কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে প্রবেশ করে, চোখে অজস্র লাল-নীল স্বপ্ন সাজায়। পারিবারিক বন্ধন ছেড়ে একসময় চলে যেতে হয় সম্পূর্ণ অচেনা পরিবেশে। বিদায়বেলা বাবা-মায়ের দিব্যি থাকে, সমাজে আমাদের মাথা নিচু করও না। গুরুজনকে সম্মান করও, কারও মনে কষ্ট দিও না।

ধরাবাঁধা নিয়মে ধীর পদক্ষেপে প্রবেশ করে স্বামীর ঘরে। পুরুষশাসিত সমাজে শুরু হয় গাম্ভীর্যপূর্ণ আচরণ। মানে, নারী জন্মায় সবার সুখের জন্য, সবার মন জুগিয়ে চলার জন্য। সবকিছু মানিয়ে নিয়ে পথচলা শুরু হয় তার। সবার সুখের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উজাড় করে দেয় নারী। তারপরও গতানুগতিক কিছু মানুষের বৈরী আচরণ থেকেই যায়। সারাক্ষণ আতঙ্কে কাটে। হয়তো কোথাও ভুল হয়ে গেছে, এটা ভেবে আরও বেশি উদ্যমী হয়। পরিবারের সবচেয়ে ভরসাস্থল প্রিয়জনের মুখখানি ভেসে ওঠে চোখের সামনে। মনের অব্যক্ত কথাগুলো বলবে, নিজেকে হালকা করবে। তারপর ব্যক্তিটি ঘরে আসে। প্রতিদিনের মতো সেবা যত্নের পর মুখ খুলতেই একটা বিরক্তির ছাপ স্পষ্ট হয় চেহারায়। কর্কশ গলায় বলে, 'এসব শুনতে ভালো লাগে না।'

থমকে যায় নারী, হোঁচট খায় জীবন চলার পথে। অনেক কথা উদয় হয় মনের আকাশে। কিছু বলতে পারে না। তিনি কষ্ট পেলে অপয়া, অলক্ষ্মী তকমা লেগে যাবে জীবনের সঙ্গে। কর্তাকে হারানো যাবে না কিছুতেই। চিরচেনা মুখটি ক্রমেই অচেনা হতে শুরু করে। চোখের সামনে কালো পর্দা নেমে আসে। পৃথিবীটাকে অন্ধকার মনে হয়। বেঁচে থাকার সব অর্থই যেন মূল্যহীন হয়ে পড়ে। তারপরও বেঁচে থাকে সংসারে। বেঁচে থাকতে হয় সমাজে।

আদর্শ নারী বলতে আমরা বুঝি, নারী জোরে হাসতে পারবে না, জোরে কদম ফেলে মাটিতে হাঁটতে পারবে না। নিজের সব কষ্ট বুকে ছাইচাপা দিয়ে হাসতে হবে। অথচ অন্তরে বয়ে যাবে কালবৈশাখীর তা-বলীলা। বাস্তবে তাকে থাকতে হবে নীরব, নিথর। কিন্তু কেন? কীসের জন্য? কার জন্য এ ছলনা? এ সমাজটার জন্য তো! কী হবে এ সমাজ দিয়ে? কী হবে আদর্শ নারী সেজে? অসহ্য যন্ত্রণায় ব্যথায় ছটফট করে নারী। জীবনের হিসাব মেলাতে ব্যর্থ হয়ে ডুকরে কেঁদে ওঠে। তখন সমাজ তাকে শোনায় না সান্ত্বনার বাণী। মিলিয়ে দেয় না তার বাস্তব জীবনের কঠিন হিসাব। নারীও মানুষ, রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ। তার জীবনে দুঃখ থাকবে, কষ্ট থাকবে। কিন্তু পরিত্রাণের পথ থাকবে না? তাহলে কেমন সমাজ? স্বামী শুনবে না তার যন্ত্রণার কথা, শেয়ার করবে না তার দুঃখ-কষ্ট। তাহলে কেমন বন্ধন? অথচ এ নারী কত রাত জেগে ঘুমহীন চোখে কত সমস্যার কথা শোনে, কষ্টের কথা শোনে। সান্ত্বনা দেয় আন্তরিকভাবে, সহানুভূতিশীলা হয়ে পাশে দাঁড়ায়। কেন আজও তাকে কালো পর্দা চোখে লাগিয়ে অন্ধ লোকের মতো পথ চলতে হয়?

জগৎ সংসারে নারী কি আদৌ সুখী? অবশ্য অনেকে কষ্ট আড়াল করে অভিনয় করে সুখী থাকার। কেন এ লুকোচুরি? একটাই তো জীবন। সে জীবনে যদি সুখ-ই না থাকে, তাহলে কী হবে এ সমাজব্যবস্থা দিয়ে? আবার কিছু ক্ষেত্রে বধূ বিছানায় যখন স্বামীর প্রতীক্ষায় প্রহর গোনে, পরম পূজনীয় মানুষটি তখন অন্য নারীর সান্নিধ্যে মধু যামিনী কাটিয়ে ঘরে ফেরে। সমাজ তখন না দেখার ভান করে নিশ্চুপ হয়ে যায়। এটাই আমাদের সমাজ। আমাদের দেশের নারীর যন্ত্রের মতো বেঁচে থাকা। সবার শুভবুদ্ধির উদয় হোক। গড়ে উঠুক একটি সুস্থ সুন্দর সমাজ। শান্তিময় হোক পুরো মানবজাতির বসবাস।

প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, সুবিদখালী সরকারি কলেজ পটুয়াখালী

ইনার হুইল ক্লাব অফ ঢাকা নাইটিঙ্গেলের সপ্তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

২৮ অক্টোবর বুধবার সপ্তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করেছে ইনার হুইল ক্লাব অফ ঢাকা নাইটিঙ্গেল। এ উপলক্ষ্যে ঢাকার এয়ারপোর্ট রোডের পাম ভিউ রেস্টুরেন্টে সংগঠনটির সমাজসেবামূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং সদস্যদের অংশগ্রহণে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ইনার হুইল ডিস্ট্রিক্ট ৩২৮-এর চেয়ারম্যান শামীম খন্দকার বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া জেলা পর্যায়ের অন্যান্য কর্মকর্তা, বিভিন্ন ক্লাবের প্রেসিডেন্ট এবং সংগঠনের সদস্যরা অনুষ্ঠানে অংশ নেন। ক্লাব ভিজিটের অংশ হিসাবে চেয়ারম্যান ক্লাবের কার্যক্রম ও চলমান সমাজসেবামূলক উদ্যোগ পরিদর্শন করেন। অনুষ্ঠানে ফান অ্যান্ড ফেলোশিপ কার্যক্রম ও র‍্যাফেল ড্রয়েরও আয়োজন করা হয়।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের বিশেষ করে নারীদের পাশে দাঁড়াতে একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়। এর মধ্যে ছিল অসহায় ও গৃহহীন মানুষের জন্য ঘর নির্মাণে আর্থিক সহায়তা এবং একটি বৃদ্ধাশ্রমে হুইলচেয়ার প্রদান। এ ছাড়া বছরজুড়ে আহসানিয়া মিশন ক্যানসার অ্যান্ড জেনারেল হাসপাতালকে জরায়ুমুখের ক্যানসার প্রতিরোধী ভ্যাকসিন ও হেপাটাইটিস বি প্রতিরোধী ভ্যাকসিনের ডোজ অনুদান দেয় সংগঠনটি। পাশাপাশি, আজিমপুর মাতৃসদন হাসপাতালে মা ও শিশুদের পুষ্টি নিশ্চিত করতে পুষ্টিব্যাগ এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জামও প্রদান করে থাকে। স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি ও সামাজিক সুরক্ষার মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জীবনমান উন্নয়নে এসব উদ্যোগ নিয়ে থাকে প্রতিষ্ঠানটি।

ইনার হুইল একটি আন্তর্জাতিক নারীভিত্তিক সেবামূলক সংগঠন, যার কার্যক্রম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পরিচালিত হচ্ছে। সংগঠনটি নারী ও শিশুসহ সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে। স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, পুষ্টি ও পরিবেশ উন্নয়নের পাশাপাশি পারস্পরিক বন্ধুত্ব, সহযোগিতা ও মানবিক মূল্যবোধ জোরদার করাও এর অন্যতম লক্ষ্য। আন্তর্জাতিক এ সংগঠনের সদস্য ক্লাব হিসাবে ইনার হুইল ক্লাব অব ঢাকা নাইটিঙ্গেল বাংলাদেশে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।





www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

ড. একেএম আহসান উল্লাহ

সহিংসতার সূত্র হতে পারে। এসব অপরাধে প্রযুক্তিগত দক্ষতা, দ্রুত তথ্য সংরক্ষণ এবং আর্থিক লেনদেন অনুসরণের সক্ষমতা প্রয়োজন।

থানার একজন কর্মকর্তার পক্ষে সব ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হওয়া সম্ভব নয়। জেলা পর্যায়ে যৌথ ডিজিটাল ফরেনসিক সহায়তা, প্রশিক্ষিত আর্থিক তদন্তকারী এবং প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আইনসম্মত যোগাযোগব্যবস্থা গড়তে হবে। প্রতারণার অভিযোগ পাওয়ার পর প্রমাণ সংরক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানে দ্রুত সতর্কতা পাঠানোর প্রক্রিয়া থাকতে হবে। প্রযুক্তি ব্যবহারের সঙ্গে ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষাও নিশ্চিত করতে হবে।

পেশাদারির প্রথম শর্ত নিরপেক্ষতা

সরকারের নিরপেক্ষতা বক্তব্যে নয়, সিদ্ধান্তে প্রমাণিত হয়। একই অপরাধে সরকারি দলের কর্মী ও বিরোধী সমর্থকের বিরুদ্ধে কি একইভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে? প্রভাবশালীর অভিযোগ দ্রুত গ্রহণ করা হলেও দরিদ্রের অভিযোগ ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে কি? কর্মকর্তার বদলি কি কাজের মূল্যায়নে হচ্ছে, নাকি রাজনৈতিক অসন্তোষে?

নিয়োগ, পদায়ন ও পদোন্নতির প্রকাশ্য মানদ ও সিদ্ধান্তের লিখিত কারণ প্রয়োজন। বেআইনি নির্দেশ প্রত্যাখ্যানকারী কর্মকর্তার সুরক্ষা থাকতে হবে। পাশাপাশি রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধের নামে পুলিশকে তদারকির বাইরে নেওয়াও গ্রহণযোগ্য নয়। প্রয়োজন রাজনৈতিক নির্দেশ থেকে পেশাগত সুরক্ষা এবং আইন, আদালত ও নাগরিকের কাছে কার্যকর জবাবদিহি।

বিআইজিডির ২০২৫ সালের গবেষণা পুলিশ সম্পর্কে অনাস্থার সঙ্গে দুর্নীতি, দুর্ব্যবহার, ক্ষমতার অপব্যবহার ও রাজনৈতিক প্রভাবের সম্পর্ক তুলে ধরেছে। অর্থাৎ শুধু সরঞ্জাম বা জনবল বাড়িয়ে আস্থার সংকট কাটবে না; নাগরিকের সঙ্গে আচরণও বদলাতে হবে।

মনোবল ও নৈতিকতা একসঙ্গে ফিরিয়ে আনা

পুলিশের মনোবল পুনর্গঠন এবং অপরাধের দায় নির্ধারণ পরস্পরের সহায়ক। কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে নির্ভরযোগ্য অভিযোগ থাকলে নিরপেক্ষ তদন্ত ও যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে। একই সঙ্গে পুরো বাহিনীকে নির্বিচারে অপরাধী হিসাবে দেখা সৎ কর্মকর্তাদের উদ্যোগ দুর্বল করতে পারে।

মানবিক কর্মঘণ্টা, সাপ্তাহিক বিশ্রাম, নিরাপদ আবাসন, চিকিৎসা, মানসিক সহায়তা এবং দায়িত্ব পালনকালে আহত বা নিহত সদস্যের পরিবারের সুরক্ষা প্রয়োজন। ঘাটতিপূর্ণ পরিচালন ব্যয় যেন অনানুষ্ঠানিক অর্থ আদায়ের অজুহাত না হয়। থানার অনুমোদিত ব্যয় স্বচ্ছভাবে সরবরাহ ও নিরীক্ষা করতে হবে।

নৈতিকতার প্রশিক্ষণও বাস্তব পরিস্থিতিনির্ভর হওয়া উচিত : নির্যাতিত নারীর বক্তব্য কীভাবে শুনতে হয়, শিশুকে কীভাবে প্রশ্ন করতে হয়, উত্তেজিত জনতাকে কীভাবে শান্ত করতে হয়। পুরস্কারের মানদ প্রমাণ সংরক্ষণ, বিপন্ন মানুষকে উদ্ধার, বেআইনি নির্দেশ প্রত্যাখ্যান এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ স্থান পেলে পেশাগত সংস্কৃতি বদলানোর সুযোগ তৈরি হবে।

অন্য দেশের অভিজ্ঞতার ব্যবহার

জাপানের কোবান ব্যবস্থায় ছোট স্থানীয় পুলিশকেন্দ্রের মাধ্যমে এলাকার পরিস্থিতি জানা এবং বাসিন্দাদের উদ্বেগ শোনার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। বাংলাদেশের শিক্ষা হতে পারে পরিচিত ও সহজে যোগাযোগযোগ্য স্থানীয় পুলিশসেবা। তবে স্থানীয় কমিটি যেন দলীয় প্রভাবশালীদের নিয়ন্ত্রণে না যায়।

যুক্তরাজ্যের কলেজ অব পুলিশিংয়ের গবেষণা-সংশ্লেষ অনুযায়ী, অপরাধপ্রবণ ছোট এলাকায় তথ্যভিত্তিক উদ্যোগ কার্যকর হতে পারে; শুধু উপস্থিতি বাড়ানোর চেয়ে সমস্যার কারণ চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়া অধিক ফলপ্রসূ হওয়ার প্রমাণ রয়েছে। বাংলাদেশে তাই ছিনতাইপ্রবণ স্থানে টহলের সঙ্গে আলোকায়ন, নিরাপদ পরিবহণ ও চোরাই পণ্যের বাজার শনাক্তকরণ যুক্ত করা যায়। বিদেশি ফল এখানে সরাসরি প্রযোজ্য ধরে না নিয়ে পরীক্ষামূলক প্রয়োগের মূল্যায়ন প্রয়োজন। উত্তর আয়ারল্যান্ডের পুলিশ ওম্বুডসম্যান পুলিশের আচরণের অভিযোগ স্বাধীনভাবে তদন্ত করেন। বাংলাদেশের জন্য প্রাসঙ্গিক শিক্ষা হলো অভিযোগ তদন্তে প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা, প্রমাণভিত্তিক সিদ্ধান্ত এবং অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত কর্মকর্তার ন্যায্য অধিকার।

জবাবদিহির পরিমাপ কী হবে

গ্রেফতারের সংখ্যা দিয়ে সাফল্য পরিমাপ করা হলে অপ্রয়োজনীয় গ্রেপ্তারের প্রণোদনা তৈরি হতে পারে। মামলা কমানোর লক্ষ্য দিলে অভিযোগ গ্রহণে বাধা দেওয়ার ঝুঁকি থাকে। পরিবর্তে থানাভিত্তিক কয়েকটি সূচক প্রকাশ করা প্রয়োজন : অভিযোগ গ্রহণ ও প্রাপ্তিস্বীকার দিতে সময় এবং অভিযোগ প্রত্যাখ্যানের কারণ। জরুরি ঘটনায় পৌঁছানোর মধ্যম সময় ও সবচেয়ে বিলম্বিত ঘটনাগুলোর সময়। তদন্তের সময়, প্রমাণ সংরক্ষণের মান এবং তদন্তের ত্রুটিতে ব্যর্থ মামলার পর্যালোচনা। হেফাজতে মৃত্যু, আঘাত ও বলপ্রয়োগের ঘটনা এবং স্বাধীন তদন্তের অগ্রগতি। ঘুস, দুর্ব্যবহার ও পক্ষপাতের অভিযোগ নিষ্পত্তির সময় ও ফল। স্বাধীন জরিপে নিরাপত্তাবোধ, পুলিশের প্রতি আস্থা এবং অভিযোগ জানানোর অভিজ্ঞতা।

এসব তথ্য নারী, অঞ্চল ও প্রাসঙ্গিক সামাজিক গোষ্ঠী অনুযায়ী বিশ্লেষণ করতে হবে। অপরাধপ্রবণ এলাকার কর্মকর্তাকে শুধু বেশি মামলার জন্য শাস্তি দেওয়া চলবে না। অভিযোগ বাড়া কখনো উন্নত প্রবেশাধিকারের লক্ষণও হতে পারে। দর্ের হারও একক পুলিশি সূচক নয়; বিচারপ্রক্রিয়ায় আরও প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা রয়েছে।

বাস্তবায়নের সূচনা

প্রথম নব্বই দিনে নির্বাচিত কিছু থানায় অভিযোগ গ্রহণের নিরীক্ষা, জরুরি সাড়ার প্রাথমিক পরিমাপ এবং নাগরিক জরিপ শুরু করা যায়। পরবর্তী ছয় মাসে কাজের চাপ অনুযায়ী জনবল পুনর্বণ্টন, তদন্ত সহায়তা এবং স্বাধীন অভিযোগ-পর্যালোচনার পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। এক বছর শেষে ফল প্রকাশ করবে স্বাধীন মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান।

নাগরিকের নিরাপত্তা ফিরবে তখনই, যখন তিনি জানবেন অপরাধীর পরিচয় ব্যবস্থা নেওয়া ঠেকাবে না, আর অভিযোগকারীর পরিচয় সেবা পাওয়ার শর্ত হবে না। বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা উন্নয়নের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা হবে এ সমতার প্রতিশ্রুতিকে প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায় রূপ দেওয়া।

ড. একেএম আহসান উল্লাহ : অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক, নিরাপত্তা এবং অভিবাসন, ইউনিভারসিটি অব ব্রুনেই দারুসসালাম, ব্রুনেই

ড. রাধেশ্যাম সরকার

না নিলে অর্থ ব্যয় করেও কাঙ্ক্ষিত সুফল পাওয়া কঠিন। এ জন্য স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, সময়মতো অর্থ বিতরণ ও সহায়তার কার্যকারিতা মূল্যায়ন অপরিহার্য। জলবায়ু অর্থায়নকে শুধু উন্নয়ন বিনিয়োগ নয়, ক্ষয়ক্ষতির ন্যায্য প্রতিপূরণ ও সামাজিক ন্যায়বিচারের অংশ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

ঋণের বোঝা পরিবারের আয় ও সম্পদের পাশাপাশি খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক সম্পর্কেও দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলে। ফসলহানি বা ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর আয় স্বাভাবিক না হলে ঋণের কিস্তি মেটাতে পরিবারগুলো এসব খাতে ব্যয় কমায়। আর্থিক সংকটে মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। ঋণ পরিশোধের জন্য পুরুষ সদস্যরা শহরে কাজের সন্ধানে গেলে নারীদের ওপর কৃষিকাজ ও সংসার পরিচালনার বাড়তি দায় চাপে। সম্পদহানি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবায় ব্যয় সংকোচন এবং আয়ের সুযোগ কমে যাওয়ার মধ্য দিয়ে দারিদ্র্য এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

এই পরিস্থিতি মোকাবেলায় জলবায়ু অর্থায়নে অনুদানকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। জলবায়ুজনিত ক্ষয়ক্ষতির ন্যায্য প্রতিপূরণ হিসেবে 'ঋণের পরিবর্তে অনুদান' নীতি কার্যকর হলে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ ও জনগোষ্ঠীর আর্থিক চাপ কমবে। কৃষি পুনর্গঠন, উপযোগী বীজ ও বীজব্যাংক, মিঠাপানি সংরক্ষণ, কৃষি বীমা, পুকুর পুনর্নির্মাণ এবং নারীর আয়বর্ধক উদ্যোগে অনুদান দিলে জীবিকা পুনরুদ্ধার ও গ্রামীণ কর্মসংস্থান বাড়বে। এ জন্য উপকারভোগী নির্বাচন, স্বচ্ছ বণ্টন, সময়মতো অর্থ বিতরণ ও ফলাফল মূল্যায়ন নিশ্চিত করা জরুরি। জটিল শর্ত ও দীর্ঘ প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সহজ করে নারীপ্রধান পরিবার, ক্ষুদ্র কৃষক, জেলে, আদিবাসী ও ভূমিহীন মানুষের চাহিদা অনুযায়ী সহায়তা দিতে হবে। তহবিল ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সরকার ও নাগরিক সংগঠনের অংশগ্রহণ বাড়ালে জবাবদিহি নিশ্চিত হবে। পাশাপাশি নারী নেতৃত্বাধীন অভিযোজন প্রকল্পে বিনিয়োগ নারীর অর্থনৈতিক সক্ষমতা ও সামগ্রিক দুর্যোগ মোকাবেলার ক্ষমতা বাড়াতে পারে।

সুমন পালিত

শান্তিবাদী নীতি বহাল রাখে তবে ইরান যুদ্ধের ইতি ঘটাতে ট্রাম্প বাধ্য হবেন। মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি স্থাপনও সম্ভব হবে আমেরিকার ইসরায়েল তোষণনীতির অবসান হলে। মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিতিশীল অবস্থার ইতি ঘটলে জ্বালানি তেলের বাজারে স্থিতিশীল অবস্থা ফিরে আসবে। বিশ্বমন্দার কারণে বাংলাদেশসহ দুনিয়ার বেশির ভাগ দেশের অর্থনীতি যে সংকটে ভুগছে, তা থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব হবে।

তিন. ইসরায়েল ও আমেরিকার দুই উন্মাদ নেতা নেতানিয়াহু ও ট্রাম্পের পরাজয় দৃশ্যত মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। দুই দেশের মানুষই যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে। তবে এ নিয়ে খুব আশাবাদী হওয়ার সুযোগ নেই। কারণ যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলে যে দলই জিতুক তাদের নোংরা স্বভাবে খুব একটা পরিবর্তন হয় না। কারণ দুই দেশের রাষ্ট্রযন্ত্র এমনই, সেই যন্ত্রে যে ঢুকবে সে-ই নোংরা দানবে রূপান্তরিত হবে। আমেরিকার সিনেট ও কংগ্রেসে নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটরা বড় জয় পেলেও জানুয়ারি মাসের আগপর্যন্ত সেখানে রিপাবলিকানদের নিয়ন্ত্রণ থাকবে। এ সময়ে ট্রাম্প ইরানের ওপর ভয়াবহ হামলা চালালে তাতে বাধা দেওয়ার কেউ নেই। অন্যদিকে নেতানিয়াহু আরও যে কদিন ক্ষমতায় আছেন, এই সংক্ষিপ্ত সময়ে ফিলিস্তিনিদের ওপর আবারও চড়াও হতে পারেন, সে আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

ইসরায়েলের নির্বাচনে যুদ্ধবাজ নেতানিয়াহুর পরাজয় হলেও ইহুদিবাদের পরাজয় হয়নি। বিরোধীদলীয় নেতা আরজেনকট যিনি ইসরায়েলের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সরকার গঠন করবেন বলে মনে করা হচ্ছে, তিনি তাঁর প্রতিপক্ষের চেয়ে কম ইহুদিবাদী নন। ফিলিস্তিনি বা আরব সদস্যের সমর্থনে সরকার গঠন করলেও তাঁদের কাউকে সরকারে নিতেও চান না তিনি। আরজেনকট সোজাসাপ্টা ইহুদিবাদের পক্ষে অটল থাকার কথা বলেছেন। ফলে ইসরায়েলে সরকার পরিবর্তন হলেও ফিলিস্তিনিদের ভাগ্যে তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটবে, জোর দিয়ে বলা যায় না।

লেখা: হ্যানা এলিস-পিটারসন

নেহরুর তেলের রঙের ছবি, রাজীবের নানা মুহূর্তের আলোকচিত্র, ইন্দিরার একটি ভাস্কর্য ও প্রতিকৃতি। একইভাবে স্পষ্ট স্থানে টাঙানো আছে মহাত্মা গান্ধীর ছবিত্র্যাঁরা প্রত্যেকেই কংগ্রেসের আদর্শ গঠন করেছিলেন।

মেঝে থেকে ছাদ ছুঁই ছুঁই কাঠের বুকশেলফগুলোয় রয়েছে ভারী সোনা দিয়ে বাঁধাই করা হাজারো বই, ঘরের মাঝখানে এক সুবিশাল মিটিং টেবিল; তবে কারুকার্যময় কার্পেট, ডেকোরেটিভ ব্লাইন্ডস এবং ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা নানা অ্যান্টিক সামগ্রীতে সোনিয়ার নিজস্ব নান্দনিক রুচির ছোঁয়া বিদ্যমান।

গাঢ় নীল রঙের শাড়ি আর গাঢ় লাল (মেরুন) ব্লাউজে, নিখুঁত ধূসর চুল এবং কালো হেডব্যান্ডে সোনিয়া গান্ধীকে দেখতে একজন পরিপূর্ণ ভারতীয় রাজনৈতিক অভিভাবক বলে মনে হয়। তবে মৃদু ইতালীয় উচ্চারণে ইংরেজি বলা আর কথা বলার সময় চেনা ইতালীয় কায়দায় হাত নাড়ানোই কেবল মনে করিয়ে দেয় তাঁর শিকড় ভারতের বাইরে।

সোনিয়ার ভাষ্যমতে, জরুরি অবস্থা নিয়ে গান্ধী পরিবার দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। রাজীব ছিলেন এই সিদ্ধান্তের কঠোর বিরোধী; তিনি মাকে পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেন। কিন্তু ইন্দিরার ছোট ছেলে, গরম মাথার সঞ্জয় গান্ধী জোর দিয়ে বলেন, বিরোধীরা ইন্দিরাকে ধ্বংস করে দেবে এবং এক নৈশভোজে চিৎকার করে বলেন, 'ওদের এখনই থামাতে হবে।'

সোনিয়া গান্ধী অকপটে স্বীকার করলেন যে এই বৈঠক নিয়ে তিনি বেশ মানসিক চাপে ও দুশ্চিন্তায় ছিলেন। গত এক দশকে সোনিয়া গান্ধী কোনো সাক্ষাৎকার দেননি এবং জীবনের সিংহভাগ সময় জনসমক্ষে থাকলেও সব সময় ব্যক্তিগত জীবনকে আড়ালে রাখতে সচেষ্ট ছিলেন।

এবার তিনি এই বিরল সাক্ষাৎকারে রাজি হয়েছেন কেবল তাঁর বহুল প্রতীক্ষিত আত্মজীবনী ('বিলঙ্গিং', হারপারকলিন্স পাবলিশার্স) নিয়ে কথা বলতে। এটা তাঁর জীবনের এক অত্যন্ত আবেগঘন এবং গভীর ব্যক্তিগত বিবরণ। মানসিক সমর্থনের জন্য তিনি তাঁর মেয়ে এবং কংগ্রেসের অন্যতম শীর্ষ নেত্রী প্রিয়াঙ্কাকেও সঙ্গে রেখেছেন।

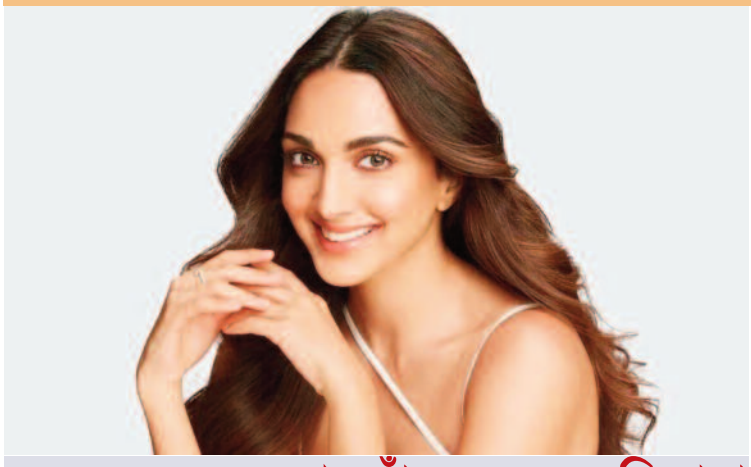
ভারতের মূলধারার গণমাধ্যম সোনিয়া গান্ধীকে প্রায়ই কঠোর ও আত্মকেন্দ্রিক হিসেবে তুলে ধরেছে, অথচ আজ তাঁকে দেখায় ভীষণ উষ্ণ, অমায়িক এবং মাঝেমধ্যে নিজের খেই হারাচ্ছিলেন। আত্মজীবনীটি কতটা ব্যক্তিগত রূপ নিয়েছে, তা নিয়ে তিনি কিছুটা শঙ্কিত, ভারতীয় গণমাধ্যম বইটির সমালোচনা করে ছারখার করে দেবে কি না, তা নিয়ে চিন্তিত; কিন্তু তাঁর যুক্তি, এত দিন ধরে 'আমাকে নিয়ে এত বাজে ও অদ্ভুত সব খবর লেখা হয়েছে যে এবার 'প্রকৃত সত্য' জানাটাই মানুষের জন্য স্বস্তির কারণ হবে।'সাংবাদিকদের নিয়ে সোনিয়ার এই আতঙ্ক বা সতর্কতার পেছনে যথেষ্ট যৌক্তিক কারণ রয়েছে। বর্তমান ভারতে কট্টরপন্থী ও ডানপন্থী মোদি সরকারের প্রতাপে মূলধারার গণমাধ্যমগুলো প্রায় মেরুদ্ন্ডহীন হয়ে পড়েছে, এগুলো প্রধানত প্রধানমন্ত্রীর এজেন্ডার প্রচারক হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং কংগ্রেস, বিশেষত গান্ধী পরিবারকে ক্রমাগত আক্রমণ করতেই ব্যস্ত থাকে।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সমালোচনা করতে গিয়ে সোনিয়া বিন্দুমাত্র ইতস্তত করেননি; তিনি মোদিকে 'আমাদের দেশের মূল প্রকৃতি বদলে দিতে চাওয়া এক কর্তৃত্ববাদী শক্তি' হিসেবে আখ্যা দেন এবং অভিযোগ তোলেন যে মোদির দল বিজেপি 'দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে একেবারে কাঠামোগতভাবে ধ্বংস করে চলেছে'।

টানা ১২ বছর ধরে ক্ষমতায় থাকা মোদির হিন্দু জাতীয়তাবাদী দর্শন কংগ্রেস নেতাদের লালন করা এবং ভারতের সংবিধানে সুরক্ষিত বহুত্ববাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধের একেবারে বিপরীত। এর ফলে দেশের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে ২০ কোটি মুসলমানের ওপর ধারাবাহিক নিপীড়ন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সোনিয়া বলেন, 'একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ভারত দেখার পর আজকের এই অবস্থা দেখা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। সংসদে আমাদের কোনো বিতর্ক করতে দেওয়া হয় না। অতীতে অন্তত সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে বৈঠক হতো, আলোচনা হতো, পরামর্শ নেওয়া হতো।



অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



অন্দরমহলের তথ্য ফাঁস করলেন কিয়ারা

বলিউড ডেস্কঃ দক্ষিণী সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির জনপ্রিয় অভিনেত্রী কিয়ারা আদভানি বর্তমানে দ্বিতীয় সন্তানের মা হওয়ার অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন। এর আগে অভিনেতা সিদ্ধার্থ মালহোত্রা ও কিয়ারা আদভানির দম্পতি প্রথম সন্তানের বাবা- মা হন।

এ তারকা দম্পতিকে নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে নেটিজেনসহ তাদের ভক্ত-অনুরাগীদের কৌতূহলের শেষ নেই। এবার জনপ্রিয় টকশো 'কফি উইথ করণ'-এর নতুন পর্বে তাদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে নানা প্রশ্ন করেছেন সঞ্চালক করণ জোহর।

একপর্যায়ে দম্পতির 'ডেট নাইট' ও বেডরুমের গল্পও উঠে আসে তাদের আড্ডায়। সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে অনুষ্ঠানটির নতুন পর্বের প্রোমো। সেখানে সিদ্ধার্থ-কিয়ারা দম্পতির বিয়ের স্মৃতি থেকে শুরু করে দাম্পত্যের নানা বিষয় নিয়ে কথা বলতে দেখা যায়।

অনুষ্ঠানে তাদের বিয়ের একটি মজার ঘটনাও সামনে আসে। জয়সলমীরে বিয়ের অনুষ্ঠানে করণের সঙ্গে নাচতে মঞ্চে উঠেছিলেন শহীদ কাপুর। কিন্তু নাচ শেষ হওয়ার পর করণই একপ্রকার ধাক্কা দিয়ে তাকে মঞ্চ থেকে নামিয়ে দেন। সেই স্মৃতিও আড্ডায় তুলে ধরেন অভিনেত্রী কিয়ারা আদভানি।

করণের প্রশ্নে অভিনেত্রীর মজার জবাব ইতোমধ্যে নজর কেড়েছে দর্শকদের। অনুষ্ঠানে তারকা আড্ডায় সঞ্চালক করণ জোহর সিনেমায় অভিনীত চরিত্রের প্রভাব কি বাস্তবজীবনে কিংবা বেডরুমেও প্রবেশ করে কিনা জানতে চাইলে সিদ্ধার্থ বলেন, 'আমরা কাজকে কখনো বাড়ির ভেতরে টেনে নিয়ে আসি না। আর বেডরুমে তো একেবারেই নয়।'

অন্যদিকে এ তারকা দম্পতির 'ডেট নাইট' নিয়ে প্রশ্ন করেন করণ জোহর। তিনি জানতে চান নৈশভোজের পরই তাদের একান্ত সময় শেষ হয়ে যায়, নাকি গল্প আরও এগোতে থাকে? এমন প্রশ্নের উত্তরে বেবি বাম্পে আলতো করে হাত রেখে কিয়ারা আদভানি বলেন, 'যথেষ্ট হয়েছে! আর নয়।' তার এ জবাবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত দর্শকদের মাঝে হাসির রোল পড়ে যায়।

৬১ বছরেও ফিট থাকার রহস্য জানালেন শাহরুখ

বলিউড ডেস্কঃ ৬১ বছর বয়সেও শরীরচর্চা ও ফিটনেস ধরে রেখে ভক্তদের চমকে দিচ্ছেন বলিউড সুপারস্টার শাহরুখ খান। পর্দায় একের পর এক অ্যাকশন দৃশ্য, পেশিবহুল শরীর আর দীর্ঘ শুটিংয়ের ব্যস্ততার মধ্যেও কীভাবে নিজেকে ফিট রাখেন, তা নিয়ে কৌতূহলের শেষ নেই ভক্তদের। ২ নভেম্বর ৬১ বছরে পা দিয়েছেন এই অভিনেতা। তার জন্মদিন উপলক্ষে বিভিন্ন সময়ে দেওয়া সাক্ষাৎকারে উঠে আসা ফিটনেসের অভ্যাসগুলো নতুন করে আলোচনায় এসেছে।

শাহরুখের খাদ্যাভ্যাসের সবচেয়ে আলোচিত দিক হলো দিনে একবার খাবার খাওয়ার অভ্যাস। ২০২৪ সালে 'দ্য গার্ডিয়ান'কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, সাধারণত দিনে একবারই খাবার খান। তবে এটি কোনো বিশেষ ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং পদ্ধতি অনুসরণের জন্য নয়; বরং ব্যক্তিগত অভ্যাস থেকেই এমনটি করেন।

তার খাবারের তালিকায় থাকে অঙ্কুরিত শস্য, গ্রিলড চিকেন, ব্রকলি ও সামান্য ডাল। সাধারণ ও পরিচিত খাবারই তার পছন্দ। তবে এর অর্থ এই নয় যে পছন্দের খাবার থেকে নিজেকে দূরে রাখেন। অন্যের বাড়িতে গেলে বিরিয়ানি, রুটি, পরোটা, ঘি দিয়ে তৈরি খাবার ও লাচ্ছিও উপভোগ করেন তিনি।

জিমে মাত্র ৩০ মিনিট

শরীরচর্চার জন্য দীর্ঘ সময় ব্যয় করেন না শাহরুখ। 'দ্য গার্ডিয়ান'কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, প্রতিদিন প্রায় ৩০ মিনিট ব্যায়াম করেন। এমনকি গভীর রাতে শুটিং শেষে বাড়ি ফিরেও ব্যায়ামের জন্য সময় বের করেন।

তার ব্যক্তিগত প্রশিক্ষক প্রশান্ত সাওয়ান্ত 'দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'কে জানান, সাধারণত তাদের ব্যায়ামের সেশন ৪৫ মিনিটের মতো হয়। সপ্তাহে চার থেকে পাঁচ দিন শরীরের বিভিন্ন অংশের পেশি লক্ষ্য করে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ব্যায়ামের পাশাপাশি খেলাধুলাও উপভোগ করেন শাহরুখ।

মহামারির সময় ফিটনেসে মনোযোগ

করোনাকালে কাজের ব্যস্ততা কমে যাওয়ায় শরীরচর্চায় বেশি মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ পান শাহরুখ। সে সময় নিয়মিত ব্যায়াম শুরু করেন এবং শরীর গঠনে মনোযোগী হন। পরবর্তী সময়ে 'পাঠান' ও 'জওয়ান' সিনেমায় তার পেশিবহুল শরীর ও অ্যাকশন দৃশ্য দর্শকদের নজর কাড়ে।

ঘুমের অভ্যাসেও পরিবর্তন

২০২৪ সালে শাহরুখ জানিয়েছিলেন, সাধারণত ভোর ৫টার দিকে ঘুমাতে যেতেন তিনি। শুটিং শেষে রাত ২টার দিকে বাড়ি ফিরে ব্যায়াম করেও ঘুমাতে যেতেন। তবে ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে দুবাইয়ের এক অনুষ্ঠানে তিনি জানান, এখন পাঁচ থেকে ছয় ঘণ্টা ঘুমানোর চেষ্টা করছেন। শরীরচর্চার পর পেশির পুনরুদ্ধারের জন্য পর্যাপ্ত বিশ্রাম প্রয়োজন বলে ঘুমের সময় বাড়াতে চান তিনি।



তবে বিশেষজ্ঞদের সাধারণ পরামর্শ অনুযায়ী, প্রাপ্তবয়স্কদের প্রতিদিন সাত থেকে নয় ঘণ্টা ঘুমানো প্রয়োজন। তাই শাহরুখের ব্যস্ত সময়সূচি বা কম ঘুমের অভ্যাস অনুসরণ করা উচিত নয়।

ফিটনেসের সঙ্গে অভিনয়ের যোগ

অ্যাকশন হিরো হওয়ার স্বপ্ন থেকেই শরীর গঠনে আগ্রহী হন শাহরুখ। তার বিভিন্ন সিনেমার চরিত্র অনুযায়ী ব্যায়ামের ধরনেও পরিবর্তন আসে। প্রশিক্ষক সাওয়ান্তের মতে, প্রায় দুই দশক ধরে শঙ্খলার সঙ্গে শরীরচর্চা করে আসছেন অভিনেতা। চোটের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে ব্যায়াম ও সুস্থ হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াতেও গুরুত্ব দেওয়া হয়।

সব মিলিয়ে শাহরুখের ফিটনেসের মূলমন্ত্র হলো ধারাবাহিকতা। ব্যস্ততার মধ্যেও নিজের জন্য সময় বের করা, নিয়মিত ব্যায়াম এবং খাবারের বিষয়ে সচেতন থাকাই দীর্ঘদিন ধরে তার ফিট থাকার অভ্যাসের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তবে তার ব্যক্তিগত খাদ্যাভ্যাস সবার জন্য উপযোগী নাও হতে পারে।

পবিত্র কুরআনের আয়াত লেখা ঐতিহাসিক পান্নার গয়না পরায় কারিনাকে আইনি নোটিশ

বলিউড ডেস্কঃ পবিত্র কুরআনের আয়াতুল কুরসি খোদাই করা ভোপালের রাজপরিবারের ঐতিহাসিক পান্নার গয়না পরায় বলিউড অভিনেত্রী কারিনা কাপুর খানকে আইনি নোটিশ দেওয়া হয়েছে। সামাজিক অধিকারকর্মী আব্বাস হাফিজ এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের কয়েকজন সদস্যের আপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে তাকে এ নোটিশ দেওয়া হয়।

দীপাবলি উপলক্ষে বিশেষ সাজে হাজির হয়েছিলেন কারিনা। এদিন ডিজাইনার পুনিত বালানার তৈরি বেইজ রঙের কাফতান পরেছিলেন তিনি। এর সঙ্গে ছিল একই রঙের পাগড়ি, যাতে যুক্ত ছিল ঝলমলে একটি কলগি। পাগড়ির এই অলংকারটিরও বিশেষ ইতিহাস রয়েছে। বিয়ের দিন এটি পরেছিলেন কারিনার স্বামী সাইফ আলী খান।

তবে কারিনার সাজে সবচেয়ে বেশি আলোচনায় আসে ৩০ ক্যারেটের একটি পান্নার লকেট। এতে পবিত্র কুরআনের দ্বিতীয় সূরা আল-বাকারার ২৫৫তম আয়াত 'আয়াতুল কুরসি' খোদাই করা রয়েছে। ঐতিহাসিক এই গয়নাটি একসময় ভোপালের বেগমের ছিল। সাইফ আলী খানের সঙ্গে বিয়ের পর এটি কারিনার কাছে আসে।

কারিনার সাজসজ্জার দায়িত্বে থাকা রিয়া কাপুর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে গয়নাটির বিস্তারিত তুলে ধরেন। তিনি লেখেন, 'পুনিত বালানার তৈরি খাঁটি রুপার কাফতান ও পাগড়িতে কারিনা। সঙ্গে রয়েছে ভোপালের নবাবের ২০০ বছরের পুরোনো কলগি এবং ভোপালের বেগমের ৩০ ক্যারেটের পান্না, যাতে আয়াতুল কুরসি খোদাই করা।'

রাজপরিবারের ঐতিহ্যবাহী গয়নাগুলোর বিষয়ে রিয়া আরও জানান, এগুলো সাইফের পরিবারের সূত্রে এসেছে। তার দাদি সাজিদা সুলতান ছিলেন ভোপালের শেষ শাসক নবাবের মেয়ে। এসব পারিবারিক উত্তরাধিকার সূত্রেই গয়নাগুলো কারিনার কাছে এসেছে।

এদিকে কারিনাও ইনস্টাগ্রামে নিজের সাজের কয়েকটি ছবি প্রকাশ করেন। ছবির ক্যাপশনে তিনি লেখেন, 'দীপাবলি মানেই ঐতিহ্যকে যথাযথভাবে উদ্যাপন করা।'

ছবি প্রকাশ্যে আসতেই সামান্থাকে শুভেচ্ছায় ভাসালেন ভক্ত-অনুরাগীরা

বলিউড ডেস্কঃ মা হতে চলেছেন দক্ষিণী সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির জনপ্রিয় অভিনেত্রী সামান্থা রুথ প্রভু। জীবনের এই বিশেষ অধ্যায়ের নানা মুহূর্ত তিনি তার ভক্ত-অনুরাগীদের মাঝে শেয়ার করে নিয়েছেন। তবে এ মুহূর্তে প্রচলিত জাঁকজমকপূর্ণ মাতৃত্বকালীন ফটোশুটের পথে হাঁটলেন না এ দক্ষিণী অভিনেত্রী। বরং একেবারে ঘরোয়া মেজাজে সোফায় বসে স্ফীতোদরের ছবি সামাজিক মাধ্যমে নেটিজেনদের মাঝে প্রকাশ করলেন তিনি।

সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে একটি স্ফীতোদরের ছবি পোস্ট করেছেন অভিনেত্রী সামান্থা রুথ প্রভু। সেই পোস্ট করা ছবিতে দেখা গেছে, সোফায় একগাদা কুশনের ওপর হেলান দিয়ে আরাম করে বসে আছেন অভিনেত্রী। পরনে লাল রঙের ছাপা কুর্তা ও সাদা পাজামা, চোখে সানগ্লাসড় দুই হাত দিয়ে আগলে রেখেছেন স্ফীতোদর।

ছবির ক্যাপশনে অভিনেত্রী লিখেছেনড় 'এটাকেই আমার মাতৃত্বকালীন ফটোশুট বলে ধরে নিন।' কারণ আলাদা করে কোনো জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন নয়, নিজের স্বাভাবিক ছন্দেই এই বিশেষ মুহূর্ত উদ্যাপন করতে চেয়েছেন তিনি। ছবি প্রকাশ্যে আসতেই সামান্থাকে শুভেচ্ছায় ভরিয়ে দিয়েছেন তার ভক্ত-অনুরাগীরা। অভিনেত্রীর স্বামী তথা পরিচালক রাজ নিদিমোরুর সঙ্গে প্রথম সন্তানের অপেক্ষায় রয়েছেন সামান্থা রুথ প্রভু।



২০২৫ সালের ১ ডিসেম্বর ইশা যোগ কেন্দ্রে ঘনিষ্ঠ পরিবার-পরিজন ও বন্ধুদের উপস্থিতিতে বিয়ে করেন তারা। চলতি বছরের জুন মাসে নিজের 'মা ইন্তি বাঙ্গারাম' সিনেমার সাফল্য উদ্যাপনের অনুষ্ঠানে প্রথম অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার খবর প্রকাশ্যে আনেন অভিনেত্রী। সেই সময় তিনি জানিয়েছিলেন, পেশাগত কাজের দায়িত্ব শেষ করে কিছু দিনের জন্য অভিনয় থেকে বিরতি নেবেন।

সম্প্রতি তার জীবনের এই বিশেষ অধ্যায়কে ঘিরে আয়োজন হয়েছিল একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের। নাম সীমন্তম। সেই ছবিও সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করে নিয়েছিলেন সামান্থা রুথ প্রভু। ঐতিহ্য মেনে আয়োজিত সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ নিদিমোরুও। হবু বাবা হিসেবে রাজের দায়িত্ব পালনের ঝলকও ভক্ত-অনুরাগীদের সঙ্গে শেয়ার করে নিয়েছেন অভিনেত্রী। এমনকি সন্তানের আসার প্রস্তুতিতে রাজকে 'বেবি মনিটরের স্ট্যান্ড' তৈরি করতেও দেখা গেছে।

মাতৃত্বের শেষ পর্যায়ে পৌঁছেও নিজের শরীরচর্চা চালিয়ে যাচ্ছেন অভিনেত্রী সামান্থা রুথ প্রভু। অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার প্রথম মাস থেকে নবম মাস পর্যন্ত শরীরচর্চার নানা মুহূর্তের ভিডিও শেয়ার করে নিয়েছেন তিনি। একদিকে মাতৃত্বের প্রস্তুতি, অন্যদিকে কাজ থেকে সাময়িক বিরতিড় সব মিলিয়ে জীবনের নতুন অধ্যায়কে নিজের মতো করে উপভোগ করছেন অভিনেত্রী।

কেন বিয়ে করেননি সাইফের বোন সাবা?

বলিউড ডেস্কঃ পতৌদি পরিবারের নবাব সাইফ আলি খান, মা শর্মিলা ঠাকুর ও বোন সোহা আলি খান। তারা তিনজনই বলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচিত মুখ। কিন্তু পরিবারের অন্যদের মতো আলোচনার কেন্দ্রে থাকতে পছন্দ করেন না পতৌদি পরিবারের কন্যা সাবা আলি খান। নিজের মতো করেই জীবন কাটাতে ভীষণ পছন্দ করেন তিনি। অথচ বয়স ৫০ পেরিয়েছে, এখনো বিয়ে করেননি তিনি। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে কেন বিয়ে করেননি, সেই প্রশ্নের উত্তরও দিয়েছেন সাবা। সাবা আলি খান পতৌদির জন্ম ১৯৭৬ সালের ১ মে, নয়াদিল্লিতে। ২০২৬ সালে ৫০ বছরে পা রেখেছেন তিনি। অভিনেত্রী মা শর্মিলা ঠাকুরের মতো অভিনয়ে আসেননি। ভাই সাইফ আলি খান ও বোন সোহা আলি খানও যখন চলচ্চিত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তখন সাবা বেছে নিয়েছেন পেশায় একজন জুয়েলারি ডিজাইনার হিসেবে।

নিজের নকশায় গহনা তৈরি করেন তিনি। এর পাশাপাশি ট্যারো কার্ড রিডার ও আধ্যাত্মিক পরামর্শদাতা হিসেবেও কাজ করেন।





www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



ম্যাচ হেরে সাফের বিরুদ্ধে বর্ণবাদের অভিযোগ শ্রীলঙ্কা কোচের

স্পোর্টস ডেস্কঃ শ্রীলঙ্কার প্রধান কোচ আবদুল্লাহ আল মুতাইরি সাফের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ এনেছেন। বুধবার তিনি জানান, আরবদের সঙ্গে সাফ বর্ণবাদী আচরণ করে সবসময়। ঢাকায় বাংলাদেশের কাছে ৪-০ গোলে হেরে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে বিদায় নিয়েছে শ্রীলঙ্কা। সেই ম্যাচের পর তিনি এসব কথা বলেন।

মুতাইরির ক্ষোভের কারণ মাঝরাতের একটি শৃঙ্খলা-সংক্রান্ত ই-মেইল। তিনি জানান, মঙ্গলবার মাঝরাতে ই-মেইলটি পান। রোববার ভুটানের সঙ্গে ২-২ গোলে ড্রয়ের পর তিনি কিছু মন্তব্য করেছিলেন। রেফারিংয়ের সমালোচনা করেছিলেন। গ্রুপ পর্ব থেকে ভিএআর চেয়েছিলেন। ন্যায্য খেলার কথাও বলেছিলেন। ই-মেইলে সেই মন্তব্যের কথাই উল্লেখ আছে।

বাংলাদেশের কাছে পুরো ম্যাচে কোণঠাসা ছিল শ্রীলঙ্কা। তবে হার নিয়ে কথা বলার মেজাজে ছিলেন না মুতাইরি। তিনি শুধু বলেন, 'আজ আমাদের দিন ছিল না। বাংলাদেশকে অভিনন্দন।' এরপর তিনি সংবাদ সম্মেলনে কথিত সেই ই-মেইল দেখান। জোরে জোরে পড়েও শোনান। বলেন, পরে সবটাই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ করবেন।

তার ভাষ্য, ই-মেইলে নির্দিষ্ট কিছু রেফারিং সিদ্ধান্ত নিয়ে তার সমালোচনার কথা আছে। ভিএআর চাওয়ার কথাও আছে। তিনি প্রশ্ন তোলেন, 'আমি যদি কোনো গালিগালাজ না করে থাকি, তাহলে মাঝরাতে ই-মেইল পাঠালেন কেন?' পরদিনই শ্রীলঙ্কার ম্যাচ ছিল। তাই ই-মেইলের সময় নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।

মুতাইরি বলেন, ই-মেইল এসেছে সাফের আইন বিভাগ থেকে। জবাব দিতে সময় দেওয়া হয়েছিল ১০ ঘণ্টা। তিনি প্রশ্ন করেন, 'মাঝরাতে কেন পাঠালেন? সকাল ৯টা পর্যন্ত কি অপেক্ষা করা যেত না?'

তার দাবি, ই-মেইলে ছয় মাসের নিষেধাজ্ঞা ও ১০ হাজার ডলার জরিমানার প্রস্তাব ছিল। তিনি ১৪ দফার জবাব পাঠিয়েছেন বলে জানান।

মুতাইরি জানান, আর কখনো সাফ অঞ্চলে ফিরবেন না। সাংবাদিকদের তিনি বলেন, 'সাফ অঞ্চলে এটাই আমার শেষবার আসা।' তার অভিযোগ, সাফ 'আরবদের পছন্দ করে না'।

রোববার তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন, টুর্নামেন্টকে কি বাণিজ্যিক স্বার্থ চালাচ্ছে। তখন তিনি বলেছিলেন, 'বাণিজ্যিক লাভের জন্য আপনারা যদি ভারত আর বাংলাদেশকে ফাইনালে চান, তাহলে ওই দুই দলকেই খেলিয়ে নিন।'

বুধবার তিনি ২০২৩ সালের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের কথা তোলেন। সেবার ভারতের কোচের বিরুদ্ধে সাফ যে ব্যবস্থা নিয়েছিল, তার সঙ্গে নিজের বেলায় আচরণের তুলনা করেন।

২০২৩ সালের আসরে ভারতের কোচ ইগর স্টিমাচ থ্রো-ইন থামাতে পাকিস্তানি ডিফেন্ডার আবদুল্লাহ ইকবালকে শারীরিকভাবে বাধা দিয়েছিলেন। এতে টাচলাইনে বড় ধরনের হাতাহাতি বাধে। টুর্নামেন্টের শেষ দিকে কুয়েতের বিপক্ষে ম্যাচে রেফারিদের গালিগালাজ করায় তিনি লাল কার্ড দেখেন। পরে তাকে ৫০০ মার্কিন ডলার জরিমানা করা হয়।

মুতাইরি স্টিমাচের সেই সামান্য জরিমানার কথা তোলেন। নিজের সঙ্গে হওয়া আচরণের সঙ্গে তুলনা করেন। তিনি বলেন, 'সে ইউরোপীয়, সে ভারতের কোচ। তাকে কে থামাবে?' তার প্রশ্ন, কোনো ইউরোপীয়, মার্কিন বা রুশ কোচের সঙ্গে সাফ কি একই আচরণ করত?

২০২১ সালের ফাইনালের কথাও বলেন তিনি। তখন তিনি নেপালের কোচ ছিলেন। দুই ম্যাচে দুটি হলুদ কার্ড দেখায় তাকে টাচলাইনের বাইরে রাখা হয়েছিল। তিনি বলেন, 'দুটি হলুদ কার্ড পাওয়া কর্মকর্তাকে নিষিদ্ধ করার মতো একটি ধারা যদি আপনারা ওই বিধিমালায় দেখাতে পারেন, আমি ফুটবল কোচিং ছেড়ে দেব।'

শ্রীলংকাকে ৪ গোলে হারিয়ে গ্রুপ সেরা বাংলাদেশ

স্পোর্টস ডেস্কঃসাফ চ্যাম্পিয়নশিপে এক ম্যাচ আগেই সেমিফাইনাল নিশ্চিত হয় বাংলাদেশের। আজ গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে শ্রীলংকাকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয় স্বাগতিকরা। দলের জয়ে গোল করেন শমিত সোম, হামজা চৌধুরী, ফারহান আলী ও রাকিব।

বুধবার রাজধানীর গুলিস্তান জাতীয় স্টেডিয়ামে রাত ৮টায় শুরু হয় খেলা। ম্যাচের শুরু থেকেই



উজ্জীবিত ও নিয়ন্ত্রিত ফুটবল খেলে বাংলাদেশ। পাঁচ মিনিটে বক্সে সামনে ফ্রি কিক পায় বাংলাদেশ। হামজার নেওয়া শট পোস্টের একটু ওপর দিয়ে যায়।

বাংলাদেশের গোলের জন্য বেশি সময় অপেক্ষা করতে হয়নি। খেলার মাত্র ৮মিনিটে হামজা গোলের আক্রমণ রচনা করেন। ডান প্রান্ত থেকে তার ক্রস লংকান গোলরক্ষক সুজন পেরেরা বল গ্রিপ করতে পারেননি। বক্সে থাকা শমিত সোম শট নেন। প্রথম দফায় তার নেওয়া শট লক্ষান ডিফেন্ডারের গায়ে লেগে ফেরত আসে। ফিরতি শটে শমিত বল জালে জড়ান। গ্যালারি তখন গোলের আনন্দে মাতে।

খেলার ৪৩তম মিনিটে ইব্রাহিমের বাড়ানো পাস বক্সে বাইরেই পেয়েছিলেন হামজা। দৌড়ে তিনি পেছনে ফেলেন শ্রীলংকার এক ডিফেন্ডারকে। এরপর তার শট শ্রীলংকার গোলকিপার সুজন পেরেরার শরীরে লেগে বল জালে জড়িয়েছে। সেই গোলে ব্যবধান দ্বিগুণ হয়। প্রথমার্ধে আর কোনো গোল হয়নি।

বিরতি থেকে ফিরে ৫৩মিনিটে দুর্দান্ত একটি গোল করেন ফারহান আলী। বক্সে সামান্য বাইরে বল পেয়েছিলেন ফারহান। বাঁদিকে একটু একটু করে বক্সে ভেতরে ঢোকেন। একে একে তিনজনকে কাটান তিনি। ফিনিশিং টাচটাও এসেছে তার পা থেকেই। শ্রীলংকার ফুটবলররা শুধু অসহায়ের মতো তাকিয়ে ছিলেন ফারহানের দিকে। সামনে দাঁড়ানো হামজার চোখেমুখে ছিল অবিশ্বাস। ম্যাচের ৫৩তম মিনিটে গোল করার পর ফারহানকে মাথায় তুলেছেন সাদ উদ্দিন ও অন্য ফুটব-লাররা।

ম্যাচের শুরু থেকেই খুব ভালো খেলেন রাকিব। দুর্দান্ত কিছু ক্রসও বাড়িয়েছেন, কিন্তু সেগুলো আর গন্তব্য খুঁজে পায়নি। খেলার একিবারে শেষ দিকে তার শট জাল খুঁজে পেল। ৮৭ মিনিটে বক্সে বেশ খানিকটা বাইরে বল পাওয়ার পর তিনি দৌড়ে পেছনে ফেলেন একজনকে। এরপর তার সামনে ছিলেন শুধু গোলকিপার সুজন পেরেরা। চিপ করে তার মাথার ওপর দিয়ে বল জালে জড়ান রাকিব। অসাধারণ এই ফিনিশিংয়ের মাধ্যমেই শেষ হয় বাংলাদেশ-শ্রীলংকা ম্যাচটি।

পচেত্তিনোকে কোচ করতে জরুরি বৈঠকে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড

স্পোর্টস ডেস্কঃম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের প্রধান কোচের দায়িত্ব থেকে মাইকেল ক্যারিককে সরিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা তৈরি



হয়েছে। তার জায়গায় আর্জেন্টাইন কোচ মরিসিও পচেত্তিনোকে নিয়োগ দেওয়ার পরিকল্পনা করছে ইংলিশ ক্লাবটি। এ নিয়ে ইতোমধ্যে সম্ভাব্য কোচের সঙ্গে আলোচনা অনেকটাই এগিয়ে নিয়েছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ।

দ্য অ্যাথলেটিকের সাংবাদিক ডেভিড অরনস্টাইনের বুধবারের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ক্যারিকের ভবিষ্যৎ নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের পথে রয়েছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। ক্লাবের পছন্দের তালিকায় সবার ওপরে রয়েছেন পচেত্তিনো। তাকে দায়িত্ব দেওয়ার বিষয়ে নীতিগতভাবে সিদ্ধান্তও নিয়ে রেখেছে রেড ডেভিলরা।

প্রতিবেদনে ক্লাবসংশ্লিষ্ট সূত্রের বরাত দিয়ে জানানো হয়েছে, ক্যারিকের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে বুধবার জরুরি বৈঠকে বসেছেন ইউনাইটেডের নীতিনির্ধারকরা। ধারণা করা হচ্ছে, এই বৈঠক থেকেই তার দায়িত্ব নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসতে পারে।

এদিকে নতুন কোচ হিসেবে পচেত্তিনোকে পাওয়ার বিষয়েও অগ্রগতি হয়েছে। মঙ্গলবার আর্জেন্টাইন এই কোচের ব্যক্তিগত শর্তাবলি নিয়ে ইতিবাচক আলোচনা করেছে ইউনাইটেড। তবে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় দলের দায়িত্বে থাকা পচেত্তিনোর সঙ্গে ২০৩০ সাল পর্যন্ত চুক্তি রয়েছে। ফলে তাকে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে আনতে কিছু আনুষ্ঠানিকতা ও আর্থিক সমঝোতা প্রয়োজন হবে।





www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

রান্নাবান্না



জলপাইয়ের তিনটি আচার

রেসিপি দিয়েছেন আফরোজা খানম মুক্তা আলোকচিত্রী মনির আহমেদ

জলপাই রসুনের ঝাল আচার

যা লাগবে : জলপাই ১ কেজি, দেশি রসুন আধা কেজি, সরিষার তেল ১ কাপ, আদা ও রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ, হলুদ-মরিচ ও ধনিয়া গুঁড়া ১ চা চামচ করে, পাঁচফোড়ন ২ টেবিল চামচ, তেজপাতা ২টি, সিরকা ৪ টেবিল চামচ, চিনি ২ টেবিল চামচ, পাকা বোম্বাই মরিচ ১০-১২টি, সোডিয়াম বেনজুয়েট আধা চা চামচ, বিটলবণ এবং লবণ স্বাদমতো।

যেভাবে করবেন : জলপাই সিদ্ধ করে চটকে নিন। কড়াইতে সরিষা তেল দিয়ে তেজপাতার ফোড়ন দিন। পরে সরিষা বাটা, আদা ও রসুন বাটা, হলুদ মরিচ, ধনিয়া গুঁড়া, চিনি, সিরকা, লবণ, বিটলবণ দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন। এবার আস্ত রসুন, পাকা বোম্বাই মরিচ দিয়ে আরও ৫ মিনিট রান্না করুন। চটকানো জলপাই, পাঁচফোড়ন দিয়ে রান্না করুন। আচার থেকে তেল আদালা হয়ে এলে চুলার তাপ কমিয়ে সোডিয়াম বেনজুয়েট দিয়ে নেড়ে নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল জলপাই দিয়ে রসুনের ঝাল আচার।

টক-মিষ্টি চমচম

যা লাগবে : জলপাই সিদ্ধ এক কেজি, চিনি এক কাপ, গুড় আধা কাপ, বিটলবণ এক চা চামচ, পাঁচফোড়ন ২ টেবিল চামচ, শুকনা মরিচ টালা গুঁড়া ২ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, সিরকা আধা কাপ, সরিষার তেল এক কাপ।

যেভাবে করবেন : জলপাই সিদ্ধ করে চটকে নিন। পরে জলপাই সিদ্ধ, পাঁচফোড়ন, শুকনা মরিচ গুঁড়া, চিনি, গুড়, বিটলবণ, সিরকা ও লবণ দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে রাখুন এক ঘণ্টা। সরিষার তেল গরম হলে মৌরি ফোড়ন দিন। পরে মাখানো জলপাই দিয়ে রান্না করুন ১০-১৫ মিনিট। তেল ভেসে এলে লবণ দেখে নামিয়ে নিন। এবার ঠান্ডা হলে চমচমের মতো করে আকার হাতে তৈরি করুন। তারপর টালা শুকনা মরিচের গুঁড়া, পাঁচফোড়নে গড়িয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল জলপাইয়ের টক-মিষ্টি চমচম।

জলপাইয়ের টক-ঝাল আচার।

যা লাগবে : জলপাই সিদ্ধ এক কেজি, রসুনের কোয়া আধা কাপ, বোম্বাই মরিচ ৫-৬টি, আদা ও রসুন বাটা এক চা চামচ, হলুদ-মরিচ ও ধনিয়া গুঁড়া এক চা চামচ করে, পাঁচফোড়ন ২ টেবিল চামচ, সরিষা বাটা ২ টেবিল চামচ, বিট লবণ এক চা চামচ, লবণ স্বাদমতো, চিনি ২ টেবিল চামচ, সরিষার তেল এক কাপ, সিরকা আধা কাপ।

যেভাবে করবেন : জলপাই সিদ্ধ করে চটকে নিন। কড়াইতে সরিষার তেল গরম হলে তেজপাতা, শুকনা মরিচের ফোড়ন দিন। পরে আদা রসুন বাটা, হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, ধনিয়া গুড়া, সরিষা বাটা, লবণ ও সিরকা দিয়ে কষিয়ে নিন। এবার রসুন ও বোম্বাই মরিচ দিয়ে আরও ৫-৭ মিনিট রান্না করার পর জলপাই দিয়ে আবারও নেড়েচেড়ে রান্না করুন। সবশেষে চিনি পাঁচফোড়ন দিয়ে রান্না করুন। আচারের গায়ে থেকে তেল ছেড়ে এলে লবণ দেখে নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল জলপাইয়ের টক-ঝাল আচার।

চেহারায় কন্টিনেন্টাল, খাঁটি বাঙালি স্বাদ, রবিবারের সান্ধ্য আড্ডা জমবে মাছের ৩ রকম ফিউশন স্ন্যাক্সে

ছুটির দিনে অন্য রকম কিছু খেতেই মন চায়। সন্ধ্যার আড্ডায় স্ন্যাক্স বললেই চিকেনের কথাই মাথায় আসে, অথবা শিঙাড়া-নিমকি। মাছ দিয়েও বানানো যায় স্বাস্থ্যকর অথচ সুস্বাদু স্ন্যাক্স। ফিশ ফ্রাই নয়, কয়েক রকম ফিউশন স্ন্যাক্সের রেসিপি রইল।

বাঙালি আর মাছ–এই সম্পর্কটা তো চিরন্তন। চায়ের আড্ডায় বা সন্ধ্যার স্ন্যাক্সে শুধু ফিশ ফ্রাই বা ফিশ ফিঙ্গার কেন, স্বাদ বদলাতে একটু অন্য রকম কিছু খেতেই পারেন। রেস্তরাঁ ধাঁচের ফিউশন স্ন্যাক্স যদি বাঙালি হেঁশেলের চিরচেনা উপকরণ দিয়েই বানিয়ে ফেলা যায়, তবে কেমন হয়?

কাসুন্দি ক্রাস্টেড বেক্‌ড ভেটকি

ফ্রেঞ্চ বা কন্টিনেন্টাল বেক্‌ড ফিশের দেশি রূপ, যাতে মেয়োনিজ বা ক্রিমের বদলে ঝাঁঝালো কাসুন্দির পরত দিতে পারেন। ভেটকি মাছের ফিলের উপরে কাসুন্দি, সর্ষেবাটা, একটু টক দই, কাঁচালঙ্কা বাটা, সর্ষের তেল ও নুন মাখিয়ে ১০ মিনিট রেখে দিন। উপরের লেয়ার তৈরি করার জন্য গুঁড়ো করা টোস্ট বিস্কুট, পাউরুটির টুকরো ও সামান্য মাখন মিশিয়ে ফিলেগুলি তাতে মাখিয়ে নিন ভাল করে। অভেনে ওভেনে ১৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে ১৫-২০ মিনিট বেক করুন যতক্ষণ না উপরের অংশ মুচমুচে হয়।

ধনেপাতা-কোরিয়ান চিলি ফিশ

কোরিয়ার ঝাল-মিষ্টি চিলি ফিশ বানাতে পারেন প্রচুর পরিমাণে ধনেপাতা ও কাঁচালঙ্কা বাটা দিয়ে। কোনও আলাদা সস্রে দরকারই হবে না। ভেটকি বা বাসা মাছের ছোট ছোট টুকরো করে নিন। কাঁটা বার করে নিতে হবে। এ বার প্রচুর তাজা ধনেপাতা, কাঁচালঙ্কা, রসুন ও সামান্য মৌরি একসঙ্গে বেটে। এই মিশ্রণে মাছ ম্যারিনেট করে ছোট ছোট বল বা কিউব আকারে গড়ে নিন। ময়দা ও কর্নফ্লাওয়ারের গোলায় চুবিয়ে বিস্কুটের গুঁড়ো বা ব্রেডক্রাম্ব মাখিয়ে লালচে-সোনালি করে ভেজে নিন।

ফিশ কোলিয়াড়া

ভেটকি বা বাসা অথবা রুই মাছও নিতে পারেন। কাঁটা ছাড়িয়ে কিউব করে কেটে নিন। একটি পাত্রে মাছের সঙ্গে লেবুর রস, আদা-রসুনবাটা, হলুদগুঁড়ো, কাশ্মীরি লঙ্কাগুঁড়ো এবং সামান্য নুন দিয়ে ভাল করে মাখিয়ে ১০-১৫ মিনিট রেখে দিন। এ বার ওই ম্যারিনেট করা মাছের পাত্রেই বেসন, চালের গুঁড়ো, জোয়ান, গরমমশলা গুঁড়ো, টক দই এবং ১ চা-চামচ সর্ষের তেল দিয়ে দিন। মাছের সঙ্গে মশলা ভাল করে মাখিয়ে নিন। মশলার কোটিং যেন পুরু হয়। এ বার তেলে উল্টে-পাল্টে সোনালি করে ভেজে নিন। পরিবেশনের সময়ে উপরে চাট মশলা, কাঁচা পেঁয়াজের টুকরো ও পুদিনার চাটনি ছড়িয়ে দিন।

উৎসবের আবহে রেঁধে ফেলুন মটন মালাই

আলু দিয়ে লাল ঝোল বা মটন কষা নয়। স্বাদে বৈচিত্র আনতে উৎসবের আবহে বানিয়ে ফেলুন কাঁচালঙ্কা এবং মালাই দিয়ে পাঁঠার মাংস। ঠিক করে রাঁধলে তা এতটাই নরম হবে যে মুখে দিলে মিলিয়ে যাবে।

কালীপুজো, দীপাবলির উৎসব খাওয়াদাওয়া ছাড়া অসম্পূর্ণ। আর বাঙালির ভূরিভোজে খাসি বা পাঁঠার মাংস থাকবে না, তা-ও আবার হয় নাকি। তবে আলু দিয়ে লাল ঝোল বা মটন কষা নয়। স্বাদে বৈচিত্র আনতে বানিয়ে ফেলুন কাঁচালঙ্কা এবং মালাই দিয়ে পাঁঠার মাংস। ঠিক করে রাঁধলে তা এতটাই নরম হবে যে মুখে দিলে মিলিয়ে যাবে।

উপকরণ

৭৫০ গ্রাম পাঁঠা বা খাসির মাংস (হাড় ছাড়া বা হাড় সমেত)
৩টি বড় পেঁয়াজকুচি
৪ টেবিলচামচ টক দই
১০-১২টি কাঁচালঙ্কা
২০ গ্রাম কাজুবাদাম
১ চা-চামচ জিরেগুঁড়ো
১ চা-চামচ ধনেগুঁড়ো
২ টেবিলচামচ আদা-রসুনবাটা
স্বাদমতো নুন
৩-৪টি এলাচ
৪-৫টি লবঙ্গ
১ চা-চামচ জিরে
১ চা-চামচ গোলমরিচ
১ টেবিলচামচ কসৌরি মেথি
৩ টেবিলচামচ দুধের সরবাটা বা ক্রিম
৪ টেবিলচামচ সাদা তেল
১ টেবিলচামচ ঘি

প্রণালী: টক দই, নুন দিয়ে মাংস মাখিয়ে রাখুন অন্তত এক ঘণ্টা। কড়াইয়ে সাদা তেল এবং ঘি গরম হতে দিন। গোটা গরমমশলা ফোড়ন দিন। যোগ করুন পেঁয়াজকুচি। হালকা ভাজা হলে আদা-রসুনবাটা দিয়ে নাড়তে থাকুন। দিয়ে দিন স্বাদমতো নুন, জিরে-ধনেগুঁড়ো। মশলা কষে তেল ছাড়লে মটন দিয়ে ক্রমাগত কষতে হবে। মিনিট ৩-৪ কষিয়ে নিয়ে মিশ্রণটি প্রেশার কুকারে ঢেলে ৩-৪টি সিটি দিয়ে সেদ্ধ করে নিন।

মাংস সেদ্ধ হয়ে সেটি ঢেলে নিন কড়াইয়ে। কাঁচালঙ্কা, কাজুবাদাম মিক্সরে ঘুরিয়ে নিন। মিশ্রণটি মাংসে দিয়ে কষিয়ে নিন। যোগ করুন কসৌরি মেথি। মাংস সেদ্ধ হয়ে এলে দিয়ে দিন ফ্রেশ ক্রিম বা দুধের সরবাটা। একদম শেষ ধাপে যোগ করুন কাঁচালঙ্কা। মাংসের ঝোল হবে ক্রিমের মতো। কিছুটা সাদা। কঁচালঙ্কা আর ফ্রেশ ক্রিমের স্বাদ-গন্ধ লেগে থাকবে মাংসে। তা হবে নরম। মুখে দিলেই মিলিয়ে যাবে। নান, পরোটা, রুমালি রুটি, পোলাওয়ের সঙ্গে বেশ লাগবে মাংসের এই রেসিপি।

লাঞ্জ নুডলস স্যুপের রেসিপি

উপকরণ

শুকনা মরিচ: ৭-৮টি
ধনেগুঁড়া: ১ চা-চামচ
পাপরিকা: আধা চা-চামচ
জিরাগুঁড়া: আধা চা-চামচ
হলুদগুঁড়া: আধা চা-চামচ
পেঁয়াজকুচি: ১ কাপ
লেমন গ্রাসের গোড়া (সাদা অংশ) কুচি: ১ কাপ
আদাকুচি: আধা কাপ
কাজুবাদাম: আধা কাপ
রসুনকুচি: ১ চা-চামচ
চিংড়ি পেস্ট: ২ টেবিল চামচ
বাদামতেল: আধা কাপ
মুরগির স্টক: ২ কাপ
সেদ্ধ মুরগির টুকরা: ১ কাপ
সেদ্ধ নুডলস: ২ কাপ
আদা: ১ চা-চামচ
রসুন: আধা চা-চামচ
লেমন গ্রাস: ১টি
টফু পাফ: ২ কাপ
নারকেল দুধ: ২ কাপ
ফিশ সস: ২ চা-চামচ
সয়া সস: ১ চা-চামচ
লেবুর রস: ২ চা-চামচ
তেল: আধা কাপ
ধনেপাতা ও ভাজা তিল: সাজানোর জন্য

প্রণালি

২ কাপ ফুটন্ত পানিতে শুকনো মরিচ সেদ্ধ করে পানি ঝরিয়ে নিন।
গুঁড়া মসলা প্যানে অল্প আঁচে ভেজে নিন।
এবার বাকি সব উপকরণ ভালোভাবে মিশিয়ে নিলেই লাঞ্জ পেস্ট তৈরি।
একটি প্যানে তেল দিয়ে আদা, রসুন ও লেমন গ্রাসের টুকরা দিয়ে নাড়ুন।
এবার লাঞ্জ পেস্ট, মুরগির স্টক, নারকেল দুধ, ফিশ সস, সয়া সস দিয়ে দশ মিনিট ফুটিয়ে টফু পাফ ও লেবুর রস দিয়ে নেড়ে ঢেকে নামিয়ে রাখুন।
পরিবেশন বাটিতে সেদ্ধ নুডলস ও মুরগির টুকরো রেখে তার ওপর লাঞ্জ স্যুপ ঢেলে পছন্দমতো সাজিয়ে লাঞ্জ পেস্টের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

কফি নয়, লাতে চায়ের রেসিপি দেখুন

বিকেলের আড্ডায় ঠান্ডা এক কাপ চা অনেকেরই পছন্দ। তবে অনেকে আবার কফি খেতে ভালোবাসেন। কেমন হয় যদি চা আর কফির মিশেলে তৈরি হয় লাতে টি! লাতে চায়ের রেসিপি দিয়েছেন জেবুন্নেসা বেগম

উপকরণ

দুধ দেড় কাপ
পানি ১ কাপ
চা-পাতা ১ চা-চামচ
চিনি ১-২ চা-চামচ (স্বাদমতো)
বরফকুচি আধা গ্লাস
কফি আধা চা-চামচ

প্রণালি

ফুটন্ত পানিতে চা-পাতা দিয়ে ফুটিয়ে ঘন লিকার তৈরি করুন।
লিকার ছেঁকে নিন।
ছেঁকে নেওয়া লিকারে চিনি ও কফি দিন।
গ্লাসে আইস কিউব নিন। চায়ের লিকার ঠান্ডা করে বরফের ওপর ঢেলে দিন।
এবার দুধ ঢেলে ঠান্ডা লাতে টি তৈরি করে নিন।

বাড়িতে কালো তিলের রুটি বানাতে চান? রেসিপি দেখুন

নানা রকম কেক-কুকিজের পাশাপাশি বাড়িতে বানাতে পারেন মজার মজার রুটি। কালো তিল ছিটিয়ে বাসায় রুটি বেক করতে চাইলে এই পদ্ধতিটি দেখতে পারেন। রেসিপি দিয়েছেন নাজিয়া ফারহানা

উপকরণ

ময়দা ২ কাপ
ইনস্ট্যান্ট ইস্ট ১ চা-চামচ
চিনি ১ টেবিল চামচ
লবণ আধা চা-চামচ
কালো তিল ২ টেবিল চামচ
কুসুম গরম দুধ ৩/৪ কাপ
মাখন ২ টেবিল চামচ

প্রণালি

ময়দা, ইস্ট, চিনি, লবণ ও কালো তিল মিশিয়ে নিন।
দুধ ও মাখন দিয়ে নরম ডো তৈরি করুন। ঢেকে ১ ঘণ্টা রেখে দিন, যতক্ষণ না রুটির ডো দ্বিগুণ হয়।
পছন্দমতো আকার দিয়ে আরও ২০ মিনিট রাখুন।
১৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ২০-২৫ মিনিট বেক করুন।





www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



ককটেল বিস্ফোরণ, কড়া নজরদারি,রাজধানীতে ৪ বাসে আগুন

ঢাকা, ১২ নভেম্বর : রাজধানীর শ্যামলী, মিরপুরের জাতীয় চিড়িয়াখানার সামনে এবং পল্লবীতে চারটি বাসে আগুন দেয়ার ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার রাতে ও গতকাল সকালে এসব ঘটনা ঘটে। একই রাতে আসাদগেট, আদাবর, মহাখালী ও তেজগাঁও শিল্পাঞ্চলে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এ ছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি হলের পেছন থেকে অবিস্ফোরিত ককটেল উদ্ধার করেছে পুলিশ। এসব ঘটনায় রাজধানী জুড়ে চেকপোস্ট ও নজরদারি জোরদার করেছে ডিএমপি।

গতকাল সকাল ৬টা ৪০ মিনিটের দিকে পল্লবী থানার সেকশন-১২-এর ফুলকলি মোড়ে পার্কিংয়ে থাকা বিকল্প পরিবহন ও অভিজাত পরিবহন নামে দু'টি যাত্রীবাহী বাসে অগ্নিসংযোগ করে দুর্বৃত্তরা। এতে একটি বাসের পুরো আসন, কাঁচ ও বডি পুড়ে গেছে। অন্য বাসটির পেছনের দু'টি জানালার কাঁচ, আসন ও কাভার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পুলিশ জানায়, ফুলকলি মোড়ে রাস্তার ওপর পার্কিং করা বিকল্প পরিবহনের একটি বাসে (ঢাকা মেট্রো-ব ১১-৯২৫৬) এবং অভিজাত পরিবহনের একটি বাসে (ঢাকা মেট্রো-ব ১৫-০১৪৪) অজ্ঞাতনামা দুর্বৃত্তরা আগুন দিয়ে পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয় লোকজন পানি দিয়ে তা নিয়ন্ত্রণে আনেন। পল্লবী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জালাল উদ্দিন বলেন, জনগণের মনে আতঙ্ক সৃষ্টির জন্য দুষ্কৃতকারীরা বাসে আগুন দিচ্ছে। এর আগে মঙ্গলবার রাত ১২টা ৪৫ মিনিটের দিকে জাতীয় চিড়িয়াখানার মূল ফটকের সামনে পার্কিং করে রাখা চিড়িয়াখানা সিটি পরিবহনের একটি বাসে আগুন দেয়া হয়। এ প্রসঙ্গে শাহ্ আলী থানার ওসি রাজীব হোসেন বলেন, কারা আগুন দিয়েছে, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। অজ্ঞাত কয়েকজন দুর্বৃত্ত এসে আগুন দিয়ে পালিয়ে যায়। পুলিশ বিষয়টি জানার চেষ্টা করছে। দিবাগত রাত ১২টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের পেছন থেকে একটি অবিস্ফোরিত ককটেল উদ্ধার করা হয়। শাহবাগ থানার এসআই আল-আমিন জানান, পরে বোমা নিষ্ক্রিয়করণ দল সেটি নিষ্ক্রিয় করে। রাত সাড়ে ১১টার দিকে তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানার এসআর এন্টারপ্রাইজ ফিলিং স্টেশনের সামনে একটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটে বলে জানিয়েছেন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপকমিশনার ইব্নে মিজান। রাত ১১টার কিছু আগে মহাখালী বাসস্ট্যান্ডে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে কয়েকজন পালিয়ে যায় বলে জানান- বনানী থানার ওসি মো. সালাহউদ্দিন। রাত ১০টার দিকে আদাবরের শেখেরটেকের ৯ নম্বর সড়কের ওয়ালটন প্লাজার সামনে একটি ককটেল বিস্ফোরিত হয়। আদাবর থানার ওসি শেখ জাহিদুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এদিকে, রাত ৯টার দিকে রাজধানীর শ্যামলীতে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সামনে ঠিকানা পরিবহনের একটি বাসে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। শেরেবাংলা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আজিজুর রহমান বলেন, মঙ্গলবার রাত সোয়া ৯টার দিকে বাসটি আসাদ গেটের দিকে যাচ্ছিল।



ভারতে দারিদ্র্যসীমা পেরিয়েছেন প্রায় ৫০ কোটি মানুষ

ঢাকা, ভারতে গত এক যুগে দারিদ্র্য কমানোর ক্ষেত্রে বড় অগ্রগতি হয়েছে। ২০১১-১২ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের মধ্যে দেশটির প্রায় ৪৯ কোটি ৬০ লাখ মানুষ বিশ্বব্যাংকের নির্ধারিত নিম্ন-মধ্যম আয়ের দারিদ্র্যসীমার ওপরে উঠেছেন।

টাইমস কুয়েত জানায়, এতে দেশটির মানুষের আয় ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের চিত্র উঠে এসেছে। বিশ্বব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী, ভারতে দৈনিক ৪ ডলার ২০ সেন্টের কম আয়ে জীবনযাপন করা মানুষের হার ২০১১-১২ সালে ছিল ৫৭ দশমিক ৭ শতাংশ। ২০২৩-২৪ সালে তা কমে ১৬ দশমিক ১ শতাংশে নেমেছে। চরম দারিদ্র্যও অনেক কমেছে। দৈনিক ৩ ডলারের কম আয়ে জীবন-যাপন করা মানুষের হার একই সময়ে ২৭ দশমিক ১ শতাংশ থেকে কমে ২ দশমিক ৬ শতাংশ হয়েছে। অর্থাৎ আগের তুলনায় অনেক বেশি মানুষ এখন মৌলিক চাহিদা মেটাতে পারছেন।

গ্রাম ও শহর–দুই এলাকাতেই দারিদ্র্য কমেছে। গ্রামাঞ্চলে চরম দারিদ্র্যের হার ৩১ শতাংশ থেকে কমে ৩ দশমিক ১ শতাংশ হয়েছে।

শহরাঞ্চলে এই হার ১৭ দশমিক ৪ শতাংশ থেকে কমে ১ দশমিক ৪ শতাংশে নেমেছে। এতে দেখা যায়, শুধু বড় শহরেই নয়, গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রারও উন্নতি হয়েছে।

সরকারের বিভিন্ন সহায়তা কর্মসূচি, ব্যাংকিং সেবার আওতা বৃদ্ধি এবং অবকাঠামোর উন্নয়ন এই অগ্রগতিতে ভূমিকা রেখেছে। প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনার মাধ্যমে অনেক মানুষ ব্যাংক হিসাব খোলার সুযোগ পেয়েছেন। আধার কার্ডের মাধ্যমে সরাসরি সরকারি সহায়তা পাঠানোর ব্যবস্থা, কম দামে খাদ্য বিতরণ, গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া, স্যানিটেশন সুবিধা এবং ডিজিটাল যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়নও মানুষের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন এনেছে।

দরিদ্র পরিবারগুলোর মধ্যে বিনা মূল্যে খাদ্যশস্য বিতরণও দারিদ্র্য কমাতে ভূমিকা রেখেছে। এর ফলে খাদ্যসংকট ও অর্থনৈতিক সংকটের সময় অনেক পরিবার সহায়তা পেয়েছে। এ ছাড়া ভারতের অর্থনীতির সম্প্রসারণের ফলে অবকাঠামো, সরকারি সেবা ও সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বিনিয়োগের সুযোগ বেড়েছে। কৃষির উন্নয়ন, বাজারের সম্প্রসারণ, বিভিন্ন সময়ের অর্থনৈতিক সংস্কার এবং একের পর এক সরকারের নেওয়া জনকল্যাণমূলক কর্মসূচিও দারিদ্র্য কমাতে ভূমিকা রেখেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন সরকার সরকারি সহায়তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং ডিজিটাল সেবা বাড়ানোর কাজ আরো এগিয়ে নিয়েছে। তবে দারিদ্র্য কমানোর এই অগ্রগতিতে আগের বিভিন্ন সরকারের নীতি ও সংস্কারেরও ভূমিকা রয়েছে। এত অগ্রগতির পরও ভারতে দারিদ্র্য পুরোপুরি দূর হয়নি।

DAS WINE & LIQUOR



UTTAM
347-885-2025



RATAN
646-361-5660



KRISHNA
646-363-3137



25-09 39th Avenue, Store # 1C, Long Island City, NY 11101

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪











নিউইয়র্কে বর্ণাঢ্য আয়োজনে গোল্ডেন এজ হোমকেয়ারের দশম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

সেবা এখন নিউইয়র্কের অভিবাসী কমিউনিটির জন্য গুরুত্বপূর্ণ এক নির্ভরতার জায়গা। বিশেষ করে প্রবীণ, অসুস্থ ও দৈনন্দিন জীবনযাপনে অন্যের সহায়তার প্রয়োজন হয়, এমন মানুষের পাশে দাঁড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে ২০১৬ সালে যাত্রা শুরু করা গোল্ডেন এজ হোমকেয়ার (এড়ুষফবহ অমব ঐড়ুসব ঈধৎব) সফলভাবে পার করেছে এক দশক। এক দশকের এই সেবাযাত্রা, অর্জন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা উদযাপনে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রতিষ্ঠানটির দশম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর বর্ণাঢ্য আয়োজন।

৮ নভেম্বর রোববার সন্ধ্যা ৬টায় নিউইয়র্কের ইস্ট এলমহার্স্টে অবস্থিত লাগার্ডিয়া এয়ারপোর্ট ম্যারিয়ট হোটেলের গ্র্যান্ড বলরুমে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, ব্যবসায়ী, কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ, শুভানুধ্যায়ী এবং প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা অংশ নেন। অনুষ্ঠানে গোল্ডেন এজ হোমকেয়ারের এক দশকের কার্যক্রম, সাফল্য, সেবার পরিধি এবং আগামী দিনের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়। অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) শাহ নেওয়াজ এক দশকের পথচলার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। এ সময় তিনি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সেবাকর্মী, পরিচর্যাকারী, সেবাগ্রহীতা, তাঁদের পরিবার এবং দীর্ঘদিনের শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

শাহ নেওয়াজ বলেন, দদশ বছর একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য শুধু সময়ের হিসাব নয়, এটি মানুষের আস্থা অর্জনের একটি দীর্ঘ যাত্রা। আমরা যখন গোল্ডেন এজ হোমকেয়ারের কার্যক্রম শুরু করি, তখন আমাদের লক্ষ্য ছিল প্রবীণ ও অসুস্থ মানুষ যেন নিজেদের ঘরে থেকে প্রয়োজনীয় সেবা, সম্মান ও যত্ন পান। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আমরা এগিয়ে চলেছি।'

তিনি আরও বলেন, দএকটি পরিবারের প্রবীণ সদস্য যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন শুধু ওই ব্যক্তি নন, পুরো পরিবারই উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে। আমরা সেই পরিবারের পাশে দাঁড়াতে চাই। একজন মানুষ যেন নিজের পরিচিত পরিবেশে, নিজের ভাষায় কথা বলে এবং নিজের সংস্কৃতির সঙ্গে সংযোগ বজায় রেখে যত্ন পান, সেটি আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'

প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের পেছনে কর্মীদের অবদানের কথা উল্লেখ করে শাহ নেওয়াজ বলেন, দআজকের এই অর্জন আমার একার নয়। আমাদের প্রতিটি কর্মী, পরিচর্যাকারী, সেবাগ্রহীতা ও তাঁদের পরিবারের সম্মিলিত আস্থার ফল এই দশ বছরের পথচলা। প্রতিদিন যাঁরা মানুষের বাড়িতে গিয়ে সেবা দিয়ে আসছেন, তাঁরাই গোল্ডেন এজ হোমকেয়ারের প্রকৃত শক্তি।'

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দআমরা শুধু একটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চাইনি; চেয়েছি মানুষের প্রয়োজনের সময় নির্ভরতার একটি জায়গা তৈরি করতে। আগামী দিনগুলোতেও সেবার মান, জবাবদিহি এবং মানুষের আস্থা ধরে রাখাই হবে আমাদের প্রধান অগ্রাধিকার। আজকের এই দশম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী যেমন আনন্দের, তেমনি আগামী দিনের প্রতি আমাদের দায়িত্বের কথাও মনে করিয়ে দেয়।'

অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানের ভাইস প্রেসিডেন্ট রানু আমেনা নেওয়াজ দশম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানান। তিনি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে অভিনন্দন জানান এবং গোল্ডেন এজ হোমকেয়ারের আগামী দিনের পথচলার সাফল্য কামনা করেন। এ সময় বক্তব্য রাখেন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সাদিয়া নেওয়াজ। তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথি, শুভানুধ্যায়ী এবং প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। গোল্ডেন এজ হোমকেয়ারের সঙ্গে দীর্ঘ পথচলায় সবার সহযোগিতা, ভালোবাসা ও পাশে থাকার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি। প্রতিষ্ঠানের এক দশকের এই অর্জন সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সমর্থনের ফল বলেও উল্লেখ করেন সাদিয়া নেওয়াজ।

দশম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অন্যতম আকর্ষণ ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী রন্টি দাস, কবির বকুল, প্রীতম হাসান, শাহ মাহবুব, রানু নেওয়াজ, বাদশা বুলবুল, অনিক রাজ ও রিজিয়া পারভীনসহ আরও অনেকে। শিল্পীদের সংগীত পরিবেশনায় অনুষ্ঠানস্থলে তৈরি হয় উৎসবমুখর পরিবেশ। উপস্থিত অতিথিরা উপভোগ করেন তাঁদের পরিবেশনা।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে প্রবাসের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ ফুল দিয়ে গোল্ডেন এজ হোমকেয়ারের প্রেসিডেন্ট ও সিইও শাহ নেওয়াজ এবং রানু নেওয়াজকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। তাঁদের এই ফুলেল শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা প্রতিষ্ঠানের এক দশকের পথচলার প্রতি কমিউনিটির সমর্থন ও সম্পৃক্ততার প্রতিফলন হিসেবে অনুষ্ঠানে বিশেষ মাত্রা যোগ করে।

অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের জন্য হালাল খাবারের আয়োজন করা হয়। পুরো অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন বুলবুল হাসান। অনুষ্ঠানটির শব্দ ও সাউন্ড ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিল সাউন্ড গিয়ার ও স্যাম। সংগীত, শুভেচ্ছা বিনিময় এবং অতিথিদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে গোল্ডেন এজ হোমকেয়ারের দশম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পরিণত হয় প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির এক আনন্দঘন মিলনমেলায়।

নিউইয়র্কে বাংলাদেশিসহ দক্ষিণ এশীয় অভিবাসী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রবীণদের দীর্ঘমেয়াদি পরিচর্যা এবং নিজ বাড়িতে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের চাহিদাও বাড়ছে। কর্মব্যস্ত জীবনে পরিবারের প্রবীণ ও অসুস্থ সদস্যদের যথাযথ পরিচর্যা নিশ্চিত করা অনেক পরিবারের জন্যই বড় চ্যালেঞ্জ। বিশেষ করে যেসব পরিবারের সদস্যরা কর্মজীবনে ব্যস্ত, সেখানে পেশাদার হোমকেয়ার সেবা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

এমন বাস্তবতায় ২০১৬ সালে যাত্রা শুরু করে গোল্ডেন এজ হোমকেয়ার। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই প্রবীণ, অসুস্থ এবং দৈনন্দিন জীবনযাপনে অন্যের সহায়তার প্রয়োজন হয়, এমন মানুষের সেবাকে গুরুত্ব দিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে প্রতিষ্ঠানটি। গোল্ডেন এজ হোমকেয়ার নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অব হেলথের তালিকাভুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। হোম হেলথ এইড, পার্সোনাল কেয়ার এবং নার্সিং সেবা প্রদানের অনুমোদন রয়েছে প্রতিষ্ঠানটির। ব্রঙ্কস, ব্রুকলিন, ম্যানহাটন, কুইন্স, স্ট্যাটেন আইল্যান্ড ও ওয়েস্টচেস্টার কাউন্টিতে এর সেবার পরিধি বিস্তৃত।

বাংলাদেশিসহ দক্ষিণ এশীয় অভিবাসী কমিউনিটির ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক চাহিদাকে গুরুত্ব দেওয়া প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিশেষ করে অনেক প্রবীণ অভিবাসী ইংরেজি ভাষায় স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না। তাঁদের জন্য মাতৃভাষায় যোগাযোগের সুযোগ এবং পরিচিত সাংস্কৃতিক পরিবেশে সেবা গ্রহণের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গোল্ডেন এজ হোমকেয়ারের সেবাদাতাদের মধ্যে বাংলা, হিন্দিসহ একাধিক ভাষায় যোগাযোগের সুবিধা রয়েছে। এতে সেবাগ্রহীতা ও পরিচর্যাকারীদের মধ্যে যোগাযোগ সহজ হওয়ার পাশাপাশি প্রবীণদের মানসিক স্বস্তি ও নিরাপত্তাবোধ তৈরিতে সহায়তা করে।

প্রতিষ্ঠানটি হোম হেলথ এইড এবং পার্সোনাল কেয়ার এইড (পিসিএ) সেবার মাধ্যমে যোগ্য ব্যক্তিদের নিজ বাড়িতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পাওয়ার সুযোগ তৈরি করে। ব্যক্তিগত পরিচর্যা, দৈনন্দিন কাজকর্মে সহায়তা এবং নির্ধারিত সেবাপরিকল্পনা অনুযায়ী সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে প্রবীণ ও অসুস্থ মানুষের জীবনযাত্রা সহজ করাই এ ধরনের সেবার মূল উদ্দেশ্য।

হোমকেয়ার সেবা শুধু প্রবীণ ও অসুস্থ মানুষের পরিচর্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। নিউইয়র্কের অভিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য এ খাত একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র হিসেবেও বিকশিত হয়েছে। বিশেষ করে অভিবাসী নারী, নতুন কর্মজীবী এবং স্বাস্থ্যসেবামূলক পেশায় যুক্ত হতে আগ্রহীদের জন্য হোমকেয়ার খাত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি করছে।

গোল্ডেন এজ হোমকেয়ারও পরিচর্যাকারী ও সেবাগ্রহীতাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে এই বৃহত্তর সেবাব্যবস্থার অংশ হিসেবে কাজ করছে। এর ফলে একদিকে প্রবীণ ও অসুস্থ মানুষ প্রয়োজনীয় পরিচর্যা পাওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন, অন্যদিকে পরিচর্যা পেশায় কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রও তৈরি হচ্ছে।



প্রবাসী বাংলাদেশি পরিবারগুলোর জন্য বিষয়টি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশি সমাজে প্রবীণদের প্রতি শ্রদ্ধা, অসুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং পরিবারের সদস্যদের যত্ন নেওয়ার দীর্ঘ সামাজিক ঐতিহ্য রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ব্যস্ত কর্মজীবন ও পরিবর্তিত পারিবারিক বাস্তবতায় পেশাদার হোমকেয়ার সেবা সেই সামাজিক মূল্যবোধকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বাস্তবায়নের সুযোগ তৈরি করেছে। গত এক দশকে নিউইয়র্কের হোমকেয়ার খাতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। সরকারি নীতিমালা, সেবাগ্রহীতাদের যোগ্যতা নির্ধারণ, পরিচর্যাকারীদের প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থানের শর্ত এবং সেবার মান নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে তৈরি হয়েছে নানা চ্যালেঞ্জ।

একই সঙ্গে বেড়েছে রোগীর নিরাপত্তা, সেবার গুণগত মান এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর জবাবদিহির গুরুত্ব। প্রতিযোগিতামূলক ও কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত এই খাতে টিকে থাকা এবং ধারাবাহিক সেবা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজন পেশাদার ব্যবস্থাপনা, দক্ষ জনবল এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার সক্ষমতা।

এমন একটি চ্যালেঞ্জপূর্ণ খাতে গোল্ডেন এজ হোমকেয়ারের দশ বছর পূর্তি প্রতিষ্ঠানটির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। নিউইয়র্কের প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি স্বাস্থ্যসেবা খাতেও অভিবাসী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বের একটি উদাহরণ হিসেবে প্রতিষ্ঠানটির এই পথচলাকে দেখা হচ্ছে।

দশম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপনের মধ্য দিয়ে গোল্ডেন এজ হোমকেয়ার তার পথচলার নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করল। সামনে রয়েছে পরিবর্তিত স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সেবার মান বজায় রাখা, পরিচর্যাকারীদের দক্ষতা ও পেশাদারত্বের উন্নয়ন এবং ক্রমবর্ধমান প্রবীণ জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণের চ্যালেঞ্জ। প্রেসিডেন্ট ও সিইও শাহ নেওয়াজের নেতৃত্বে গত এক দশকে প্রতিষ্ঠানটি প্রবাসী কমিউনিটিতে যে পরিচিতি ও আস্থার জায়গা তৈরি করেছে, ভবিষ্যতে তা ধরে রাখা এবং আরও বিস্তৃত করাই হবে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।

গোল্ডেন এজ হোমকেয়ারের দশম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আয়োজন তাই কেবল একটি প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক অগ্রযাত্রা উদযাপনের উপলক্ষ নয়; এটি প্রবাসে নিজেদের কমিউনিটির প্রবীণ ও অসুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানো, তাঁদের জীবনযাত্রাকে সহজ করা এবং সেবামূলক কর্মকাণ্ডে অভিবাসী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণের এক দশকের গল্প। নিউইয়র্কের প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির সঙ্গে সম্পর্ক, সেবার অভিজ্ঞতা এবং মানুষের আস্থাকে সঙ্গে নিয়ে গোল্ডেন এজ হোমকেয়ার এখন এগিয়ে যেতে চায় পথচলার দ্বিতীয় দশকে।

www.jonmobhumi.com

Please Visit our YouTube Channels

Ratan Talukder Live NY

Jonmobhumi News TV

Alaap USA

Phone: (646) 327 7964
Email: jonmabhumi@gmail.com
Web: www.jonmobhumi.com

Ratan Talukder, Host

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



এবার অস্কারের দৌড়ে 'রামায়ণ'!

ছবিটিকেও বিবেচনার জন্য পাঠানো হল।
প্রশ্ন উঠতেই পারে, যেখানে ভারত সরকারের তরফে 'গোধল'কে পাঠানো হয়েছে, সেখানে কী করে আলাদা করে 'রামায়ণ' ছবিটিও প্রতিযোগিতায় বিবেচনার জন্য পাঠানো সম্ভব? আসলে এর জন্য প্রতিযোগিতার নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ হওয়াই যথেষ্ট। যেমন আমেরিকায় নির্দিষ্ট কিছু শহরে সাত দিন সিনেমা হলে প্রদর্শিত হওয়া। 'রামায়ণ' লস অ্যাঞ্জেলস, নিউ ইয়র্ক, সান ফ্রান্সিসকো, শিকাগো, ডালাস, আটলান্টার মতো শহরগুলিতে চলছে রমরমিয়ে। সেক্ষেত্রে নীতীশ তিওয়ারি পরিচালিত ছবিটির নমিনেশনে বাধা থাকছে না।
গত ৫ নভেম্বর মুক্তি পেয়েছে 'রামায়ণ'। রামের ভূমিকায় রয়েছেন রণবীর কাপুর, সীতার ভূমিকায় সাই পল্লবী এবং রাবণের ভূমিকায় যশ। প্রত্যাশামতোই শুরু থেকে বঙ অফিসে রীতিমতো ঝড় তুলে দিয়েছে এই ছবিটি। বিশ্বব্যাপী কালেকশন ছাড়িয়েছে ৬৫০ কোটি টাকা। আগামিদিনেও এই ঝড় অব্যাহত থাকবে বলেই মনে করা হচ্ছে। এর মধ্যেই অস্কারের দৌড়ে ঢুকে পড়া নিশ্চিতভাবেই আরেকটি বড় সাফল্য।
তবে সমালোচনাও কম হচ্ছে না ছবিটি নিয়ে। 'মহাভারত'-এর কৃষ্ণ নীতীশ ভরদ্বাজের মতো অনেকেই সমালোচনায় মুখর হয়েছেন। ইনস্টাগ্রামে একটি দীর্ঘ পোস্ট লিখেছেন নীতীশ। সেখানে তাঁকে লিখতে দেখা গিয়েছে, 'রামায়ণ ভারতের ডিএনএ-তে মিশে আছে। রামায়ণ কেবল একটি গল্প নয়, তা সনাতন ভারতের সভ্যতাগত ও আধ্যাত্মিক চেতনার গভীরে প্রোথিত। এই মহাকাব্যের নায়ক, নায়িকা এবং খলনায়ক– সকলেই এর মূল্যবোধ ও বার্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাদের চরিত্র বা তাৎপর্যকে হালকাভাবে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করা যায় না।' তিনি জানিয়েছেন, এর আগে ছবিটি নিয়ে তিনি যে উচ্ছ্বসিত পোস্ট করেছিলেন তা তিনি ফিরিয়ে নিচ্ছেন।



শেখ হাসিনার সাথে সাক্ষাৎ করতে যুক্তরাষ্ট্র আ.লীগের নেতারা ভারতে যাচ্ছেন

বাংলাদেশ সরকারও নড়েচড়ে বসেছেন। সরকারের মন্ত্রী ছাড়াও খোদ প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানও কথা বলছেন। উদ্ভুত পরিস্থিতি নিয়ে
আলোচনার জন্য যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের কতিপয় নেতা ভারতের দিল্লী যাচ্ছেন। সেখানে দলীয় প্রধানের সাথে সাক্ষাতও করবেন যুক্তরাষ্ট্রের নেতারা। খবর ইউএনএ'র।
যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ দলীয় সূত্রে জানা গেছে, দলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সহ অন্তত এক ডজন নেতা চলতি সপ্তাহে ভারতের দিল্লী যাচ্ছেন। এছাড়াও নিউইয়র্ক স্টেট ও মহানগর আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতাও রয়েছেন। ইতিপূর্বে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নেত...বৃন্দ শেখ হাসিনার দেশে ফেরার সময় ঢাকায় যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। সূত্র মতে, শুধু যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ নয়, যুক্তরাজ্য ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে দলীয়
নেত.বৃন্দ দিল্লী সমবেত হচ্ছেন। সূত্র মতে, ড. সিদ্দিকুর রহমান গত মঙ্গলবার (১০ নভেম্বর) দিল্লুরি উদ্দেশ্যে নিউইয়র্ক ত্যাগ করেছেন। তার সাথে তার স্ত্রী যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের কার্যকরী পরিষদের এক নম্বর সদস্য শাহানা রহমান সহ কয়েকজন নেতা রয়েছেন।
এদিকে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ প্রেরীত এক প্রেস বিজ্ঞপিতে বলা হয়েছে- 'মাননীয় ৫ বারের সফল প্রধানমন্ত্রী, বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনার আদেশ ক্রমে দেশের বর্তমান ভয়াবহ পরিস্থিতি ও দলীয় নেতা-কর্মীদের ওপর বর্বরোচিত পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতন মোকাবিলা করার জন্য বাস্তবতার আলোকে কি কি কর্মসূচি প্রয়োজন তা নিয়ে আলোচনার জন্য যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ নভেম্বর ১৩, ২০২৬ দিল্লিতে যাচ্ছেন।

হোয়াইট হাউসে নিরাপত্তা সাময়িক লকডাউন

লকডাউন ঘোষণা হল।
হোয়াইট হাউসে সাময়িক লকডাউন একসঙ্গে দু'বার নিরাপত্তা লঙ্ঘনের চেষ্টা। যার জেরে সোমবার হোয়াইট হাউসে সাময়িক লকডাউন ঘোষণা হল। আমেরিকার স্থানীয় সময় সকাল দশটা নাগাদ একটি গাড়ি হোয়াইট হাউসের সামনে রাস্তার ফুটপাতে উঠে সাইনবোর্ডে সজোরে ধাক্কা মারে। গাড়ির ইঞ্জিন থেকে ধোঁয়া বেরতে থাকে। চালককে দ্রুত গ্রেপ্তার করেন হোয়াইট হাউসের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা বিশেষ বাহিনীর সদস্যরা। প্রায় একই সময়ে এক ব্যক্তি কাছের লাফায়েট পার্কের ব্যারিকেড টপকে হোয়াইট হাউসে ঢোকার চেষ্টা করে। তাকেও ধরে ফেলা। ওই সময় হোয়াইট হাউসের ভিতরেই ছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ফলে ঝুঁকি না নিয়ে সাময়িক লকডাউন জারি করা হয়। ঘটনা দুটির সঙ্গে নাশকতার যোগ আছে কি না, খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

হাসিনার সমর্থক সন্দেহে বাংলাদেশে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের শাস্তি

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ)। সংস্থাটির মতে, রাজনৈতিক বিশ্বাস বা শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার কারণে কাউকে শাস্তি দেওয়া এবং যথাযথ তদন্ত ও আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দেওয়া আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের লঙ্ঘন হতে পারে। মঙ্গলবার (৩ নভেম্বর) প্রকাশিত এক বিবৃতিতে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বলেছে, বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে রাজনৈতিক মতপ্রকাশ ও ভিন্নমত দমনের যে সংস্কৃতি অতীতে বিভিন্ন সরকারের আমলে দেখা গেছে, সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো সেই প্রবণতার পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা তৈরি করছে।
সংস্থাটির উপ-এশিয়া পরিচালক মীনাক্ষী গাঙ্গুলি বলেন, বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে রাজনৈতিক বিতর্কের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। এ ধরনের আলোচনা নিয়ে ভয় পাওয়ার কথা স্বৈরশাসকদের, শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গঠিত কোনো সরকারের নয়। অতীতের দমন-পীড়নের অধ্যায় পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের অবস্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে একই আচরণের পুনরাবৃত্তি করা উচিত নয়।
হিউম্যান রাইটস ওয়াচের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ২০২৪ সালের আন্দোলন দমনে সংঘটিত সহিংসতায় সহযোগিতার অভিযোগ, আওয়ামী লীগের সমর্থনে কথিত 'ধ্বংসাত্মক' কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ততা এবং ইসলামী পোশাক পরা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
এসব ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে চাকরিচ্যুতি, সাময়িক বরখাস্ত, পাঠদানের দায়িত্ব সীমিত করা এবং একাডেমিক কার্যক্রম থেকে সরিয়ে দেওয়া। পাশাপাশি আওয়ামী লীগের সদস্য ও সমর্থক হিসেবে চিহ্নিত শত শত শিক্ষার্থীকে বহিষ্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যা তাঁদের শিক্ষার অধিকার ক্ষুণ্ন করছে বলে উদ্বেগ জানিয়েছে সংস্থাটি।
এইচআরডব্লিউ জানিয়েছে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত এক ডজনের বেশি শিক্ষকের সাক্ষাৎকার নিয়েছে। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন চিঠিপত্র, টেলিভিশনে প্রচারিত একটি আলোচনা এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত একটি ভিডিও পর্যালোচনা করেছে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সাক্ষাৎকারে বহিষ্কার, পরীক্ষার সনদ আটকে রাখা এবং ক্যাম্পাসে প্রবেশে বাধা দেওয়ার ঘটনাও উঠে এসেছে। সংস্থাটির প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ২০২৬ সালের আগস্টে প্রকাশিত সংবাদমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, আওয়ামী লীগপন্থী শিক্ষকদের একটি টেলিগ্রাম গ্রুপের সদস্য হওয়ার অভিযোগে ২২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তত আরও ৪০৪ জন শিক্ষককে তদন্তের আওতায় আনা হয়েছে।
নাম প্রকাশ না করার শর্তে একটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে বলেন, বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আওয়ামী লীগপন্থী এবং ২০২৪ সালের ছাত্র আন্দোলনকে সমর্থন না করা শিক্ষকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনে ব্যবস্থা নিচ্ছে। তাঁদের ক্লাস নিতে দেওয়া হচ্ছে না, গবেষণার কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না, এমনকি স্বাভাবিক একাডেমিক কার্যক্রমও পরিচালনা করতে দেওয়া হচ্ছে না।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের ২০টির বেশি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে এ ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে নতুন প্রশাসন ৪৪ জন শিক্ষককে তাঁদের দায়িত্ব পালন বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়। আরও ২৫ জন শিক্ষকের পাঠদানের দায়িত্ব সীমিত করা হয়। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, এসব প্রাথমিক ব্যবস্থা নেওয়ার সময় স্বচ্ছ ও বিশ্বাসযোগ্য কোনো শৃঙ্খলাজনিত তদন্ত প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়নি।
পরবর্তী সময়ে তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ছয়জন শিক্ষককে আনুষ্ঠানিকভাবে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়।





আওয়ামী লীগের উদ্যোগে জেলহত্যা দিবস পালিত

মোশাররফ,কর্নেল নাজমুল হুদা,কর্নেল হায়দারসহ অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করে খুনি মোস্তাক-জিয়া, তাই ৭ নভেম্বর মুক্তিযুদ্ধা সৈনিক হত্যা দিবস।জেল হত্যা ও মুক্তিযুদ্ধা সৈনিক হত্যা দিবস পালন করা হয় ।পূর্বাঞ্চল আওয়ামী লীগের আহবায়ক ও যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের অন্যতম উপদেষ্টা,বাকসু"সাবেক জিএস ড.প্রদিপ রঞ্জন করের সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব এবং যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক প্রকৌশলী মোহাম্মাদ আলী সিদ্দিকীর সঞ্চালনায় ও পরিচালনা অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী,জাতিসংঘে বাংলাদেশের সাবেক স্থায়ী প্রতিনিধি ও সাবেক রাষ্ট্রদূত এবং সাবেক সংসদ সদস্য অধ্যাপক ড.একে আব্দুল মোমেন ।বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাবেক সংসদ সদস্য,ঢাকা জাতীয় প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের অন্যতম উপদেষ্টা ও অথর এবং কলামিস্ট বীর মুক্তিযোদ্ধা ড.মহসিন আলী,প্রবীন সাংবাদিক মুহম্মদ ফজলুর রহমান, দিল্লিতে বাংলাদেশ দূতাবাসের নিযুক্ত সাবেক প্রেস মিনিস্টার বিশিষ্ট সাংবাদিক শাবান মাহমুদ,ওয়াসিংটন বাংলাদেশ দূতাবাসের সাবেক প্রেস মিনিস্টার এজেডএম সাজ্জাদ হোসেন সবুজ,অথর ও বীর মুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেন তালুকদার ,বীর মুক্তিযোদ্ধা শওকত আকবর রিচি,বীর মুক্তিযোদ্ধা ফারুক হোসাইন,বীর মুক্তিযোদ্ধা ইসমাইল খান আনসারি,বীর মুক্তিযোদ্ধা জাকির হোসেন হিরু ভূঁইয়া,যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের আইনবিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট শাহ মোহাম্মাদ বখতিয়ার রহমান,শিক্ষক বিষয়ক সম্পাদক ও কলামিস্ট এমএ করিম জাহাঙ্গীর,বঙ্গবন্ধু পরিষদ নিউইয়র্ক চ্যাপ্টারের সহ-সভাপতি প্রফেসর এমএ খালিক,কক্ষপথ "৭১-এর সভাপতি এডভোকেট জাকির এইচ মিয়া,অধ্যাপক হুসনে আরা,আওয়ামী লীগ নেতা আকতার হোসেন,শেখ হাসিনা মঞ্চের সভাপতি জালাল উদ্দিন জলিল,আওয়ামী লীগ নেত্রী রিনা আবেদীন,বঙ্গবন্ধু পরিষদ নিউইয়র্ক চ্যাপ্টারের উপদেষ্টা ও কবি সালেহা ইসলাম ।বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের অন্যতম উপদেষ্টা ও সিনিয়র সাংবাদিক এবং লায়ন হাকিকুল ইসলাম খোকন,সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রহীম বাদশা।স্বাগত বক্তব্যে রাখেন পূর্বাঞ্চল আওয়ামী লীগের অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক ও যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল হাসিব মামুন।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র মহিলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রুমানা আক্তার,মিসেস জালাল উদ্দিন জলিল,যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতি ও পূর্বাঞ্চলীয় আওয়ামী লীগ নেতা মনজুর চৌধুরী,সাধারণ সম্পাদক জুয়েল আহমেদ,সাবেক সিনিয়র সহস-ভাপতি সিরাজ উদ্দিন আহমেদ সোহাগ,নাজনিন সুলতানা ,নাজিমুল হক লস্কর,এসএম কয়সরুজ-জামান,যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি জেডএ জয়,সাবেক সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর এইচ মিয়া,সাধারণ সম্পাদক হৃদয় মিয়া প্রমুখ সহ শতাধিক প্রবাসী উপস্থিত ছিলেন।সভায় ৩ নভেম্বর ১৯৭৫ জেল হত্যা দিবস এবং ৭ নভেম্বর ১৯৭৫ মুক্তিযোদ্ধা সৈনিক হত্যা দিবস উপলক্ষে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন যুক্তরাষ্ট্র শ্রমিক লীগের সহ সভাপতি টি.মোল্লা ।সভার প্রারম্ভে ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট স্বপরিবার জাতির পিতার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের হত্যা,৩ নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে চার জাতীয় নেতা হত্যা,৭ নভেম্বর মুক্তিযোদ্ধা সৈনিক হত্যা,১৯৫২-এর মহান ভাষা আন্দোলনে শহীদ,১৯৭১-এর মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে নিহত,২০০৪-এর গ্রেনেড হামলায় নিহত ও ২৯২৬ -এর কথিত জুলাই-আগস্ট নিহতসহ আজ পর্যন্ত সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নিহতদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।সভা শেষে সবাইকে নৈশভোজে আপ্যায়ন করা হয় ।

আরও ১৪ জন শিক্ষকের বিরুদ্ধে একই ধরনের তদন্ত শুরু হয়েছে। ময়মনসিংহের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১২ জন শিক্ষককে চাকরিচ্যুত, সাময়িক বরখাস্ত অথবা তাঁদের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আরও ৩৪ জন শিক্ষকের পদাবনতি ঘটানো হয়েছে কিংবা তাঁদের একাডেমিক কার্যক্রম সীমিত করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি তদন্ত কমিশন গঠন করলেও সেটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনসম্মত শৃঙ্খলাবিধি অনুসরণ করেছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ।
অন্যদিকে, ঢাকার শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১২ জন শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত এবং আরও ১০ জনকে একাডেমিক কার্যক্রম থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। শিক্ষকদের অভিযোগ, তদন্ত প্রক্রিয়ায় তাঁদের অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়নি। এ ছাড়া আরও ৮৫ জন শিক্ষক পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।
শিক্ষকদের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়টি প্রতিবেদনে গুরুত্ব পেয়েছে। ২০২৫ সালের মার্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি তথ্য অনুসন্ধান কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ১২৬ জন শিক্ষার্থীকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করে এবং তাঁদের পরীক্ষার সনদ আটকে দেয়। কমিটির দাবি ছিল, ছবি, ভিডিও এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের তথ্য থেকে এসব শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদের ওপর হামলার প্রমাণ পাওয়া গেছে।
এ ছাড়া পুলিশের কাছে দায়ের করা মামলায় আওয়ামী লীগপন্থী আরও ২৭৭ জন শিক্ষার্থীর সম্পৃক্ততার অভিযোগ আনা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁদের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক কোনো ব্যবস্থা না নিলেও গ্রেপ্তারের আশঙ্কায় তাঁরা ক্যাম্পাসে আসা বন্ধ রেখেছেন বলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা জানিয়েছেন। অভিযুক্ত অনেক শিক্ষার্থী তাঁদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। কিন্তু অভিযোগের জবাব দেওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁদের কোনো কার্যকর আনুষ্ঠানিক সুযোগ দেয়নি বলে জানিয়েছে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ।শাস্তিমূলক ব্যবস্থার শিকার শিক্ষকদের মধ্যে রয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মশিউর রহমান। ২০১৭ সাল থেকে তিনি অন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেষণে উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। ২০২৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর তাঁকে সব ধরনের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের মধ্যে রয়েছে, ২০২৪ সালের জুলাইয়ে একটি টেলিভিশন আলোচনায় তিনি ছাত্র আন্দোলনকে অবৈধ, ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক বলে সরাসরি বিরোধিতা করেছিলেন। তবে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ ওই অনুষ্ঠানের ভিডিও পর্যালোচনা করে এমন বক্তব্যের কোনো প্রমাণ পায়নি বলে জানিয়েছে।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২





প্রোহেলথ হোমকেয়ার



মাম্বুনুর রশীদ
ডিন্ন এক্সিকিউটিভ
917-476-8914

দীর্ঘ ১২ বছরের TDS ইন্স্যুরেন্স ব্যবসায় সুনাম অর্জনের ধারাবাহিকতায় মামুনুর রশীদ এখন হোমকেয়ার ব্যবসায় সেবা দিচ্ছেন।



প্রোহেলথ হোমকেয়ার

ProHealth Home Care, Inc.
375 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Phone: 718-633-1112
Fax: 718-633-1117



New York Endocrine & Diabetes Center

এন্ডোক্রাইন ও ডায়াবেটিস স্পেশালিষ্ট

Dr. Kaushik Mandal, MD, FACP
Board Certified
(Endocrinologist, Diabetes and Obesity Specialist)
with TJH Medical services PC
Affiliated with Jamaica Hospital



Location: 134-20 Jamaica Ave, 1st floor, Jamaica, NY 11418

(Located next to the subway Jamaica Sutphin Blvd
Parking $4 fee for patient flat fee)
Patients can call 718-206-6742 to make an appointment.

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

J. K. GAIN MULTISERVICES
J. K. GAIN INSURANCE AGENCY



- TAX SERVICES
- INSURANCE
  - TLC INCURANCE (YELLOW, BLACK & GREEN CAB)
  - Life Insurance
  - Auto • Home • Business
  - Medicare Health Insurance
- Immigration Services
- DDC. (6 Hrs. Defensive Class)
- Pay your Bill here

Tel: 347-536-5107
Office: 917.396.4509
41-15 75th Street, Suite 2
Elmhurst, NY 11373
gain_jaydeb@yahoo.com
www.JKGainMulti.com

Authorized e-file Provider

LOW COST

Notary Public

প্রতি রবিবার একঘন্টার ফ্রি কর্মশালা

Jaydeb Gain

NYC MASTER ELECTRICIAN
FREE ESTIMATES FULLY LICENSED & INSURED

GREEN POWER ELECTRIC CORP
NYC LICENSED ELECTRICAL CONTRACTOR

OUR SERVICES

SERVICE UPGRADE
GENERAL WIRING
RESIDENTIAL & COMMERICAL
VIOLATION REMOVAL
TROUBLESHOOTING
PANEL UPGRADE

আমরা সব ধরণের ইলেক্ট্রিক্যাল কাজ করে থাকি



Mita Chowdhury, MD.
Assistant Professor,
Mount Sinai School of Medicine
Attending Physician, Elmhurst Hospital Center
Board Certified in Internal Medicine.

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, বাংলাদেশী ডাক্তার
ডাঃ মিতা চৌধুরী

অভিজ্ঞ চিকিৎসক
বন্ধুত্বপূর্ণ সেবাদানকারী কর্মী
রোগীকে পর্যাপ্ত সময় দেয়া হয়
অত্যাধুনিক প্রযুক্তি
আন্তরিক পরিবেশ

আমাদের সেবাসমূহ
সম্পূর্ণ প্রাইমারি কেয়ার
ডায়াবেটিস, রক্তচাপ, কোলেস্টেরল, এজমা,
থাইরয়েড, হৃদরোগের চিকিৎসা
বয়স অনুযায়ী ক্যানসার স্ক্রীনিং
সব ধরনের টিকা
চেম্বারে রক্ত, ইকেজি এবং প্রস্রাব পরীক্ষা
ওজন ব্যবস্থাপনা
মেডিকেল ফরম পূরণ

আমারা প্রায় সকল ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

** ইন্সুরেন্স বিহীন রোগী দেখার বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

৩০ বছরের অভিজ্ঞতা

MC MEDICAL CARE, PLLC
218-38 Hillside Ave. Queens Village NY 11427
ph.929-331-5702 Fax: 718-465-1199
চেম্বারে আসার আগে অনুগ্রহ করে ফোন করুন



যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই

- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

Khagendra Gharti-Chettry, Esq.
Attorney at Law

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LL.M, New York Law School, NY, USA.
646-359-3544
nasreenahmed2006@gmail.com

ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য

এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি

এখনো শতাধিক বাংলাদেশী ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি

CHHETRY & ASSOCIATES
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001.
Phone: 212-947-1079

GLOBAL MULTI SERVICES, INC.
THE MOST TRUSTED TAX PREPARER SINCE 2006

TAX
IMMIGRATION

e-file
IRS e-file PROVIDER



Tareq Hasan Khan
CEO

37-18, 74th Street, Suite - 202
Tel: (718) 205-2360

FAUMA INNOVATIVE
CONSULTANCY GROUP



- ALL CHOICE ENERGY
- WOODSIDE ADULT DAYCARE CENTER
- BALAKA 3 STAR STAFFING
- MERCHANT SERVICES
- NEW YORK STATE ENERGY BROKER

FAHAD R SOLAIMAN
PRESIDENT/CEO

OFFICE: 718.205.5195, CELL: 347.393.8504
EMAIL:FAHAD@FAUMAINC.COM, FAUMA@FAUMAINC.COM
37-18 73RD ST. SUITE 502, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

www.jonmobhumi.com

For Online Advertisement:
Tell: 718-380-6712, Cell: 646-327-7964,
E-mail: Jonmabhumi@gmail.com



NY HOME CARE SERVICE INC.

কর্মসংস্থানের সুযোগ

যোগ্য HHA ও PCA সার্টিফিকেটধারীদের নিয়োগ দেওয়া হয়

আমরা HHA ও PCA সার্টিফিকেটও প্রদান করছি

আমাদের সেবাসমূহ

- PCA
- OPWDD
- HHA



ফয়সাল আজিজ
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (CEO)
এন ওয়াই হোম কেয়ার সার্ভিস ইনক্

যোগাযোগ করুন

718-874-0047

ই-মেইল: info@nyhcs.org

ওয়েবসাইট: www.nyhcs.org



এম. আজিজ
প্রেসিডেন্ট
এন ওয়াই হোম কেয়ার সার্ভিস ইনক্
ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ও সাবেক প্রেসিডেন্ট
বাংলাদেশ সোসাইটি ইউএসএ

প্রধান কার্যালয়: 37-18 73rd Street, Suite 402, Jackson Heights, NY 11372

মানসম্মত সেবা | বিশ্বস্ত সহযোগী | মানসিক শান্তি

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জনমভূমি
প্রবাসে বাংলাদেশের মুখ

Vol 26 No.36 Thursday 12 November 2026 Weekly Janmobhumi

অনলাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

এবার অস্কারের দৌড়ে 'রামায়ণ'!

লস অ্যাঞ্জেলেসঃ ৫ নভেম্বর মুক্তি পেয়েছে 'রামায়ণ'।অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডসে বাজিমাত করবে রণবীর-যশের ছবি?বঙ অফিসে 'রামায়ণ'-এর সাফল্য অব্যাহত।
বঙ অফিসে দুদ্দাড়িয়ে ছুটছে 'রামায়ণ: রাইজ অফ আ লেজেন্ড'। এর মধ্যেই এবার অস্কারের দৌড়ে ঢুকে পড়ল নীতেশ তিওয়ারির ছবিটি। নির্মাতারা ৯৯তম অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডসের জন্য ছবির নমিনেশন জমা দিয়েছেন। তবে বলে রাখা ভালো, এটা কেন্দ্রের তরফে অফিসিয়াল এন্ট্রি নয়। ২০২৭ অস্কারে আন্তর্জাতিক ফিচার ফিল্ম ইতিমধ্যেই নির্বাচিত হয়েছে মারাঠি ছবি 'গোধল'। প্রতিযোগিতার নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ হওয়ায় আলাদা ভাবেই রণবীর-যশের-**বাকী অংশ ৩৬ পাতায়**



বিদেশিদের জন্য ভারতের ভিসায় জটিলতা কমল

দিল্লি ডেস্ক ঃভারতের দরজা আরও উন্মুক্ত হল বিদেশিদের জন্য। এবার ভারতের ভিসা পাওয়ার প্রক্রিয়া আরও সরল করে দিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। এতদিন পর্যন্ত ভারতের ভিসার আবেদনপত্রে মোট ১৩টি ভাগ পূরণ করতে হত। সেই সংখ্যাটা কমিয়ে ৯-এ আনা **-বাকী অংশ ১৭ পাতায়**

শেখ হাসিনার সাথে সাক্ষাৎ করতে যুক্তরাষ্ট্র আ.লীগের নেতারা ভারতে যাচ্ছেন

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): ২০২৪ সালের জুলাই-আগষ্ট বিপ্লবে দেশত্যাগ কওে ভারতে আশ্রয়ণকারী সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভপতি শেখ হাসিনার বাংলাদেশে ফেরা নিয়ে সর্বত্রই নানা জল্পনা-কল্পনা চলছে। এক সাক্ষাৎকারে শেখ হাসিনা নিজেই চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসে দেশে ফেরার ঘোষণায় দেশ-বিদেশে হ"ছ নানা কথা। বিষয়টি নিয়ে **-বাকী অংশ ৩৬ পাতায়**



হোয়াইট হাউসে দীপাবলি উদ্‌যাপন ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন ডেস্ক ঃওভাল অফিসে নিজের হাতে প্রদীপ জ্বালিয়ে উৎসবের সূচনা করেন ট্রাম্প। সেই অনুষ্ঠানে আরও দু'জন উপস্থি'ত ছিলেন– বিদেশসচিব মার্কো **-বাকী অংশ ১৮ পাতায়**

ট্রাম্পের ১০ বিলিয়ন ডলারের মামলায় বিপাকে বিবিসি

নিউইর্য়কঃ ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের করা ১০ বিলিয়ন ডলারের মানহানি মামলা চলতে আর কোনো **-বাকী অংশ ১৫ পাতায়**

৮১ বছর বয়সে বুকার জয়

নিউইর্য়কঃ ডিস্টোপিয়ান ব্যঙ্গাত্মক উপন্যাস 'দি এন্ড অব এভরিথিং'-এর জন্য ২০২৬ সালের মর্যাদাপূর্ণ বুকার পুরস্কার জিতেছেন ব্রিটিশ লেখক জন **-বাকী অংশ ২৬ পাতায়**

হোয়াইট হাউসে নিরাপত্তা সাময়িক লকডাউন

ওয়াশিংটন ডেস্ক ঃএকসঙ্গে দু'বার নিরাপত্তা লঙ্ঘনের চেষ্টা। যার জেরে সোমবার হোয়াইট হাউসে সাময়িক **-বাকী অংশ ৩৬ পাতায়**

আওয়ামী লীগের উদ্যোগে জেলহত্যা দিবস পালিত

হাকিকুল ইসলাম খোকন, পূর্বাঞ্চলীয় আওয়ামী লীগের উদ্যোগে গত রবিবার,৮ নভেম্বর ২০২৬,রাত সাড়ে ৭টায় নিউইয়র্ক-এর বাঙালি অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটসের সানাই রেস্টুরেন্ট - এর পার্টি হলে ১৯৭৫-সালে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম,তাজ উদ্দিন আহমেদ,ক্যাপ্টেন (অবঃ) এম মনসুর আলী ও এএইচএম কামরুজ্জামানকে নৃশংস ভাবে হত্যার ঐতিহাসিক ৩ নভেম্বর জেল হত্যা দিবস এবং ৭ নভেম্বর ১৯৭৫ হত্যা করে কে ফোর্স প্রধান ও মুক্তিযুদ্ধের ২ নং সেক্টর কমান্ডার জেনারেল খালেদ **-বাকী অংশ ৩৬ পাতায়**

রোহিঙ্গা গণহত্যা মামলায় ১৯ নভেম্বর ঐতিহাসিক রায় দেবে আন্তর্জাতিক বিচার আদালত

শিব্বীর আহমেদ, নিউ ইয়র্ক - মিয়ানমারে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংঘটিত কথিত গণহত্যার অভিযোগে গাম্বিয়ার দায়ের করা মামলার রায় আগামী ১৯ নভেম্বর ঘোষণা করতে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (আইসিজে)। মঙ্গলবার আদালতের এ সিদ্ধান্তের কথা **-বাকী অংশ ২৬ পাতায়**



নিউইয়র্কে বর্ণাঢ্য আয়োজনে গোল্ডেন এজ হোমকেয়ারের দশম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

শিব্বীর আহমেদ, নিউইয়র্ক-প্রবাসে জীবনযাত্রার ব্যস্ততা, পরিবর্তিত পারিবারিক কাঠামো এবং ক্রমবর্ধমান প্রবীণ জনগোষ্ঠীর বাস্তবতায় হোমকেয়ার-**বাকী অংশ ৩৪ পাতায়**

চাঁদে বসবাসের জন্য নতুন প্রজন্মের নভোচারী খুঁজছে নাসা

ওয়াশিংটন ডেস্ক ঃচাঁদে স্থায়ী ঘাঁটি গড়তে চায় মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা। এ লক্ষ্যে চলছে নতুন-**বাকী অংশ ২৬ পাতায়**

হাসিনার সমর্থক সন্দেহে বাংলাদেশে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের শাস্তি

রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগে উদ্বেগ প্রকাশ; ৪০৪ শিক্ষক তদন্তের আওতায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বরখাস্ত ও একাডেমিক কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞার তথ্য প্রকাশ
শিব্বীর আহমেদ, নিউ ইয়র্ক-বাংলাদেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর দল আওয়ামী লীগের সঙ্গে কথিত রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার কারণে বহু শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে অন্যায়ভাবে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে **-বাকী অংশ ৩৬ পাতায়**

চিন্ময় প্রভু'র মুক্তি চেয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন

শিতাংশু গুহ, নিউইয়র্ক।। 'চেঞ্জ ডট অর্গ'-এ শ্রীচিন্ময় কৃষ্ণ দাস (প্রভু)'র মুক্তি চেয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক **-বাকী অংশ ১৯ পাতায়**

এস্টেরিয়া ফ্রেন্ডস সোসাইটির নব নির্বাচিত কমিটির অভিষেক

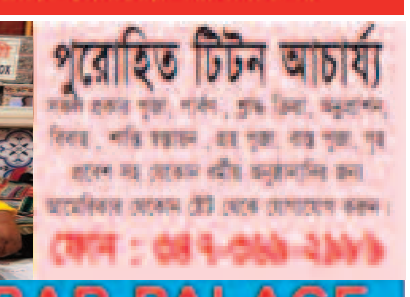
নিউইর্য়ক ঃপবিত্র কোরান তেলায়াত এবং বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে-**বাকী অংশ ১৯ পাতায়**

www.jonmobhumi.com



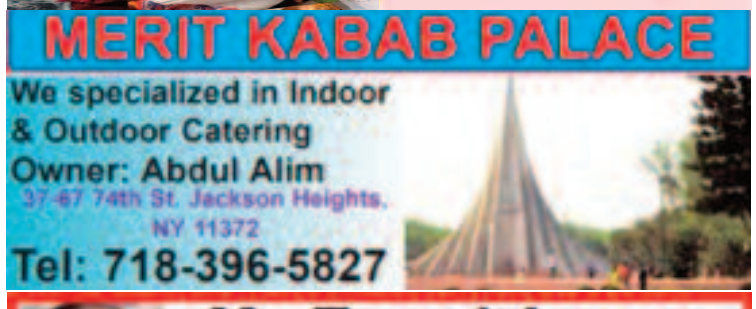




















Editor: Ratan Talukder, Published by Jonmobhumi group Inc. 37-39-74 street,Jacktion Height,NY-11372.Tell: 718-380-6712 Cell: 646-327-7964,E-mail: Jonmabhumi@gmail.com